

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার লোক সিরিজঃ প্রথম অর্ঘ

# চাণক্য-নীতি-শাস্ত্র-সমীক্ষা

বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রন্থের মূল্যায়ন এবং তৎসহ মূল, বিসন্ধি, অন্বয়, বাংলা প্রতিশব্দ, বঙ্গানুবাদ এবং সম্পাদক-কৃত ভাবার্থপ্রকাশ ব্যাখ্যা সহ পরিপূর্ণ সংস্করণ

শ্রী সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার



সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার লোক সিরিজ : প্রথম অর্ধ

## চাণক্য-নীতি-শাস্ত্র-সমীক্ষা

বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রন্থের মূল্যায়ন এবং তৎসহ মূল, বিসন্ধি, অর্থ, বাংলা  
প্রতিশব্দ, বঙ্গানুবাদ এবং সম্পাদক-কৃত 'ভাবার্থপ্রকাশ' ব্যাখ্যা সহ পরিপূর্ণ সংস্করণ

শ্রী সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী

এম. এ., পি এইচ. ডি., ডি.লিট., কাব্য-ব্যাকরণ উপনিষদতীর্থ

প্রফেসর, সংস্কৃত বিভাগ

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

ভূতপূর্ব ভিজিটিং প্রফেসর (আই.সি.সি. আর),

সরবোন নুবেল ইউনিভার্সিটি, প্যারিস

'পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র', 'A Study of the Citramimāṃsā of Appaya Dikṣita', 'Problems of  
Transliteration, Ecology and other Essays on Indology', শ্রীনিবাস রথ চরিত 'তদেব  
গগনং সৈব ধরা' কবিতা সংকলনের বাংলায় 'সেই একই আকাশ একই ধরা'-র অনুবাদক, 'ধর্মশাস্ত্রে  
আত্মহত্যা, কালিদাস ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক অন্যান্য নিবন্ধ', 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' প্রভৃতি  
গ্রন্থের প্রণেতা এবং কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল', মাঘের 'শিশুপালবধ' দণ্ডীর 'রাজবাহনচরিত',  
নারায়ণ পণ্ডিতের 'হিতোপদেশ', পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদক।



সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৬



শ্লোকসূচী ও গ্রন্থপঞ্জী এই গ্রন্থের সৌষ্ঠব ও উপযোগিতা বৃদ্ধি করেছে।

বর্তমানে সারা দেশ ব্যাপী দুর্নীতির যে তাণ্ডব চলছে, তাতে এই গ্রন্থ লোকের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার পথে সার্থক সহায়ক হবে বলে আশা করি। সত্যনারায়ণের কৃতিত্ব এই যে, এই গ্রন্থ সাধারণ পাঠক ও বিশেষজ্ঞ উভয়েরই উপযোগী। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি এবং প্রার্থনা করি, সত্যনারায়ণ দীর্ঘজীবী হয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনুক, লোকের সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করুক।

আ নো ভদ্রাণি যন্ত বিশ্বতঃ।

শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

## মুখবন্ধ

ইতিপূর্বে ‘চাণক্য-নীতি-শাস্ত্র’র একটি সংস্করণ সম্পাদনা করেছিলাম। সৌভাগ্যের কথা এই যে, স্কুল-কলেজের ‘পাঠ্য-পুস্তক’ না হওয়া সত্ত্বেও সেই গ্রন্থ নিঃশেষিত হতে বেশী সময় লাগেনি। তার জন্য সর্বাত্মে পাঠককুলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অতঃপর সেই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের প্রশ্ন উঠলো। পূর্বের সংস্করণে সংযোজন ইত্যাদির ফলে মূল সংস্করণ এতই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হ’ল যে, তাকে নূতন নামে অভিহিত করা হল এবং স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপেই সেটি প্রকাশিত হয়। অতঃপর বেশ কয়েকটি পুনর্মুদ্রণের পর এবার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রখ্যাত ভারত-তত্ত্ববিদ লুদভিক্ স্টার্নবাখ (Ludwik Sternbach) বিপুল পরিশ্রমে চাণক্য-বচনসমূহের সম্বলন প্রকাশ করেছেন। ‘Cāṇakya-Niti-Text Tradition’ (চাণক্য-নীতি-শাখা-সম্প্রদায়) নামক তিন খণ্ডের বিশাল গ্রন্থে চাণক্য বচনসমূহ নিয়ে গড়ে ওঠা অসংখ্য নীতিশাস্ত্র বচনগুলিকে তিনি ছয়টি সংস্করণে বিভক্ত করেছেন—‘বৃদ্ধ চাণক্য’ (সরল), ‘বৃদ্ধ চাণক্য’ (অলঙ্কৃত), ‘চাণক্যনীতিশাস্ত্র’, ‘চাণক্যসারসংগ্রহ’, ‘লঘুচাণক্য’ এবং ‘চাণক্য-রাজনীতি-শাস্ত্র’। বর্তমান গ্রন্থটিতে লুদভিক স্টার্নবাখের পাঠই আদর্শরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

চাণক্যবচন নিয়ে এ পর্যন্ত অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তবে সেগুলির অধিকাংশেই সম্পাদকেরা যথেষ্টভাবে শ্লোক বর্জন করেছেন, বর্জিত শ্লোকের স্থানে অভিনব স্বরচিত শ্লোক সংযোজন করেছেন কিংবা যথেষ্টভাবে পাঠ পরিবর্তন করেছেন। এগুলির কোনটিই অভিপ্রেত নয়। যারা এরকম করেছেন, তাঁদের অভিমত হল—এটি বালপাঠ্য গ্রন্থ, তাই যেসব শ্লোক তাদের পাঠ্য নয়, সেগুলি বর্জন করা হয়েছে এবং তার বদলে অন্য কিছু শ্লোক সংযোজন করা হয়েছে, অথবা শ্লোকের অংশবিশেষের পাঠ পরিবর্তন করা হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থকার কিন্তু এই মত গ্রাহ্য বলে মনে করে না। প্রথম কথা, এটি বালপাঠ্য গ্রন্থ নয়। দ্বিতীয় কথা, গ্রন্থনাম বা গ্রন্থকার-নাম অপরিবর্তিত রেখে এরকম পরিবর্তন-পরিবর্জন নীতি-বহির্ভূত ব্যাপার। সাধারণ পাঠক ছাপার অক্ষরে যে শ্লোককে ‘চাণক্য-বচন’ বলে জানছে তা যে আসলে আধুনিক সম্পাদকের ‘বচন’, সেটা বোঝানোর কোন উপায় থাকে না এবং ফলতঃ তারা ভুল ধারণা বহন করেই চলে। প্রকাশিত এই ধরণের গ্রন্থের ‘ভূমিকা’য় কোন ‘কোন’ সম্পাদক ‘আমি আমার রচিত দশটি শ্লোক এই গ্রন্থে সংযোজিত করিয়াছি’ ইত্যাদি কথা সর্গর্বে জানিয়েছেন আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা জানানো হয়নি। বর্তমান গ্রন্থকারের বক্তব্য হ’ল এই যে—পরিবর্তন পরিবর্জন যদি করতেই হয় তবে গ্রন্থনামেও সেই কথার স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ থাকা দরকার। মহাকবি কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলে’র অভিনয়ে ঘটনা সংযোজন ইত্যাদি দেখার অনেক অভিজ্ঞতা এই গ্রন্থকারের আছে। বহু ‘সংস্কৃত’ নাটক মঞ্চস্থ করার সময় মূল প্রাকৃতভাষায় স্থলে হিন্দী বা অন্য



ভাষা প্রয়োগ হতেও দেখেছি। সাধারণ লোকে কালিদাস হিন্দী প্রভৃতি ভাষারও প্রয়োগ তাঁর নাটকে করেছিলেন—এরকম অনুমান করলে দোষ দেওয়া যাবে না। এইজন্যই বলা হয়েছে যে, গ্রন্থনামে এসবের উল্লেখ থাকবে (যেমন, ‘কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল অবলম্বনে’, ‘সংক্ষিপ্ত চাণক্য-নীতিশাস্ত্র’ কিংবা ‘চাণক্য-নীতিশাস্ত্র অবলম্বনে’—এ ধরনের উল্লেখ) বাঞ্ছনীয়। বর্তমান গ্রন্থে ‘বালপাঠ্য নয়’ জানে কোন শ্লোক বর্জন করা হয়নি। সমস্ত শ্লোক অবিকৃত রেখে স্টার্ণবাক্যের বহুজ্ঞতা-স্বীকৃত পাঠ গ্রহণ করে পরিপূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করা হ’ল।

বাংলা ভাষায় একটি বৈশিষ্ট্য যে এখানে বর্ণীয় ব (ব) এবং অন্তঃস্থ ব (ব) এর উচ্চারণে প্রভেদ রক্ষিত হয় না। এই দুই ‘ব’ এর লিখিত রূপও এক। ইদানীং বাংলা বর্ণমালায় ‘ব’ বর্ণটি একবারই উল্লিখিত থাকে এবং তা বর্ণীয় বর্ণের সঙ্গে (প,ফ,ভ,ম)। সংস্কৃত উচ্চারণ অনুসারে তা চলবে না। নাগরী হরফে ছপা বইতে সেজন্য দুটি পৃথক বর্ণ বর্ণীয় ব (ব) এবং ব (অন্তঃস্থ ব) এর প্রয়োগ আছে। বঙ্গাক্ষরেও দুটি অক্ষরের এই পার্থক্য দেখানোর প্রয়োজনের কথা পূর্বে জ্ঞাত থাকলেও প্রেসের অসুবিধায় তা সম্ভব হচ্ছিল না। মৎসম্পাদিত ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলে’ এবং পরে ‘শিশুপালবধ’, ‘মেঘদূত’ প্রভৃতি গ্রন্থেও ব এর স্থলে ‘ব’ এবং ব এর ক্ষেত্রে ‘ব’ ব্যবহার চালু করেছি বছর পনের আগে। সৌভাগ্যের বিষয় বর্তমানে অনেকই এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। অন্য এক প্রকার রূপ ইতিপূর্বে কেউ কেউ চালু করার চেষ্টা করলেও তা বিশেষ সমাদৃত হয়নি। গ্রন্থের ‘সমীক্ষা’ অংশে চাণক্য এবং তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে প্রশংসাসূচক শ্লোক এবং মন্তব্যসমূহ, চাণক্যের জীবনী, চাণক্যের বিভিন্ন নামের উৎসানুসন্ধান, গ্রন্থের বিষয়বিন্যাস, চাণক্যকৃত স্ট্রীচরিত্র বর্ণনার বিশ্লেষণ এবং গ্রন্থযোগ্যতা, অর্থকৌলীন্যের বর্ণনা ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। মূল গ্রন্থেও প্রতিটি শ্লোকের ব্যাখ্যায় চাণক্যের দৃষ্টিভঙ্গী এবং তাঁর বক্তব্যের মূল্যায়ন আছে। প্রকৃতপক্ষে সেগুলিও ‘সমীক্ষা’র বিষয়।

মূল, বিসদ্বি, শ্লোকান্বয়, বাংলা প্রতিশব্দ, বঙ্গানুবাদ এবং ‘ভাবার্থপ্রকাশ’ নামে বিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হ’ল। গ্রন্থের যথার্থ অনুধাবনে এগুলির সবক’টির প্রয়োজন। এটিই বিজ্ঞান-সম্মত এবং বাস্তবসম্মত পদ্ধতি। এই গ্রন্থ যাতে সর্বসাধারণের বোধগম্য হয় সেদিকে নজর রেখেই এই ব্যবস্থা। এগুলি অকারণ পল্লব নয়। জ্ঞানের রাজ্যে ‘শর্টকাট’ পথ নেই।

আমার শিক্ষাগুরু ‘সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীয় ঔদার্যে আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের জন্যও একটি ‘শুভাশংসন’ প্রদান করেছিলেন। তাঁর মত স্নেহপ্রবণ শিক্ষক দুর্লভ। পাণ্ডিত্য এবং গবেষণধর্মী বহু গ্রন্থের রচনার দ্বারা জীবৎকালেই তিনি প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর জ্ঞানের গরিমা সর্বদাই স্নিগ্ধতা প্রদান করেছে। আমার শ্রদ্ধার অর্থ হিসাবে এই গ্রন্থ তাঁকে প্রদান করেছিলাম। তাঁর আশীর্বাণী ফলবতী করার প্রচেষ্টা এখন করে চলেছি—এটুকুই আমি সন্ধিয়ে জানাচ্ছি।

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারের শ্রীমান দেবশিস প্রায় বছর দুয়েক আগে এই গ্রন্থের দ্বিতীয়

সংস্করণের ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করে। কিন্তু তিন বৎসরের কিছু বেশী সময় প্যারিসের সরবেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থাকায় তা সম্ভব হয় নি। এই প্রসঙ্গে অবশ্য আমার একটু বক্তব্য আছে। কোন গ্রন্থ নিঃশেষিত হওয়ার পূর্বেই প্রকাশককে উদ্যোগ নিতে হবে পরবর্তী মুদ্রণ / সংস্করণের জন্য। অন্যথায় পাঠকেরা অনেক ক্ষেত্রেই প্রার্থিত গ্রন্থটি কিনতে চেয়েও বিফল হন। এই রকম কোন পরিস্থিতিতেই পার্শ্ববর্তী একটি দেশে আমার সম্পাদিত ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তল’ আমার / প্রকাশকের অনুমতি ব্যতিরেকেই মুদ্রিত হয়ে বিক্রীত হচ্ছে। আমার অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রেও এরকমটা ঘটে থাকার সম্ভাবনা আছে। এই ব্যাপারে প্রকাশককে প্রতীকারের উপায় খুঁজতে হবে। যাই হোক, দেহাতে হলেও বইটি পুনরায় প্রকাশ পাচ্ছে এবং তার জন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাই।

আমার অগ্রজ বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিদের মধ্যে জ্ঞানপীঠ পদ্মবিভূষণ প্রভৃতি পুরস্কারে সন্মানিত অধ্যাপক সত্যরত শাস্ত্রী মহাশয় সর্বদা আমায় উৎসাহিত করেন। বিশিষ্ট কবি শ্রীনিবাস রথ (উজ্জয়িনী), ভারতীয় বিদ্যাভবন (মুম্বাই) এর গবেষণা অধ্যক্ষ শ্রীসুরেশ উপাধ্যায় এবং আরো অনেকের স্নেহপ্রীতি উৎসাহ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করছি।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ, বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী থেকে অনেক সাহায্য গ্রহণ করেছি এবং তার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী নয় এমন বহু পাঠক যারা প্রথাগত সংস্কৃত পাঠ নেয় নি তারা আমার গ্রন্থগুলির বিসদ্বিযুক্ত পাঠ, অর্থ, প্রতিশব্দের অর্থ এবং ব্যাখ্যা অংশ তাদের গ্রন্থের অর্থবোধে যথেষ্ট সহায়তা করে এই অভিমত বহুবার চিঠিপত্রে কিংবা সাক্ষাতে জানিয়েছে। এই বইয়ের অধিকাংশ পাঠক স্কুল-কলেজের ছাত্র নয়—একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তৎসত্ত্বেও গ্রন্থটির একাধিক সংস্করণ এবং ততোধিক মুদ্রণ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ সহজভাবে পরিবেশন করার প্রয়োজনীয়তা নির্ভুলভাবে নির্দেশ করে। পাঠক কেবল বঙ্গানুবাদে সন্তুষ্ট হন না।

এই গ্রন্থ সংস্কৃত শিক্ষার্থী এবং সাধারণ পাঠকবর্গ—দুয়েরই তৃপ্তি বিধান করলে নিজেকে কৃতার্থ ভাববো। অলমিতি—

সংস্কৃত বিভাগ,  
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

৮ই মে, ২০১০

সতানারায়ণ চক্রবর্তী



## ॥ সূচীপত্র ॥

বিষয়	পৃষ্ঠা
ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত শুভাশংসন—	৫—৬
মুখবন্ধ—	৭—৯
সূচীপত্র—	১১—১২
চাণক্য-নীতি-শাস্ত্র-সমীক্ষা—	১৫—৩৬
চাণক্য-প্রশস্তি—	১৫—১৮
নীতিসংগ্রহ : সংক্ষিপ্ত পরিচয়—	১৯
চাণক্য-পরিচয়	২০—২৫
চাণক্য : বিভিন্ন নামের উৎসানুসন্ধান ২০-২২, আবির্ভাব :	
স্থান-কাল-বংশ ২২, জীবনকথা ২৩-২৫, চাণক্য-রচিত গ্রন্থ ২৫	
চাণক্য-নীতিশাস্ত্র পরিচয় —	২৬-৩৬
চাণক্য নীতি, বিভিন্ন সংস্করণ ২৬—২৭, গ্রন্থনাম এবং	
শ্লোকসংখ্যা ২৭, সংস্করণ / অনুবাদ ২৮, ছন্দ ২৮,	
বিষয়বিন্যাস ২৮-২৯, বালপাঠ্য গ্রন্থ কি? ২৯-৩০, স্ত্রী-চরিত্র	
বর্ণন ৩০-৩১, স্ত্রী চরিত্র বর্ণনের গ্রহণযোগ্যতা বিচার ৩১-৩৪,	
অর্থ কৌলীন্য বর্ণন ৩৪-৩৫, গ্রন্থ মূল্যায়ন ৩৫-৩৬	
চাণক্য-নীতি-শাস্ত্র (মূল, বিসন্ধি, অম্বয়, বাংলা প্রতিশব্দ,	
বঙ্গানুবাদ, 'ভাবার্থপ্রকাশ' ব্যাখ্যা সহ)—	১—৯৭
বিষয়সূচী—	৯৮—৯৯
পরিশিষ্ট—	১০০—১০১
বর্ণানুক্রমিক শ্লোকসূচী—	১০২—১০৪
নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী—	১০৫—১০৬



শ্রীঃ

### চাণক্য-প্রশস্তি

চাণক্যমণিক্যমমূল্যরত্নং  
স্বদেশজং যৎ ত্রিদিবেহপ্যালভ্যম।  
সর্বৈঃ সমৃদ্ধং হৃদি তৎ প্রথার্যং  
প্রযান্তি দূরং দূরিতানি যেন।।

—শ্রীতারাকুমার শর্মা।

নানাসন্দর্ভসারোথং গভীরার্থপ্রকাশকম।  
বালানামান্তবোধায় কৌটিল্যেন কৃতং পুরা।।  
নীতিনৌকর্ণধারং তং বাৎসায়নমহামুনিম।  
বন্দে তদর্থবোধায় শ্রিয়া বিপ্রেশ্বরো মুদা।।

—শ্রী বিশ্বরত্ন শাস্ত্রী

Next to the heroes of the epic and the Purāṇas no name was more familiar to Indians than that of Cāṇakya. The very fact that almost universal adoration was paid to his memory shows that Cāṇakya was regarded in his own days as a master whose worldly wisdom and foresight had gained for him the veneration of his contemporaries. Their reverence has been transmitted from one generation to another and his real history having been forgotten, tradition has surrounded his name with a halo of intellectual glow that has marked him out for the spontaneous veneration of posterity, not only in India, but also in the ancient world outside.

—Ludwik Sternbach (Cāṇakya-Rāja-Niti)



নানাশাস্ত্রোক্তং তং বক্ষ্যে রাজনীতিসমুচ্চয়ম্।  
সর্ববীজমিদং শাস্ত্রং চাণক্যং সার-সংগ্রহম্।।

ইয়মত্র কয়্যাপি দিশা  
নীতিদৃশাং দর্শিতা পদবী।  
চাণক্যাদ্যভিধানাজ্  
জ্ঞেয়নিধানাদথান্যদুন্নেয়ম্।। —শ্রীহরিহরসুভাষিত  
[‘মহা-সুভাষিত-সংগ্রহে’ উদ্ধৃত]

নয়প্রয়োগপ্রাচণ্ড্যস্বপ্নদীরাভুতাত্মনা।  
অনয়া কথয়া কো ন মতিমানতিমাদ্যতি।।  
—রবিনর্তক

Compared by many to Machiavelli and by others to Aristotle and Plato, Kautilya is alternatively condemned for his ruthlessness and trickery and praised for his sound political knowledge of human nature.

—The New Encyclopaedia Britannica, Micropaedia, 15th Edition, Vol. 6, 1989

বংশে বিশালবংশ্যানামুঘীণামিব ভূয়সাম্।  
অপ্রতিগ্রাহকাণাং যো বভূব ভূবি বিশ্রুতঃ।।  
নীতিশাস্ত্রামৃতং ধীমানর্থশাস্ত্রমহোদধেঃ।  
সমুদ্দগ্ধে নমস্তস্মৈ বিষ্ণুগুণায় বেধসে।।

—কামন্দকীয় ‘নীতিসার’

মথিত্বা জ্ঞানমস্থনেনার্থশাস্ত্রপয়োনিধিম্।  
নীতিশাস্ত্রামৃতং তস্মাচ্চাণক্য উদদীধরৎ।।

—শ্রীতারাকুমার শর্মা

In addition to rājāniti Cāṇakya's collections of sayings contain principles of morality and high ethical value, many of which are generally accepted not only in India but all over the world.

—Ludwik Sternbach ('Subhāṣita, Gnostic and Didactic Literature' গ্রন্থে, 'A History of Indian literature'—সাধারণ সম্পাদক, Jan Gonda, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম অংশ)

বুদ্ধিরেব জয়তোকা পুসঃ সর্বার্থসাধনী।  
যদবলাদেব কিং কিং ন চক্রো চাণক্যভূসুরঃ।।

—রবিনর্তক

অশ্বা নাগাঃ স্যন্দনানাধঃ সজ্জাঃ  
মদ্রাঃ শুদ্ধা দৈবতধঃ নুকূলম্।  
এতান্যাহঃ সাধনানি স্ম রাজ্ঞাম্  
তেভ্যোহপীয়ং বুদ্ধিরেক্ষ্যতে মে।।  
—রবিনর্তকের ‘চাণক্যকথা’য় চাণক্যের উক্তি

জাতবেদা ইবার্চিগ্মান্ বেদান্ বেদবিদাং বরঃ।  
যোহধীতবান্ সুচতুরশ্চ তুরোহপ্যেকবেদবৎ।।

—কামন্দক

....there can be no doubt that, both in its thought and expression, it is one of the richest and finest collections of gnostic stanzas in Sanskrit, many of which must have derived from fairly old sources.  
—S. K. De (A History of Sanskrit Literature, Classical period, Vol.I)



মস্তিষ্কে তস্য চাভ্যর্থ্য বৃহস্পতিসমং ধিয়া।  
চাণক্যং স্থাপয়িত্বা তং স মন্ত্রী কৃতকৃত্যতাম্।।  
মদ্যানো যোগনন্দস্য কৃতবৈরপ্রতিক্রিয়ঃ।  
পুত্রশোকেন নির্বিগ্নঃ প্রবিবেশ মহনম্।।

—কথাসরিৎসাগর

মূলসূত্রং প্রবক্ষ্যামি চাণক্যেন যথোদিতম্।  
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ।।

## নীতিসংগ্রহঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যকে প্রথমতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—দৃশ্য এবং শ্রব্য। দৃশ্য হল অভিনয়ে অর্থাৎ নাটক প্রভৃতি। শ্রব্য কাব্যে অনেক ভেদ। প্রথমতঃ গদ্য এবং পদ্যভেদে তা দ্বিবিধ। পদ্যকাব্যের আবার খণ্ডকাব্য, মহাকাব্য, কোষকাব্য ইত্যাদি নানা ভেদ।

পরস্পর নির্ভরশীল নয় এমন শ্লোকসমষ্টিকে কোষকাব্য বলা হয়। 'সাহিত্যদর্পণ'কার বিশ্বনাথ বলেছেন—

‘কোষঃ শ্লোকসমুহস্ত স্যাদন্যোন্যাপেক্ষকঃ।

ব্রজ্যাক্রমেণ রচিতঃ স এবাতিমনোরমঃ।।’

এধরণের কাব্যে প্রত্যেক শ্লোকই স্বতন্ত্র, বিশেষ ভাবনার বাহক। বেদ-ঊপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারতের সমগুরুত্বে না হলেও কোষকাব্যগুলিও সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে গণ্য করা চলে। জীবনের চলার পথে উদ্ভূত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণে এধরণের শ্লোক-সংকলন দীপবর্তিকার কাজ করে। ধর্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ভুগসাধনে কোষকাব্যসমূহের সুভাষিতগুলি দিক নির্দেশক যন্ত্র বললেও অত্যাঙ্গি হয় না।

কোন কোন সূক্তি-সংকলন বা সুভাষিত-সংগ্রহ বিভিন্ন কবির কাব্য বা নাটকের বা যেকোন সাহিত্যকীর্তির উদ্ধৃতিমাত্র অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। আবার লৌকিক প্রবাদ-বাক্যকে সম্বল করে অথবা কেবলমাত্র উপদেশমালাকে নিয়েও সুভাষিতসংগ্রহ রচিত হয়েছে। ‘চাণক্য-নীতিশাস্ত্র’ হল উপদেশমালাবিশেষ। রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য উপদেশ এবং বিভিন্ন নীতিবাক্যের এক অপূর্ব-সংকলন এই গ্রন্থ। এই নীতিগ্রন্থের বহু সংস্করণ রয়েছে। তা নিয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

নীতিমূলক অন্যান্য কাব্যগুলির মধ্যে ভৃহরির শতকত্রয়, (শৃঙ্গার, নীতি এবং বৈরাগ্য), ভল্লটের শতক, সদানন্দের নীতিমালা, শঙ্করাজের নীতিমঞ্জরী, বেক্টরায়ের নীতিশতক, ঘটকপরের নীতিসার, স্বামী দয়ানন্দের নীতিচাম্রিকা, সুন্দরাদার্ঘের নীতিশতক, সোমদেবসূরির নীতিবাক্যামৃত, ব্রজরাজ শঙ্করের নীতিবিলাস, বরকুটির নামে প্রচলিত নীতিরত্ন, বেতালভট্টের নামে প্রচলিত নীতিপ্রদীপ জহ্ননের মুক্খোপদেশ, দেবরাজের ‘আর্যমঞ্জরী’ এবং অন্যান্য আরো অসংখ্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যায়।



## চাণক্য-পরিচয়

### চাণক্য : বিভিন্ন নামের উৎসানুসন্ধান

চাণক্য একজন অতিপ্রসিদ্ধ ভারতীয় কূটনীতিজ্ঞ। মানবজীবনের সকল কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে তাঁর শ্লোকসমূহ শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় সকলের কাছেই অঙ্গবিস্তার পরিচিত আছে। ‘অর্থশাস্ত্র’-প্রণেতা কৌটিল্য আর ‘চাণক্যশ্লোক’ নামে প্রসিদ্ধ শ্লোকসমূহের রচয়িতা একই ব্যক্তি কিনা এবিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও চাণক্যের একাধিক নামের মধ্যে কৌটিল্যও অন্যতম। দ্রঃ ‘এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা’, ষষ্ঠ খণ্ড, পঞ্চ দশ সংস্করণ অথবা বেঞ্জামিন ওয়াকারের ‘হিন্দু ওয়ার্ল্ড’, প্রথম খণ্ড। দণ্ডিবিবচিত প্রসিদ্ধ গদ্যকাব্য ‘দশকুমারচরিতে’ ইয়মিদানীমাচার্যবিষ্ণুগুপ্তেন মৌর্যার্থে যড়ভিশ্লোক-সহস্রৈসসংক্ষিপ্তা—এরকম বলা হয়েছে। ‘পঞ্চ তন্ত্র’ গ্রন্থে বলা আছে—‘ততো ধর্মশাস্ত্রাণি মহাদীনি, অর্থশাস্ত্রাণি চাণক্যাদীনি’। সুতরাং দেখা যাচ্ছে—চাণক্য, বিষ্ণুগুপ্ত, কৌটিল্য—একই ব্যক্তির নাম বলে স্বীকৃত। এছাড়াও চাণক্যের আরো অনেক নাম আছে। হেমচন্দ্রের ‘অভিধান-চিন্তামণি’ গ্রন্থে বলা হয়েছে—

“বাৎস্যায়নো মল্লনাগঃ কৌটিল্যশ্চ চণকায়জঃ।

দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোহঙ্গুলশ্চ সং।।”

‘পক্ষিল’ নাম হয়েছে চাণক্য তর্কিক ছিলেন বলে। রাজনীতিবিদ হওয়ার কারণে তিনি ‘কৌটিল্য’। জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থে তাঁর নাম বিষ্ণুগুপ্ত। কামশাস্ত্রের গ্রন্থে নাম বাৎস্যায়ন। নীতিশাস্ত্রের গ্রন্থে নাম চাণক্য। বিরাট যোদ্ধা হিসাবে নাম হয়েছে ‘মল্লনাগ’। ‘অঙ্গুল’ শব্দের পরিবর্ত পাঠ ‘অংশুল’। তার অর্থ বলবান, বৃহৎ প্রভৃতি হতে পারে। তাঁর ডাক নাম ছিল ‘খণ্ডদং’। মায়ের প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ হিসাবে তিনি তাঁর একটি দাঁত উপড়ে ফেলেন—এরকম সব প্রবাদ আছে।

চণকস্য মূনেঃ গোত্রাপত্যং—এই অর্থে ‘চাণক্য’ পদ সিদ্ধ হয় চণক শব্দের উত্তর ষষ্ঠ্য প্রত্যয়ের দ্বারা। ‘গোত্রাপত্য’ বলতে পৌত্রাদি বোঝায়। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পুত্রাদিকেও বুঝিয়ে থাকে। সুতরাং ব্যাকরণ অনুসারে (‘গর্গাদিত্যো যঃ’—পাঃ ৪।১।১০৫) চণকমূনির বংশে জাত পুত্র-পৌত্রাদির কেউ চাণক্য হবেন—এরকম বলা চলে। ‘দশরূপকের’ ‘অবলোক’ টীকায় ধনিক ‘বৃহৎকথা’ থেকে যে শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে ‘চাণক্য’ নাম আছে। ‘চাণক্যানাম্মা তেনাথ....’। ‘কথাসরিৎসাগরে’ সোমদেবভট্টও ‘চাণক্য’ নাম গ্রহণ করেছেন—‘চাণক্যং স্থাপয়িত্বা....।’ ‘পঞ্চ তন্ত্রা দিতেও ‘চাণক্য’ নাম। ‘স্কন্দপুরাণে’ও ‘চাণক্য’ নামই দেখা যায়। ‘ততো হপি দ্বিসহস্রেষু দশাধিকশতত্রয়ে। ভবিষ্যৎ নন্দরাজ্যং চ চাণক্যো যান্ হনিষ্যতি।।’

[২১]

কৌটিল্য নামের ব্যুৎপত্তি ‘উপাধ্যায়নিরপেক্ষা’ টীকায় এভাবে দেওয়া হয়েছে—‘(কুটল) কুটিলত্বং (কুটোঘট) কুটঘট উচ্যতে। তং ধান্যপূর্ণং (ভূতং) লাগ্তি সংগৃহ্যন্তি প্রাতঃসময়ে হোমাদ্যর্থং নাথিকং, অধিকং তু ভ্রাক্ষণানুদিশ্য সদ্যঃ প্রক্ষালয়ন্তি ইতি কুটীলাঃ। কুটীলানাং ইতি প্রসিদ্ধাঃ। অতএব কুটিলানামপত্যং বিষ্ণুগুপ্তঃ কৌটিল্যঃ।’ কুট—ধান্যপূর্ণ ঘট। যাঁরা তা সঞ্চয় করেন তাঁরা কুটল। সেই বংশে জাত ব্যক্তি কৌটিল্য। ‘কুটল’ শব্দের অন্য আরেক অর্থ কুটীলান্য। যাঁরা এক বৎসরের জীবন ধারণের মত খাদ্যশস্য সঞ্চয় করেন তাঁরা কুটল। সেই বংশে জাত ব্যক্তি কৌটিল্য।

মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী ‘কুটলগোত্রে জাত ব্যক্তি’ এই অর্থে ‘কৌটিল্য’ নাম করেছেন, ‘কৌটিল্য’ নয়। কিন্তু ‘কৌটিল্য’ নাম বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে, যেমন বাণভট্টের ‘কাদম্বরী’, বিশাখদত্তের ‘মুদ্রারাক্ষস’, কামন্দকের ‘নীতিসার’, ‘বিষ্ণুপুরাণ’, ‘ভাগবত’ প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। চাণক্য অসাধারণ কুটবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। কুটিলমতি হওয়ার কারণে ‘কৌটিল্য’ নামে তিনি খ্যাত হন—এরকম ব্যাখ্যা অনেকে দিয়েছেন। ‘মুদ্রারাক্ষসে’ আছে ‘কৌটিল্যঃ কুটিলমতিঃ স এষঃ’। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে চাণক্যের ‘কৌটিল্য’ এই অপবাদসূচক নামের সঙ্গে ‘বাহুদন্তিপুত্র’ (ইন্দ্র), ‘বাতব্যাহি’ (উদ্ধব), ‘কৌশপদন্ত’ (ভীষ্ম), ‘পিশুন’ (নারদ) ইত্যাদি নাম তুলনীয়। ‘দ্রাবিল’ নাম হওয়ার কারণ যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান। ‘দ্রাবিল’ পদের পরিবর্তে ‘দ্রামিল’ পাঠও আছে। চাণক্য দক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন বলে (যদিও তিনি তক্ষশীলায় আবর্তিত হন বলেই অধিকাংশের ধারণা) তাঁর এই নামকরণ—এরকম বলা হয়ে থাকে।

চাণক্যের আসল নাম, যতদূর ধারণা, বিষ্ণুগুপ্ত। ‘অর্থশাস্ত্রে’ গ্রন্থাবসানে কৌটিল্য স্বয়ং বলেছেন—‘দৃষ্টা বিপ্রতিপত্তিং বহুধা শাস্ত্রেণ ভাষ্যকরাণাম্। স্বয়মেব বিষ্ণুগুপ্তশ্চ কার সূত্রং চ ভাষ্যং চ।।’ কামন্দক তাঁর গ্রন্থে এই নামই ব্যবহার করেছেন—‘সমুদ্রশ্রেণে নমস্তস্মৈ বিষ্ণুগুপ্তায় বেদসে।’ ‘মুদ্রারাক্ষস’ নাটকে বিশাখদত্তও চাণক্যের আসল নাম বিষ্ণুগুপ্ত—এরকম বলেছেন। শিশুবরসে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় কোন গুরুতর অসুখ বা সঙ্কট থেকে রক্ষা পাওয়ায় এই নাম দেওয়া হয়েছিল বলে অনুমান করা চলে। (দ্রঃ সনৎসুজাতীয়মধ্যম্যশাস্ত্রম্—শ্রীগুরুপদ হালদার, পৃঃ ৬১৮)।

চাণক্যের ‘অঙ্গুল’ নামকরণের সার্থকতা দেখাতে গিয়ে অনেকে বলেছেন—সুধর্মা যোগানন্দ তাঁর মন্ত্রী শকটালের সঙ্গে বিবাদ করে রাক্ষসকে নিযুক্ত করেন। শকটাল তখন চাণক্যের সঙ্গে মিলিত হন। অঙ্গুল দিয়ে যেমন জিনিষ পত্র তোলা হয় তেমনি নন্দবংশ ধ্বংস করার জন্য শকটালও চাণক্যকে অঙ্গুলের মত ব্যবহার করেন। তাই তাঁর নাম হয়েছিল ‘অঙ্গুল’।

অনেকে বলেছেন—মল্লনাগ, চাণক্য—বাৎস্যায়নের সাংস্কারিক নাম। অনেকের মতে চাণক্যের ভাই ছিলেন বাৎস্যায়ন। উল্লেখ্য, বাৎস্যায়ন ‘কামসূত্র’ এবং ‘ন্যায়ভাষ্য’ রচয়িতা।



অন্যান্য নামেরও নানা ব্যাখ্যা আছে। এখানে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই। সংক্ষেপে সিদ্ধান্তে বলা চলে—চাণক্যের অনেক নাম প্রচলিত। তার মধ্যে ‘কৌটিল্য’ এবং ‘বিষ্ণুগুপ্ত’ বিশেষ পরিচিত। নন্দবংশ ধ্বংসের অন্যতম হোতা চাণক্য জীবনের চলার পথে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপদেশ শ্লোকাকারে লিখে গেছেন। তাই ‘চাণক্যশ্লোক’ নামে পরিচিত। চাণক্য এবং ‘অর্থশাস্ত্র’ প্রণেতা কৌটিল্য অভিন্ন ব্যক্তি বলেই অনেকের ধারণা। তবে এই ব্যাপারে কোন কোন পণ্ডিত বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে চাণক্যের কাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে। ‘অর্থশাস্ত্র’ গ্রন্থটি (যা অন্য কয়েকটি, অন্ততঃ পক্ষে তিনটি, পূর্ববর্তী গ্রন্থের সংগ্রহ) বহু পরে কৌটিল্য কর্তৃক ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত হয়েছিল বলে এঁরা মনে করেন। সম্প্রতি (আগস্ট, ১৯৮৯) ‘ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর হিস্টরিক্যাল রিসার্চ’-এর উদ্যোগে মহীশূরে আয়োজিত এক সম্মেলনে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক Thomas R. Trautmann (‘Kautilya and Artha Shashtra’ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ-প্রণেতা) এবং উপস্থিত অন্যান্য ঐতিহাসিকগণও উপর্যুক্ত মত প্রকাশ করেছেন এবং এখনও যে ভারতবর্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের চাণক্যই ‘অর্থশাস্ত্র’ প্রণেতা এবং কৌটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্রে’ মৌর্যযুগের জীবনযাত্রা প্রতিকলিত হয়েছে বলে শেখান হয় তা অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করেছেন। (দ্রঃ ‘দি স্টেটসম্যান’, ২৮.৮.৮৯)।

### আবির্ভাব : স্থান-কাল-বংশ

চাণক্য অবিভক্ত ভারতের তক্ষশীলায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তক্ষশীলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। চাণক্যের দ্রামিল (‘দ্রাবিলে’র পরিবর্ত পাঠ) নাম অনুসারে চণকমুনি স্বয়ং গান্ধারদেশের অধিবাসী হ’লেও তাঁর পুত্র চাণক্য ভারতের দাক্ষিণাত্যের কোন প্রদেশে জন্মগ্রহণ করে থাকতে পারেন বলে দু’একজন পণ্ডিত অনুমান করেছেন। (দ্রঃ ‘সনৎসুজাতীয়মধ্যাধ্যশাস্ত্রম্’—শ্রীগুরুপদ হালদার)।

চাণক্য ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কামন্দকের ‘নীতিসার’ গ্রন্থে আছে যে চাণক্য ঋষিদের মত বিশাল এবং উচ্চবংশের অপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণগণের বংশে জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়েছিলেন। “বংশে বিশালবংশানামৃষীগামিব ভূয়সাম্। অপ্রতিগ্রাহক্যাং যো বভূব ভূবি বিশ্বভঃ।।” “এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা’র ১৯৮৯ এর সংস্করণে—কোন কোন পণ্ডিতের মতে চাণক্য জরথুষ্ট্রীয় ধর্মের উপাসক, অন্ততঃ পক্ষে সেই ধর্মের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন—এরকম কথা বলা হয়েছে।

চাণক্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মন্ত্রী এবং উপদেষ্টা ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৩২১ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ২৯৭ অব্দ। সুতরাং চাণক্যের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক।

### জীবনকথা

চাণক্যের বিচিত্র জীবনকথা রবিনর্ডকের ‘চাণক্যকথা’, সোমদেবভট্টের ‘কথাসরিৎসাগর’, বিশাখদত্তের ‘মুদ্রারাক্ষস’ নাটক, কামন্দকের ‘নীতিসার’ প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। সামান্য ইতরবিশেষ থাকলেও তা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যলাভ এবং নন্দবংশ ধ্বংসের ঘটনার সঙ্গে জড়িত। কামন্দকের ‘নীতিসারে’ আছে—

“যস্যাবিচারণশ্চৈব বজ্রজ্বলনতেজসঃ।

পপাত মূলতঃ শ্রীমান্ সুপার্ব্য নন্দপর্বতঃ।।

একাকী মন্ত্রশক্ত্যা যঃ শক্ত্যা শক্তিরোপমঃ।

আজহার নৃচক্রায় চন্দ্রগুপ্তায় মেদিনীম্।।

নীতিশাস্ত্রমূতং ধীমানর্থশাস্ত্রমহোদধেঃ।

সমুদ্রে নমস্তস্মৈ বিষ্ণুগুপ্তায় বেধসে।।”

‘দশরূপকে’র টীকা ‘অবলোক’ে ‘বৃহৎকথা’র দুটি শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে—

“চাণক্যানামা তেনাথ শকটালগহে রহঃ।

কৃত্যং বিধায় সহসা সপুত্রো নিহতো নৃপঃ।।

যোগানন্দে যশঃশেষে পর্বনন্দসুতন্তঃ।

চন্দ্রগুপ্তঃ কৃতো রাজা চাণক্যেন মহৌজসা।।”

মগধের রাজা ছিলেন জরাসন্ধ। জরাসন্ধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ। জরাসন্ধের পর অনেকে মগধের সিংহাসনে বসলেন। অবশেষে রাজা হলেন মহাপদ্মনন্দ। মহাপদ্মনন্দের মহিষী রত্নাবলীর গর্ভে নন্দ প্রভৃতি আট পুত্রের জন্ম হয়। মহাপদ্মনন্দের মুরা নামে এক দাসী ছিল। মহাপদ্মনন্দ এবং মুরার সন্তান চন্দ্রগুপ্ত। মুরার পুত্র বলে চন্দ্রগুপ্তের বংশ ‘মৌর্য’ বংশ নামে খ্যাত হয়। [এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে রবিনর্ডকের ‘চাণক্যকথা’য় চন্দ্রগুপ্তকে মুরার পৌত্র বলা হয়েছে। মুরার পুত্র মৌর্য। মৌর্যের শতপুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ চন্দ্রগুপ্ত। রবিনর্ডকের গ্রন্থটি পড়ে লেখা। মোট ৩৫২টি শ্লোক। গদ্যে লেখা কোন একটি গ্রন্থকে তিনি পদ্যে রূপান্তরিত করেন। “চাণক্যস্য কথা সেয়ং বিদ্যতে গদ্যরূপিণী। অথ তাং পদ্যতাং নেতুমুদাতো রবিনর্ডকঃ।।” মূল গ্রন্থে কি ছিল তা বলা যাচ্ছেনা।] মহাপদ্মনন্দের পুত্রদের মধ্যে চন্দ্রগুপ্তই জ্যেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু দাসীর পুত্র হওয়ায় তিনি পিতৃরাজ্য থেকে বঞ্চিত হলেন। মহাপদ্মনন্দের অন্যান্য সন্তানেরা চন্দ্রগুপ্তের প্রতি দীর্ঘা পোষণ করত এবং তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল। চন্দ্রগুপ্ত তাদের অত্যাচারে পাঞ্জাবে পালিয়ে গেলেন। মহাপদ্মনন্দের পর রাজা হলেন নন্দ। তাঁর রাজধানী হল পাটলিপুত্র। চন্দ্রগুপ্তের পাঞ্জাবে অবস্থিতির সময় চাণক্যের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর পাঞ্জাব অঞ্চলের অধিকার নিয়ে আলেকজান্ডারের দুই সেনাপতির তুমুল বিবাদ হয়। ইতিমধ্যে চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের কূটবুদ্ধির জেরে পাঞ্জাবের অনেক অংশ নিজের অধিকারে আনেন।



মহারাজ নন্দের অন্যতম দুই মন্ত্রী নাম শকটীর এবং রাক্ষস। শকটীর শূদ্র এবং রাক্ষস ব্রাহ্মণ ছিলেন। দুজনেই রাষ্ট্রনীতিদুরন্দর। কিন্তু শকটীর উদ্ধতস্বভাব এবং প্রভুবিদ্বেষী—রাক্ষস তার সম্পূর্ণ বিপরীত। রাজা নন্দ শকটীর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে সপরিবার বন্দী করেন। কারাগারে অত্যন্ত পরিমাণ আহার্য বরাদ্দ দেখে পরিবারের অন্যান্য অনাহারে প্রাণত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং কালক্রমে মারা যায়। শকটীর জীবিত থাকেন এবং পরে কোন কারণে মুক্তিলাভ করেন। কারারুদ্ধ অবস্থাতেই শকটীর নন্দবংশ ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা করেন। ইতিমধ্যে একদিন নগরের বাইরে এক প্রান্তরে একজন কদাকার, যার কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণকে একগ্রচিতে কুশের গোড়ায় তরুসেচন (তরু = ঘোল) করতে দেখলেন। জানা গেল ব্যক্তিটি চাণক্য। তাঁর বিবাহ স্থির হয়েছিল, কিন্তু যাবার পথে কুশের আগাতে পায়ের ক্ষত হয়েছে। ফলে বিবাহ বন্ধ হয়েছে। সমস্ত ক্ষোভ পড়েছে এখন ঐ কুশের উপর। শকটীর দেখলেন এরকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অধ্যবসায়শীল লোকই তার উদ্দেশ্যসিদ্ধি তে সহায়ক হবে। গোপনে তিনি চাণক্যকে নিজের ঘরে নিয়ে রাখলেন। সেই প্রান্তর চাণক্যের তুষ্টি বিধানের জন্য কুশশূন্য করে দিলেন। নগরে চতুষ্পাঠীতে চাণক্যকে অধ্যাপক পদে দেওয়া হল। ইতিমধ্যে নন্দের পিতৃশ্রদ্ধের দিন উপস্থিত হল। শকটীর চাণক্যকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে গেলেন এবং তাঁকে প্রধান ব্রাহ্মণের আসনে বসালেন। রাজা নন্দ সেখানে উপস্থিত হয়ে এক কদাকার ব্রাহ্মণকে সেই আসনে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে শিখা ধরে আসন থেকে তুলে দিলেন। কারণ, শাস্ত্রানুসারে ঐ রকম ব্রাহ্মণ বরণের যোগ্য নন। অতঃপর চাণক্য শিখা উন্মুক্ত অবস্থায় প্রতিজ্ঞা করলেন—নন্দবংশ ধ্বংস না করা পর্যন্ত তিনি আর শিখা বন্ধন করবেন না। শকটীরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। এই সময়েই চন্দ্রগুপ্তও তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

এরপর চাণক্য চন্দ্রগুপ্ত এবং নিজের শিষ্যদের সঙ্গে করে তপোবনে গেলেন এবং সহপাঠী জীবসিদ্ধির সঙ্গে মিলিত হলেন। জীবসিদ্ধিকে ক্ষণকালবশে রাক্ষসের কাছে পাঠানো হল। জীবসিদ্ধি রাক্ষসের বিশ্বাসভাজন হলেন। অতঃপর চাণক্য এক অভিচারক্রিয়া (অন্যের ক্ষতির উদ্দেশ্য করা যাগযজ্ঞ) করেন এবং তার প্রসাদ শকটীরের মাধ্যমে নন্দের কাছে পাঠান। শীঘ্রই রাজা এবং তাঁর পুত্ররা নিহত হলেন। শকটীরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হল। কিন্তু নিজের অপরাধবোধে পীড়িত হয়ে বনে গিয়ে অনশনে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। মন্ত্রী রাক্ষস প্রভুর শোকে কাতর হয়েও মহারাজ নন্দের ভাই (অথবা বন্ধু) সর্বাথসিদ্ধিকে সিংহাসনে বসিয়ে সাবধানে রাজকার্য চালাতে লাগলেন। ইতিমধ্যে চাণক্য মহারাজ পর্বতক এবং অন্যান্য শ্লেচ্ছরাজাদের নন্দের রাজত্বের অর্ধেক দেবেন—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তাদের দিয়ে রাজধানী অবরোধ করালেন। রাজা সর্বাথসিদ্ধি পরাস্ত হলেন এবং বৈরাগ্য অবলম্বন করে বনবাসী হলেন। রাক্ষসও আত্মসমর্পণ করলেন।

ইতিমধ্যে রাক্ষস গোপনে পর্বতকের সহায়তায় সর্বাথসিদ্ধিকে রাজা করার চেষ্টা

করেন। গোপনে এক বিষকন্যাকে চন্দ্রগুপ্তের কাছে তিনি পাঠালেন। কিন্তু চাণক্যের কৌশলে সেই বিষকন্যার দ্বারা পর্বতক মারা গেলেন। চাণক্য এরপর থেকে বিষপানে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য চন্দ্রগুপ্তকে অল্প অল্প পরিমাণে বিষপান করাতে থাকলেন। রাক্ষস রাজধানী থেকে গোপনে পালিয়ে গেলেন। চাণক্য রাক্ষসের এই প্রভুভক্তিতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁকে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে আনার জন্য সচেষ্ট হলেন। তিনি বুঝলেন যতক্ষণ পর্যন্ত রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের পক্ষ না নেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হবে না। চাণক্যের বুদ্ধি তে সর্বাথসিদ্ধি নিহত হলেন। এরপর ক্ষুব্ধ রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করার জন্য একের পর এক চক্রান্ত করতে লাগলেন। কিন্তু চাণক্যের দূরদর্শিতায় তার সবকটিই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। চাণক্য রাক্ষসের বন্ধু চন্দনদাসকে বন্দী করলেন। রাক্ষস পর্বতকের পুত্র মলয়কেতুর অমাত্য হলেন। চাণক্যের কৌশলে অবশেষে মলয়কেতু এবং রাক্ষসের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। ইতিমধ্যে চন্দনদাসের মৃত্যুদণ্ডের কথা চাণক্য রাক্ষসের গোচরে আনেন, কেননা তিনি জানতেন যে রাক্ষস বন্ধুর জীবন রক্ষার জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছেন। চন্দনদাসকে বধ্যভূমিতে নিয়ে আসা হলে রাক্ষস অগত্যা চাণক্যের প্রস্তাবমত চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রি-গ্রহণে রাজী হলেন। চাণক্য সব দিক থেকে নিশ্চিন্ত হলেন।

চন্দ্রগুপ্ত এবং চাণক্যের মধ্যে একবার মতবিরোধ হয়েছিল এবং চাণক্য অপমানিত বোধ করেন। শরণাগত চন্দ্রগুপ্তকে তিনি নিজগুণে ক্ষমা করেন। চন্দ্রগুপ্ত অপরাধ অনুধাবন করে তাঁর ক্ষমাভিক্ষা করেন এবং চাণক্য শান্ত হন। চাণক্যের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি অবিবাহিত ছিলেন। রাজকার্য থেকে অবসর নিয়ে শেষ বয়সে তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন—এরকম প্রবাদ আছে।

## চাণক্য-রচিত গ্রন্থ

চাণক্য তাঁর প্রসিদ্ধ নীতিশাস্ত্রের গ্রন্থ ছাড়াও আরো কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে বলা হয়। এই নীতিশাস্ত্রের গ্রন্থ ছয় হাজার শ্লোকসম্বিত ছিল। দ্রঃ ‘দশকুমার-চরিত’। ‘ইয়মিদানীমাচাৰবিষ্ণুগুপ্তেন মৌর্যার্থে ষড়্ভিশ্লোকসহস্রৈঃ সংক্ষিপ্তা’। চাণক্যের শ্লোকসমূহ অতি প্রসিদ্ধ ছিল এবং পরিবর্তী পণ্ডিতেরা স্বেচ্ছানুসারে শ্লোক নির্বাচন করে ‘বৃদ্ধ-চাণক্য’, ‘বোধিচাণক্য’, ‘লঘুচাণক্য’ প্রভৃতি নামে একাধিক গ্রন্থে তা পরিণত করেন।

এই নীতিশাস্ত্র ছাড়াও চাণক্য ‘বিষ্ণুগুপ্তসিদ্ধান্ত’ নামে একখানা জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করেন বলে অনেকে বলেছেন। তাছাড়া ‘বৈদ্যজীবন’ নামে একখানা বৈদ্যকগ্রন্থও তাঁর রচনা বলে মনে করা হয়। চাণক্যই বাৎস্যায়ন নামগ্রহণ করে ‘কামসূত্র’ এবং ন্যায়সূত্রের ভাষ্য রচনা করেন—এরকম কথাও বলা হয়ে থাকে, যদিও এ ব্যাপারে মতভেদ আছে।



## চাণক্য-নীতিশাস্ত্র পরিচয়

একশ' আট শ্লোক সংখ্যাব্যুক্ত চাণক্যশ্লোক বা 'চাণক্য-নীতিশাস্ত্র' বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তু। চাণক্যের নামে চালু থাকলেও এর মধ্যে কোনগুলি প্রকৃতই চাণক্যের রচনা তা বলা দুঃসাধ্য। প্রসিদ্ধির কারণে যে কোন সুভাষিতই চাণক্যশ্লোক বলে লোকে ধারণা করত। ফলতঃ অন্যান্য বহু পণ্ডিতের সুভাষিত 'চাণক্যশ্লোকের' অন্তর্গত হয়ে গেছে এবং তা অনেক কাল আগেই হয়েছে। যার ফলে এখন এগুলিকে পৃথক করার বিশেষ কোন উপায় নেই। কাব্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে রচনাশৈলী অনুসরণ করে প্রক্ষিপ্ত অংশ নিরূপণ করা সহজ। কিন্তু এক্ষেত্রে বিষয়বস্তু মূলতঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দে পরস্পর সংলগ্ন নয় এমন কিছু সুভাষিত শ্লোক। ফলে রচনাশৈলীর পার্থক্য থাকছে না। মূল শ্লোকের অনুকরণ করে লেখা কোন কোন শ্লোক অনেক সময় মূলের চাইতেও মনোরম হয়। কিছুদিন পরেই তা মূলে প্রবেশ করে থাকে—অনেক সময় মূলকে অপসারণ করে। স্টীলের আলমারি প্রথমতঃ গোদরেজ কোম্পানীর ছিল অস্ত্রতঃ প্রসিদ্ধ ছিল বিধায় সাধারণ মানুষের ব্যবহারে গোদরেজ (গ্রামাঞ্চ লে 'গডরেজ') অর্থই স্টীলের আলমারি। গঙ্গা একটি নদীর নাম। যেকোন নদীকেও গঙ্গা বলা হয় সাধারণভাবে। চলতি ভাষায় নদী বোঝাতে গাঙ প্রসিদ্ধ শব্দ। ক্রিকেটের বল প্রথমে 'ডিউকস্' কোম্পানীর প্রসিদ্ধ ছিল (অস্ত্রতঃ এদেশে)। পরবর্তীকালে 'ডিউকস্' 'ডিউস' বলে পরিণত হয়েছে। এখন এদেশে ক্রিকেটের বলমাত্রই 'ডিউস' বল। 'জেরক্স' একটি কোম্পানীর নাম। এখন কিন্তু 'ফোটো কপি' করা বোঝাতেই 'জেরক্স' শব্দের ব্যবহার। এরকম আরো অনেক উদাহরণ আছে। চাণক্যবচনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। সুভাষিত মাত্রকেই 'চাণক্যশ্লোক' বলার ধারাবাহিকতা সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে।

### চাণক্যনীতি : বিভিন্ন সংস্করণ

অধ্যাপক লুদভিগ স্টার্নবাখ, চাণক্যের উপর অসাধারণ গবেষণা করেছেন এবং ভিক্টোরিনিস, কীথ, লুই রেগো প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্য গবেষকরা চাণক্যশ্লোকের সতেরটি সংস্করণের কথা বললেও তিনি ছয়টি সংস্করণের বেশী স্বীকার করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন। এই সংস্করণগুলির নামকরণ তিনি এভাবে করেছেন—'বৃদ্ধচাণক্য' (অলংকৃত), 'বৃদ্ধচাণক্য' (সরল), 'চাণক্যনীতিশাস্ত্র', 'চাণক্যসংগ্রহ', 'লঘুচাণক্য' এবং 'চাণক্য-রাজনীতি-শাস্ত্র'। উল্লেখ্য যে—এই নামকরণ প্রাচীনসম্মত নয়—পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য বোঝানোর জন্য এরকম করা হয়েছে।

'বৃদ্ধ-চাণক্য' (অলংকৃত)—এ সতেরটি অধ্যায়। শ্লোকসংখ্যা তিনশ' বৈয়াক্ষিণ। 'চাণক্য-নীতিদর্পণ' নামে এই গ্রন্থ ভারতে বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। 'বৃদ্ধচাণক্য' (সরল)—এ

অধ্যায়ের সংখ্যা আট। শ্লোকসংখ্যা একশ' নয় থেকে একশ' তির্যাস্তর। বিভিন্ন সংস্করণে শ্লোকের কমবেশী আছে। 'চাণক্য-নীতিশাস্ত্র'—বিভিন্ন পুথিতে শ্লোকের সংখ্যা আটাস্তর থেকে শুরু করে তিনশ' তেতাশি পর্যন্ত। বিষয়ানুক্রম রক্ষিত হয়নি। বহু শ্লোকের বিষয়বস্তু আগের শ্লোকের মত। সমস্ত শ্লোক যে চাণক্যের লেখা নয় তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাছাড়া ভূমিকাল্প্রক থেকেও জানা যায় যে, শুধুমাত্র চাণক্যের নয়—অন্যের শ্লোকও এতে প্রবেশ করেছে। শ্লোকসংখ্যার এত হেরফের থাকলেও প্রধানতঃ একশ' আট শ্লোকযুক্ত সংস্করণই বেশী নজরে পড়ে এবং এটাই প্রকৃত মনে হয়। অন্যান্যগুলিকে সুভাষিত-সংগ্রহ বলে বলা যেতে পারে। 'চাণক্য-সার-সংগ্রহ' তিন শতকে বিভক্ত। অর্থাৎ শ্লোক সংখ্যা তিনশ'। নেপাল অঞ্চলে এই সংস্করণ বেশী প্রচলিত। এই সংস্করণ 'বোধি-চাণক্য' নামে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। 'লঘু-চাণক্য'র অধ্যায়-সংখ্যা আট। শ্লোকসংখ্যা বিভিন্ন সংস্করণে তির্যাক্ষি থেকে সাতানববই। 'চাণক্য-রাজনীতিশাস্ত্র'র দুটি সংস্করণ। অধ্যায় আট, শ্লোকসংখ্যা দুশ' তিপান থেকে ছশ' আটান্ন।

### গ্রন্থনাম এবং শ্লোকসংখ্যা

'চাণক্য-নীতিশাস্ত্র'র অনেক নাম দেখা যায়। 'চাণক্যশ্লোক', 'চাণক্য-শতক', 'চাণক্য-নীতি-শতক' ইত্যাদি। বোঝা যায় নামকরণ সংজ্ঞা-শব্দ (proper name) হিসেবে ব্যবহার হয়নি। চাণক্যের যেসব শ্লোক 'হিতোপদেশ'ের সঙ্গে একরকম সেগুলি 'হিতোপদেশ' থেকেই চাণক্যশ্লোকে প্রবেশ করেছে—বিপরীতক্রমে নয়, বলে অধ্যাপক স্টার্নবাখ সিদ্ধান্ত করেছেন।

আলোচ্য 'চাণক্য-নীতিশাস্ত্র' ১০৮টি শ্লোক। ভারতীয় সংস্কারে ১৮, ১০৮, ১০০৮ প্রভৃতি সংখ্যা শুভ। পুরাণের সংখ্যা আঠার। গীতার ১৮ অধ্যায়। মহাভারত ১৮ পর্বে বিভক্ত। উপনিষদ ১০৮টি। (যদিও প্রকৃত পক্ষে সংখ্যায় অনেক বেশী)। শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত নাম। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে 'শতপথ' ব্রাহ্মণোক্ত ১৭ প্রকার সৃষ্টি (যা ১৭টি ইষ্টি-যোগের সঙ্গে যুক্ত) এবং প্রজাপতি—মিলে হয় ১৮। ব্রহ্মাণ্ডের তিন স্তর—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং আকাশ। প্রত্যেক পদার্থের ছটি অবস্থা—সত্তা, উৎপত্তি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, হ্রাস এবং বিনাশ।  $৩ \times ৬ = ১৮$ । স্বরূপতঃ আত্মা এক হলেও উপাধিভেদে তা আঠার রকম। পরাংপর, অব্যয়, অক্ষর, ক্ষর ইত্যাদি। সাংখ্যদর্শনে ২৫টি তত্ত্ব। এগুলির মধ্যে তন্মাত্র সাতটি। স্থূল মহাভূত এবং সূক্ষ্ম তন্মাত্রের ভেদ স্বীকার না করলে ২৫-৭=১৮টি তত্ত্ব হয়। যাই হোক ১৮ বা ১০৮ সংখ্যার প্রতি আকর্ষণের কারণে এখানেও ১০৮ শ্লোকই রক্ষিত হয়েছে এবং তা বাস্তবানুগ বলে মনে হয়।



## সংস্করণ / অনুবাদ

‘চাণক্য-নীতি শাস্ত্র’র অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যালয়পাঠ্য সংস্কৃত গ্রন্থে চাণক্যশ্লোক অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, এমন দৃষ্টান্ত বিরল—কখন’ নামোল্লেখ, কখন’ বা অনুল্লেখ, কখন’ বা ‘নীতি-সুধা’ প্রভৃতি নামে। ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান প্রভৃতি বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় এবং বাংলা, হিন্দী, উড়িয়া, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি সকল ভারতীয় ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এসবই চাণক্যশ্লোকের আত্যন্তিক জনপ্রিয়তার প্রমাণ বহন করে।

## ছন্দ

গ্রন্থটি মূলতঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দে লেখা। এই ছন্দেরই অপর নাম শ্লোক। শ্লোকের লক্ষণ—“শ্লোকে যষ্ঠং গুরু ভেদ্যং/সর্বত্র লঘু পঞ্চ মম্। দ্বিচতুষ্পাদয়োঃ/সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ।।” এই ছন্দে প্রতিপাদে আট অক্ষর। সমস্ত পাদেই পঞ্চ ম বর্ণ লঘু এবং যষ্ঠ বর্ণ গুরু। দ্বিতীয় এবং চতুর্থপাদের সপ্তম বর্ণ লঘু অন্য দুই পাদের সপ্তম গুরু। অনুষ্টুপের অন্য এক লক্ষণে শেষের নিয়মটি সম্বন্ধে কিছু বলা নেই। আগের নিয়মগুলো থাকছে—অন্যান্য বর্ণে অনিয়ম। লঘু-গুরুর নিয়ম সামান্যভাবে এই—তৃত্ব স্বর লঘু। অনুস্বারযুক্ত বর্ণ, বিসর্গযুক্ত বর্ণ, দীর্ঘস্বর এবং সংযুক্ত বর্ণের পূর্বস্বর গুরু। একটি শ্লোক বংশস্তবিল ছন্দে লেখা (শ্লোক নং ৯৩)। বংশস্তবিল ছন্দের লক্ষণ—“বদন্তি বংশস্তবিলং জতো জরৌ।” প্রতিপাদে জ—ত—জ—র এই ক্রমে লেখা হবে। জ-গণ = প্রথম ও শেষ লঘু, মধ্যে গুরু। তিন বর্ণে এক গণ। ত-গণ—প্রথম দুটি গুরু শেষটি লঘু। র-গণ = প্রথম এবং শেষ গুরু, মধ্যে লঘু।

## বিষয়বিন্যাস

‘চাণক্য-নীতিশাস্ত্র’ শ্লোকের সংখ্যা মাত্র ১০৮ হলেও এবং এর বিষয়বস্তু ব্যাপক হলেও তা কিন্তু ঠিক শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়—বরং বেশ আগোছালো বলা চলে। গ্রন্থকার এবং লিপিকরেরা যেকোন’ সুভাবিতকেই যখন তখন যেকোন স্থানে যোগ করে দিয়েছেন। ফলে কোন’ বিশেষ বিষয়ে একটি শ্লোক হয়ত গ্রন্থের শুরুতে আছে—আবার সে বিষয়েই আরেকটি শ্লোক গ্রন্থের মাঝে বা শেষে স্থান পেয়েছে। উদাহরণ দিচ্ছি—মুখের স্বরূপ এবং নিন্দা বিষয়ে ২, ১৩, ৮৪, ৮৫ প্রভৃতি সংখ্যক শ্লোকে আলোচনা আছে। পণ্ডিতের ব্যবহারের কথা আছে ৩ এবং ৩২ নং শ্লোকে। মধ্যে প্রবেশ করেছে গুণী পুত্রের কথা, পিতামাতার কর্তব্যের কথা, কুপুত্রের নিন্দা ইত্যাদি অনেক বিষয়। কখন’ মনে হয়—একই গুণের মধ্যে পড়ে এমন কিছু শ্লোকের অল্পবিস্তর ক্রম পরিবর্তন আবশ্যিক। ৭ নং

শ্লোকে বলা হচ্ছে—যে পিতামাতা পুত্রকে শিক্ষা দেননি তাঁরা দোষী। পরের শ্লোকে গুণী পুত্রের প্রশংসা। তারপরের দুই শ্লোকে আবার পুত্রদের লালন, শিক্ষার সময়ে তাড়নার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর আবার সুপুত্রের প্রশংসা। স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা চলে যে পুত্রের শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার পরেই শিক্ষা অর্জনের সময় তাড়নার কথা আকাঙ্ক্ষিত ছিল।

যাই হোক মোটামুটিভাবে ‘চাণক্যনীতি-শাস্ত্র’র আলোচ্য বিষয়গুলি হল—বিদ্যা এবং বিদ্বান-প্রশংসা, শাস্ত্রজ্ঞপ্রশংসা, পণ্ডিতের লক্ষণ এবং প্রশংসা, মুখতার নিন্দা, পিতামাতার যথাকালে পুত্র-কন্যাকে শিক্ষিত করার গুরুত্বনির্দেশ, সুপুত্র-প্রশংসা, কুপুত্র-নিন্দা, যথার্থ বন্ধুর স্বরূপনির্ণয়, ছদ্মবন্ধুর আচরণ এবং তাকে বিশ্বাস না করার উপদেশ, কুপিত বন্ধুর ক্ষতিকারকতা দুর্জনের স্বভাব এবং নিন্দা, অবিশ্বাস্য মানুষ এবং প্রাণীর নির্দেশ, স্ত্রীজাতির স্বভাব নির্দেশ (বিশেষতঃ স্ত্রীচরিত্রের সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ), বসবাসযোগ্য দেশ নির্ণয়, সংসারে সুখের এবং দুঃখের কারণ উল্লেখ, সিংহ-বক-কুকুর-গর্দভ-কাক-মোরগের কাছ থেকে শিক্ষণীয় বিষয় নির্দেশ, দারিদ্র্যের নিন্দা, প্রশংসনীয় এবং গ্রহণীয় নির্দেশ, নিন্দনীয় এবং পরিহরণীয় নির্দেশ, দুর্লভ গুণ এবং দ্রব্যের কথা, ভৃত্য-মিত্র-বন্ধু-ধর্ম্যাধ্যক্ষ-রাজবৈদ্য-লেখক (লিপিকর)—সেনাধ্যক্ষ দূত-সূপকার-প্রতীহার প্রভৃতির যোগ্যতা-নির্দেশ, বিভিন্ন উপায়ে আত্মরক্ষার নির্দেশ, বিপদ থেকে পরিত্রাণের উপায় নির্দেশ, কোন কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে বিচার-বিবেচনার গুরুত্ব কখন, লুক্ক-ত্রুঙ্ক-মুখ এবং পণ্ডিতকে বশীভূত করার পন্থা, শস্যাদির আদানপ্রদান, বিদ্যার্জন, মামলামোকদ্দমা এবং আহারে লজ্জা ত্যাগ করার উপদেশ, কার্যসিদ্ধির পূর্বে তা অন্যের কাছে প্রকাশ না করার উপদেশ, সংসারে পুত্র-মিত্র-ধনের প্রয়োজন নির্দেশ, বিবাহাদির দ্বারা কুলীন বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের উপযোগিতা, দুর্বল-শিশু-মুখ-চোর প্রভৃতির বাঁচার উপায় নির্দেশ, প্রিয়ভাষণের সুফল, নীচবংশে জাত রাজা এবং মুখ পিতার পণ্ডিত পুত্র ও হঠাৎ-ধনীর আচরণ ইত্যাদি।

এই বিচিত্র বিষয়বস্তুকে ঠিক ঠিক কয়েকটি ভাগে ভাগ করা না গেলেও বিদ্যা বিদ্বান-শাস্ত্রজ্ঞ-পণ্ডিত-প্রশংসা, মুখ-নিন্দা, সুপুত্র-প্রশংসা, কুপুত্র-নিন্দা, সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্তব্য, প্রকৃত বন্ধু এবং ছদ্ম বন্ধুর পার্থক্য নির্ণয়, দুর্জনের স্বরূপ এবং নিন্দা, সুজনের স্বরূপ এবং প্রশংসা, বিভিন্ন জীবিকায় নিয়োজ্য লোকের যোগ্যতানির্দেশ, পরিবর্তনীয় বিষয়, স্ত্রীচরিত্রের দুর্বলতা নির্দেশ, অর্থকৌলীন্য এবং দারিদ্র্যনিন্দা, জীবনে চলার পথে একান্ত অভিলষিত কিন্তু দুর্লভ বিষয়ক নির্দেশ, বিভিন্ন পশুপক্ষীর কাছে শিক্ষণীয় গুণনির্দেশ, পারিবারিক জীবন সুখের অথবা দুঃখের হওয়ার কারণ প্রদর্শন এবং বসবাসযোগ্য দেশ নির্বাচনের সূত্রনির্দেশ—মোটামুটিভাবে এই কয়টি ভাগে ভাগ করা চলে।



### বালপাঠ্য গ্রন্থ কি?

চাণক্য-শ্লোকসমূহ যেহেতু নীতিমালাবিশেষ এবং জীবনগড়ার পথে পালনীয় নির্দেশে ভরা সেহেতু এটিকে বালপাঠ্য গ্রন্থ হিসাবেই সাধারণতঃ গণ্য করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে একটু অসুবিধা আছে। কিছ কিছু শ্লোকে স্ত্রীচরিত্রের সতীত্ব বিষয়ে যেভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা বালপাঠ্য বলে ভাবা কঠিন হয়। 'নারী যতকুন্ত—পুরুষ তপ্ত অঙ্গার', 'স্ত্রীর আবার সতীত্ব কোথায়?', 'স্ত্রীর আবরণ চরিত্র', 'নির্দোষ যৌবনা স্ত্রী প্রশংসনীয়' ইত্যাদি বচন বালপাঠ্য বা বালবোধ্য বলে বোধ হয় না। এছাড়াও 'অতি রূপবতী ভার্যা শত্রু', 'সুন্দরী স্ত্রী এবং রতিশক্তি—একই সঙ্গে থাকা দুর্লভ', 'স্তনহীনা নারী বৃথা', 'ব্যভিচারিণী মাতা শত্রু', 'অপ্রজ মৈথুন বৃথা', 'বেশ্যার আবার স্নেহ কোথায়?', 'বৃদ্ধা স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম প্রাণনাশক', 'প্রভাতে মৈথুনক্রিয়া প্রাণনাশক', 'বাল্য স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম প্রাণদায়ক', 'কাকের কাছ থেকে গুট মৈথুন শিক্ষণীয়'—ইত্যাদি বচনও ছোটদের শোনার বা বোঝার নয়। এমতাবস্থায় এটা ধরতে হবে যে—গ্রন্থটি ঠিক ছোটদের জন্য রচিত হয়নি।

অনেক সম্পাদক এই সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে যেসব শ্লোকে এধরণের কথা আছে সেগুলোকে পরিবর্তিত করে অন্যরকমভাবে পাঠ নির্মাণ করেছেন অথবা গোটা শ্লোকই বাদ দিয়ে অন্য কোন সুভাষিত ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এ পন্থা অনুসরণীয় হতে পারে না। গ্রন্থের নাম বা গ্রন্থকারের নাম অবিকল রেখে এ ধরণের পরিবর্তন নীতিসিদ্ধ নয়—পাঠকদের বিভ্রান্তির কারণ এবং অবাস্তবিক অনধিকার হস্তক্ষেপ বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে করণীয় হতে পারে—গ্রন্থকে অবিকৃত রাখা (যাদের পাঠযোগ্য, তারা পড়বে) অথবা বিশেষ বিশেষ শ্লোক বাদ দিয়ে গ্রন্থনাম পরিবর্তিত করে 'সংক্ষিপ্ত' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা।

### স্ত্রীচরিত্র-বর্ণন

আলোচ্য গ্রন্থে বিভিন্ন শিক্ষণীয় উপদেশের মধ্যে স্ত্রীচরিত্রের বিভিন্ন দিকের কথা বারংবার ঘুরে ফিরে এসেছে। তৎকালীন সমাজে স্ত্রীজাতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী তাতে ফুটে উঠেছে। 'স্ত্রীর কাছে পতিই ভূষণ', 'স্ত্রীজাতিকে কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়' (পাড়াভদ্র। নদী, নখধারী বা শৃঙ্গধারী প্রাণী, শস্ত্রধারী পুরুষ প্রভৃতির মত অবিশ্বাস্য), 'নিজেকে স্ত্রীর বিনিময়ে হলেও রক্ষা করবে' (স্ত্রীকে রক্ষার জন্য ধনের ব্যবহার করা চলতে পারে—এই নির্দেশ অবশ্য আছে), 'অসৌভাগ্য স্ত্রীর জ্বর' (পুরুষের জ্বর চিন্তা), 'স্ত্রী বশে থাকলে সংসার সুখের হয়', 'দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর সঙ্গে বাস সাপের সঙ্গে একঘরে থাকার সমান', 'স্ত্রী রক্ষণভাবিণী হলে বনে যাওয়া উচিত', 'স্ত্রীর আসল রূপ পাত্তিরতা', 'স্ত্রীর একমাত্র গুরু পতি', 'স্তনহীনা নারী পরিব্রজনীয়', 'সুন্দরী স্ত্রী দুর্লভ—সুন্দরী স্ত্রী এবং ভোগের ক্ষমতা একসঙ্গে থাকা আরো দুর্লভ', 'পুত্রের কারণে স্ত্রী', 'স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী স্ত্রী দুর্লভ', 'বৃদ্ধা নারীর জন্য দুঃখ করার কিছু নেই', 'স্ত্রীর আবার সতীত্ব কোথায়?', 'স্ত্রীর প্রকৃত আবরণ তার চরিত্র',

'নারী যতকুন্তের মত', 'স্ত্রীর দ্বিগুণ আহার, (সাংসারিক) বুদ্ধি চতুর্গুণ, ব্যবসায়িক বুদ্ধি দ্ব্যগুণ এবং কাম আটগুণ', 'একমাত্র নির্দোষ-যৌবনা স্ত্রীই প্রশংসার যোগ্য', 'কুলস্ত্রী লজ্জাহীনা হলে সংসার নষ্ট হয়', 'ভার্যা পরপ্রিয়া হলে তা মৃত্যুর সমান হয়', 'ভার্যা প্রিয়া হলে সংসার সুখের হয়', 'স্ত্রীর কাছে কোন' কাজের কথা প্রকাশ করলে, সেই কাজ ব্যর্থ হয়', 'কুণ্ডলিণী থাকলে সংসার সুখের হয় না', 'অন্যের প্রতি আসক্ত স্ত্রী ক্ষতিকর', 'বৃদ্ধের তরুণী স্ত্রী বিষবৎ', 'রূপপতী বন্ধ্যায় কি কাজ?', 'পতিতা স্ত্রী থাকা না থাকা সমান কথা' ইত্যাদি ইত্যাদি।

### স্ত্রীচরিত্র-বর্ণনের গ্রহণযোগ্যতা-বিচার

এসব মন্তব্যের সবগুলিই বিচারসহ নয় বলেই ধারণা। যেমন, 'স্ত্রীর কাছে পতিই যদি ভূষণ হয়' তবে পতির কাছে স্ত্রীও ভূষণ হবারই কথা—তা বলা হয়নি। 'স্ত্রী-জাতিকে কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়'—কেন সে কারণ বলা হয়নি। ইতিহাস তার সাক্ষ্য সর্বদা বহন করে না। 'স্ত্রীর বিনিময়ে নিজেকে রক্ষা করবে'—এই কথাটা 'নিজের বিনিময়েও স্ত্রীকে রক্ষা করবে'—এরকম হতে পারত। 'স্ত্রী বশে থাকলে সংসার সুখের হয়'—এখানে স্বামীর কর্তব্যের কথা উল্লিখিত হয়নি। দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস যদি সাপের সঙ্গে বসবাস করা হয় তবে দুশ্চরিত্র পুরুষের সঙ্গে বসবাসও অনুরূপ বিশেষণে বিশেষিত করা যায়। 'স্ত্রীর আবার সতীত্ব কোথায়',—এই প্রশ্নের উত্তর তো পুরুষের ব্যভিচারকেও ইঙ্গিত করে এবং তা সমভাবেই করে। স্ত্রীর রক্ষণভাষণ এবং পুরুষের রক্ষণভাষণে ইতরবিশেষ আছে বলে মনে হয় না। সুন্দরী স্ত্রী দুর্লভ—সুন্দর পুরুষও খুব সুলভ নয়। স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী স্ত্রী দুর্লভ—এ তথ্যের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি কোথায়? বৃদ্ধা নারীর জন্য যদি দুঃখের কিছু না থাকে তবে বৃদ্ধ পুরুষের জন্য দুঃখের অবকাশ কোথায়? 'স্ত্রীর প্রকৃত আবরণ চরিত্র'—এরকম না বলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই প্রকৃত আবরণ চরিত্র বলা উচিত ছিল। 'যতকুন্ত নারী' একা ব্যভিচার করে না—'তপ্ত-অঙ্গার' পুরুষও তার অংশীদার। স্ত্রী দ্বিগুণ খায়—একথা বিশ্বাসের যোগ্য কি? সাংসারিক বুদ্ধি এবং ব্যবহারিক বুদ্ধি চতুর্গুণ বা ষড়্গুণ হবার তথ্য দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। অনেক ক্ষেত্রেই তার বিপরীতটাই পরিলক্ষিত হয়। তবে সাংসারিক কাজে সদা নিযুক্ত থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবেই যে বুদ্ধি অর্জিত এবং প্রযুক্ত হয়—তা দোষাবহ নয়। স্ত্রীলোকের কাম আটগুণ (পুরুষের চাইতে)—পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের কামোপভোগের ক্ষমতা বেশী হলেও তা আটগুণ কি না বিচারের অবকাশ আছে। 'নির্দোষ-যৌবনা স্ত্রী-ই প্রশংসার'—ঠিক কথা। সদোষ-যৌবন পুরুষ কি নিন্দনীয় নয়? ভার্যা পরপ্রিয়া হলে যদি সংসার ভাঙ্গে—স্বামী পরপ্রিয় হলেও তা হবে—অন্ততঃ হতে পারে বা হওয়া উচিত। 'স্ত্রীর কানে কাজের কথা উঠলে কাজ পণ্ড হয়'—বলা হল। আবার স্ত্রীর ব্যবসায়িক এবং সাংসারিক বুদ্ধি চতুর্গুণ, ষড়্গুণ ইত্যাদি বলা হয়েছে। বিরোধ থাকছে। 'ভার্যা প্রিয়া হলে সংসার সুখের হয়'—সত্য



কথা। সেক্ষেত্রেও গৃহকর্তার কর্তব্যপালন ইত্যাদির উল্লেখ বাঞ্ছনীয় ছিল। 'অন্যের প্রতি আসক্তা স্ত্রী ক্ষতিকর'—খুবই ন্যায্য কথা। ব্যভিচার নিশ্চয় সমর্থনীয় হতে পারে না। 'বৃদ্ধের তরুণী স্ত্রী বিষবৎ'—হতেই পারে। এখন বৃদ্ধ কেন তরুণীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করবেন বা করতেন—তার জবাব দেওয়া উচিত ছিল। 'রূপবতী বহুদায় কি কাজ' ? বহুদায়ের দোষে স্ত্রীর কি করণীয় থাকতে পারে ? তাছাড়া সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ পুরুষই বা কি কাজ ?—এই প্রশ্নও উঠতে পারে। 'পতিতা স্ত্রী থাকা না থাকা সমান'। পুরুষ কি কখন পতিত হয় না ? অনেক উদাহরণ দেওয়া হ'ল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, দৃষ্টিভঙ্গী খুবই একপেশে। সকল দোষের আকর হিসাবে স্ত্রীকে দেখানো হয়েছে। বিপরীতক্রমে পুরুষের দোষের কথা অনুমিখিত থেকে গেছে। বিশেষ কোন 'মনোভাব নিয়ে না লিখলে এরকম হবার কথা নয়। ফলতঃ এইসব প্রোকেসের তাত্ত্বিক মূল্য, বিশেষতঃ বর্তমান যুগে, অংশতঃ গ্রহণীয় এবং অনুমিখিত অংশ অবশ্য পরিপূর্ণনীয়। এইসব নীতিবচনের মর্যাদা সঠিক প্রতিষ্ঠিত হতে পারত যদি গ্রন্থকারের দৃষ্টি কিছুটা উদার এবং স্বচ্ছ হত। তা হয়নি বলেই বর্তমানের স্ত্রী-পুরুষের সম অধিকারের যুগে, শিক্ষাদীক্ষায় স্ত্রী-পুরুষের সমুদায় (অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্য) জড়িত থাকার যুগে এইসব নীতিবচন সকলজনগ্রাহ্য হতে পারছে না।

স্ত্রীজাতির চারিত্রিক গুণিতা রক্ষার ব্যাপারে চাণক্য এবং অন্যান্য শাস্ত্রকারদের দৃষ্টিভঙ্গীতে পক্ষপাত লক্ষ করা গেলেও তার সবটাই অকারণ নয় বলে সমাজতত্ত্ববিদেরা অনেক ক্ষেত্রে মনে করে থাকেন। স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানসন্ততির প্রতিপালনের এবং রক্ষাবেক্ষণের দায়িত্ব পিতার। পুত্রস্নেহের প্রেরণায় এবং স্বাভাবিক দায়িত্ববোধেই পিতা স্বৈচ্ছায় এই কর্তব্য পালন করে। না করলে সমাজ তাকে বাধ্য করায়। এখন পিতা যদি সন্তান তারই ঔরসজাত কিনা এ বিষয়ে সন্দিদ্ধ থাকে তবে মমত্ববোধ আসে না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকৃতই পরের পুত্রকেও নিজ পুত্রবোধে পালনের দায়িত্ব পিতা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে কোন যুক্তিতে—প্রশ্নও উঠবে। স্ত্রীর ব্যভিচারসজ্জাত সেই পুত্রের ভার পরপুরুষ গ্রহণ করবে না—এটা বাস্তব কথা। সেই বিবেচনায় এবং জাত অবৈধ পুত্রের সমাজে অবহেলার কথা বিবেচনায় স্ত্রীচরিত্রের সত্যত্বধর্মের প্রতি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহে এত জোর দেওয়া হয়েছে বলে বিশ্বাস। অবৈধ সন্তানের প্রতিপালনের সমস্ত দায়িত্ব নারী গ্রহণ করবে এবং একই সঙ্গে বিবাহিত স্বামীর সঙ্গে বৈধ সন্তানাদি নিয়ে ঘর করবে—এরকমটাও বাস্তবসম্মত নয় বলেই বিশ্বাস। শুধু ভারতবর্ষে নয়—সব দেশেই মোটামুটি একই ধারণা ছিল এবং এখনও কিছুটা আছে।

নারী-চরিত্রের রক্ষাভাবিতা, কলহপরায়ণতা ইত্যাদি ব্যাপারে চাণক্যের (সাময়িকভাবে ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের) দৃষ্টি আকর্ষণের পিছনেও পুরুষদের প্রতি কিছু সাবধান বাণীর ইঙ্গিত থাকতে পারে। সংসারে নিরন্তর কলহ প্রভৃতি অসহ্য হলে অনেক সময় তা বিবাহবিচ্ছেদ

পর্বসিত হয়। স্ত্রী স্বতন্ত্রভাবে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তান সহ) থাকলেও তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব স্বামীতে বর্তায়। স্ত্রীর পক্ষে এই দায়িত্ব বহনের কথা আইনে সাধারণতঃ থাকে না। শুধু তাই নয়—স্ত্রীধনে সাধারণভাবে স্বামীর কোন অধিকার নেই (বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া)। এমত অবস্থায় স্বামী অপরাগ হলেও এবং স্ত্রী সচ্ছল হলেও ভরণপোষণ ব্যয় স্বামীর। সুতরাং ভবিষ্যতের অশান্তি এবং আর্থিক দায় দায়িত্বের কথা ভেবেও চাণক্য স্ত্রীর স্বভাবে কলহপরায়ণতা প্রভৃতি দোষ নেই—এটা নিশ্চিত হয়ে নিতে পুরুষকে সাবধান করে থাকতে পারেন।

আরো একটি কথা—নারী জাতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীলতা পোষণ করেও একথা বলা অন্যায্য হবে না যে, অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীর সন্ধীর্ণতা, স্বার্থপরায়ণতা, ব্যভিচার প্রভৃতির কারণে বহু স্বামীকেও ধানিকর জীবন যাপন করতে হয়। পারিবারিক অশান্তিতে বহু স্ত্রী যেমন স্বৈচ্ছায় মৃত্যুর পথ বেছে নেয়, বহু স্বামীও সেই একই রকম পথ গ্রহণ করে। অথচ প্রথমটা সংবাদ শিরোনামে থাকলেও দ্বিতীয়টা প্রায় ক্ষেত্রেই অনুমিখিত থাকে। পারিবারিক অশান্তিজনিত আত্মহত্যায় নারী-পুরুষের হারে স্ত্রীর আধিক্য—এটা সত্য। তার অন্যতম কারণ পুরুষ স্বভাবতই অধিক ধৈর্যশীল, উপেক্ষা-পরায়ণ এবং বাইরের কাজে নিমগ্ন—বিপরীত পক্ষে স্ত্রীলোক স্বভাবতই অল্পে অসহিষ্ণু এবং অন্তর্মুখী। চাণক্য পুরুষদের দোষ বেশী উল্লেখ করেন নি—একথা ইতিপূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটা বাঞ্ছনীয় ছিল না—তাও বলা হয়েছে, সেই সঙ্গে এটাও স্মরণে রাখতে হবে যে স্ত্রীলোকের চরিত্রের যেসব খারাপ দিকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাও সর্বৈব মিথ্যা নয়।

তাছাড়া, আরো পরিষ্কারভাবে এবং খোলা মনে যদি বর্তমানের সমাজচিত্র পর্যালোচনা করি—তা হলে আমরা দেখবো—এখনো, শিক্ষাদীক্ষার এই বড়াইয়ের দিনেও—ছবিটা খুব উজ্জ্বল নয়। সন্তান না হওয়ার দায়িত্ব কেবল নারীর ঘাড়ে চাপিয়ে অতিশিক্ষিত পুরুষও দ্বিতীয়-তৃতীয় দার পরিগ্রহে দ্বিধা করেন না। (আইনের ভয়ে অবশ্য 'বিবাহ-বিচ্ছেদ' করতেই হয়)। আশ্চর্যের বিষয়—এই অপবাদের ব্যাপারে পুরুষ অপেক্ষা নারীর ভূমিকাই প্রবল। বর্তমানে নারীর উপরে অত্যাচার-অপবাদ ইত্যাদিতে পরিবারের স্ত্রীলোকেরাই মুখ্য স্থানে। সন্তান না হওয়া তো বড় ব্যাপার। পুত্র সন্তান না হওয়ার কারণেও বহু স্বপ্নমাতাই বধুর উপর মানসিক-শারীরিক অত্যাচার নির্বাহন করে থাকেন। এমনকী স্বয়ং স্ত্রী (নিজে 'স্ত্রী' হওয়া সত্ত্বেও) কন্যার জন্ম দিয়ে লজ্জায় অধোবদন থাকে, পরপর দুটি বা তিনটি কন্যাসন্তান জন্ম নিলে তার মৃত্যু কামনা করতেও দ্বিধা করে না। আধুনিক প্রযুক্তির কৌশল প্রয়োগ করে ভবিষ্যতে কন্যাসন্তান জন্ম গ্রহণ করবে—এটা জানতে পারলে সেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে না দেবার উপায় অবলম্বনে স্ত্রীলোকেরাই বেশী আগ্রহী। সুতরাং কেবলমাত্র চাণক্যের দোষ দিয়ে লাভ নেই। সমাজ বেশী দূর এগোয়নি



বলেই ধারণা। ইদনীং আবার স্ত্রী-স্বাধীনতার নামে যে অত্যাচার পুরুষবিরোধিতার এক জোয়ার এসেছে—তাতে কিন্তু আবেগের প্রাবল্য যে থাকছে, তা স্ত্রীলোকেরা প্রায় সর্বত্রই ভুলে যান। একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যাক—ভিড়ের ট্রামে-বাসে-ট্রেনে কোন নবীনা তরুণী মাতৃসমা বৃদ্ধাকে কিংবা একাধিক শিশু সন্তান নিয়ে হিমসিম খাওয়া মহিলাকে বসার জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে—এরকম দৃশ্য বিরল। পিতৃসম, পিতামহসম (অশীতিপর) বৃদ্ধকেও ‘মহিলা’ মামাঙ্কিত বসার আসন থেকে তুলে দিতে নবীনাদের দ্বিধা হয় না। কেবলমাত্র যেখানে সম্ভব নারীদের সুবিধা গ্রহণ করবো—সামাজিক দায়িত্ব পালন করবো না—এটাও স্বাধীনতার লক্ষণ নয়। বহু অফিসে মহিলা কর্মচারীরা (পুরুষের সমবেতনের অধিকারিণী হয়েও) মধ্যাহ্নে হাজিরা এবং সায়াহ্নের বহু পূর্বেই গৃহে প্রত্যাবর্তনের সুযোগকে অধিকার জ্ঞান করেন।

অর্থোপার্জনরতা নারীকুলের অধিকাংশের মধ্যে এই ধারণা বলবতী যে তাঁদের অর্জিত অর্থ সংসারের আয় নয়। সাংসারিক পরিমণ্ডলে থাকা এবং তার জন্য পুরুষের অর্জিত অর্থ ব্যয়িত হওয়ার ব্যাপারটি স্বতঃসিদ্ধ। সেই ব্যাপারে তাঁদের কোন দায়িত্ব বর্তায় না। সংসারে তাঁদের কেবল ভরণ পোষণ পাবার অধিকার থাকবে, দায়-গ্রহণের দায়িত্ব থাকবে না, এই ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে যাচ্ছে। জানিনা স্ত্রীলোকের চরিত্রের প্রতি চাপকয় যে কটাক্ষপাত করেছেন এটিও তার অন্যতম কারণ কিনা।

চাপকয় নারীজাতিকে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করেছেন—এটা অন্যায়, তা বলা হয়েছে। বক্তব্য হল এই যে, আজও অনেক ক্ষেত্রে সেই রকম চিন্তাধারা বর্তমান এবং স্ত্রীলোকেরাও তার অংশীদার। নারীজাতিকে সম-অধিকারের গৌরবে গরবিণী হতে গেলে তাঁদেরও সামাজিক দায়-দায়িত্ব সমভাবে ভাগ করে নেওয়া শিখতে হবে। অন্যথা নারীজাতির প্রতি ‘চাপকয়-বচনের’ অযৌক্তিকতা মেনে নিলেও সেই ধারণা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হওয়া কঠিন হবে।

### অর্থ-কৌলীন্য-বর্ণন

আরো একটা উল্লেখ্য বিষয়—পাণ্ডিত্য-প্রশংসা, বিদ্বৎ-প্রশংসা। ‘শত মূর্খের চাইতে এক বিদ্বান ভালো’, ‘বিদ্যা সকলের ভূষণ’, ‘শাস্ত্রজ্ঞ কুলীন না হলেও দেবতাদের দ্বারাও পূজিত হন’ ইত্যাদি কথা বারবার বহুভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এক শ্লোকে বলা হয়েছে (৫৪ নং) ‘প্রাজ্ঞ নির্ধন হলেও দুঃখ করার নয়।’ কিন্তু অন্য এক শ্লোকে (৮০নং) বলা হয়েছে—‘টাকা পরস্যা থাকলে ব্রহ্মঘাতকও পূজ্য হয়। কুলীন বংশের হলেও দরিদ্র সম্মান পায় না।’ এখানে অর্থের কৌলীন্য খুব প্রকটভাবে দেখানো হয়েছে। অর্থ-কৌলীন্যে ব্রহ্মঘাতক শাস্তি পান কিনা বা পেতেন কিনা আপাততঃ সেটা বিচার করছি না—শুধু প্রশ্ন জাগছে, ব্রহ্মঘাতকও পূজ্য হতেন কেবল অর্থের জোরে—এটা কীভাবে সম্ভব?

প্রলম্বকালে, বিভিন্ন সুভাষিত সংগ্রহে উদ্ধৃত ‘রামায়ণ’, ‘মহাভারত’ প্রভৃতির কিছু শ্লোক দশে পড়ছে।

“বিনেদন হীনং পুরুষং ভাজতি  
দারাস্ত পুত্রাস্ত সহোদরাস্ত।  
তং বিত্তবস্তং পুনরেব যান্তি  
বিত্তং হি লোকে পুরুষস্য বন্ধুঃ।।”  
“ধনৈর্দুঃখলীনাঃ কুলীনাঃ ক্রিয়ন্তে  
ধনেনৈব পাপমরা নিস্তরন্তি।  
ধনেভ্যো ন লোকে সুহৃৎ কশ্চিদন্যো  
ধনান্যর্জয়ধ্বং ধনান্যর্জয়ধ্বম্।।”  
“যস্যার্থান্তস্য মিত্রাণি  
যস্যার্থান্তস্য বান্ধবাঃ।  
যস্যার্থাঃ স পুমান্ লোকে  
যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ।।”  
“জ্ঞানবৃদ্ধা বয়োবৃদ্ধাঃ শীলবৃদ্ধাশ্চ যে নরাঃ।  
সর্বৈ তে ধনবৃদ্ধস্য হ্যরি তিষ্ঠন্তি কিঙ্করাঃ।।”

যাই হোক, প্রশ্ন ওঠে—এগুলো তাহলে সমাজের কোন চিত্র তুলে ধরছে? সামাজিক অবস্থা কি তাই ছিল? যদি তা সত্য হয় তবে তা মর্মান্তিক যথা। দেখা যাচ্ছে বর্তমান যুগেও অর্থায়ত্ত সম্মানলাভের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ তখন ঘটেছিল। শ্লোকটির অর্থ আক্ষরিকভাবে গ্রহণ না করলেও অর্থের জোরে বিচারব্যবস্থাকে বৃদ্ধাসূচ প্রদর্শন করার ইঙ্গিত তো স্পষ্ট মিলছে। এটাওতো সমাজের প্রশংসনীয় দিক নয়। অথচ বারবার বলা হয়েছে—অরাজক দেশ বসবাসের যোগ্য নয়। কণ্ঠ নমুল্যে বিচারব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করা ‘সরাজক’ দেশের পরিচয় বহন করে না। দেখা যাচ্ছে—বিদ্বান, পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ প্রভৃতির যতই প্রশংসা করা হোক না কেন, অর্থের দুর্নির্বীর প্রভাবকে চাপকয় উপেক্ষা করেননি।

### গ্রন্থ মূল্যায়ন

যাই হোক, সাধারণভাবে বলা চলে যে ‘চাপকয়-নীতি-শাস্ত্রের’ শ্লোকগুলির অধিকাংশই জীবনে চলার পথে অমূল্য উপদেশ এবং সেগুলি সত্য স্মরণীয় এবং পালনীয়। অধিকাংশ শ্লোকই চিরন্তন মূল্যবোধের দ্বারা প্রণোদিত। অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তববোধের প্রকৃষ্ট নিদর্শন মিলবে এইসব নীতিশ্লোকে। স্ত্রীচরিত্রের প্রতি কিছু কিছু কটাক্ষপাত ছাড়া সাধারণভাবে এগুলি পক্ষপাতদোষে দুষ্টও নয়। আসল কথা, কোন গ্রন্থকারতো সমাজের উর্ধ্বনন—

সমাজের প্রতিফলন তাতে, বিশেষতঃ সুভাবিত জাতীয় গ্রন্থে, পড়তে বাধ্য। তৎকালীন  
সমাজের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীই চাণকের গ্রন্থসমূহে প্রতিফলিত হয়েছে। বর্তমান বিচারধারায়  
তার কিছু কিছু অনভিপ্রেত মনে হলেও তাতে গ্রন্থকারের বিশেষ দায় থাকে বলে মনে  
হয় না।

## চাণক্য-নীতি-শাস্ত্রম্

মূল, বিসন্ধি, অমর, বাংলা প্রতিশব্দ, বঙ্গানুবাদ  
এবং 'ভাবার্থপ্রকাশ' ব্যাখ্যা সহ



## চাণক্য-নীতি-শাস্ত্রম্

॥ ১ ॥

বিদ্বৎ নৃপত্বং নৈব তুল্যং কদাচন।

স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে ॥

বিসঙ্গি : বিদ্বৎ + চ। নৃপত্বং + চ। ন + এব।

অর্থ : বিদ্বৎ চ নৃপত্বং চ কদাচন তুল্যং ন (ভবতি)। রাজা স্বদেশে এব পূজ্যতে, বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে।

বাংলা প্রতিশব্দ : বিদ্বৎ (পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবত্তা) চ (এবং) নৃপত্বং চ (রাজত্ব, রাজপদ) কদাচন (কখনও) তুল্যং ন ভবতি (সমান হয় না)। রাজা (রাজা) স্বদেশে এব (কেবলমাত্র স্বদেশেই অর্থাৎ নিজ রাজ্যেই) পূজ্যতে (পূজিত হন, সম্মান পান), বিদ্বান্ (বিদ্বান ব্যক্তি) সর্বত্র (সকল দেশেই) পূজ্যতে (সম্মান পেয়ে থাকেন)।

বঙ্গানুবাদ : বিদ্যাবত্তা এবং রাজপদ কখনই সমান হয় না, রাজা কেবলমাত্র নিজ রাজ্যেই সম্মান পান, বিদ্বান (স্বদেশ-বিদেশ) সর্বত্র সম্মান পান।

ভাবার্থপ্রকাশ : বিদ্যা জগতের সর্বত্র সমাদৃত হয়। মানুষের অতুলনীয় সম্পদ বিদ্যা। যিনি এই বিদ্যা সম্যক অর্জন করেন তিনিই বিদ্বান। বিদ্বানের সম্মান সর্বত্র। নিজের দেশে বিদ্বান এবং রাজা দুজনেই সম্মান ও মর্যাদা পান। বিদ্বানের সম্মান কিন্তু নিজের দেশের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ নয়। বিদ্বান যে দেশেই যান না কেন সম্মানের ডালি, শ্রদ্ধার অফুরান অঞ্জলি তাঁর জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু রাজা স্বদেশে আধিপত্যের কারণে যে পরিমাণ সম্মান পান অপরদেশে সেই পরিমাণ সম্মান নাও পেতে পারেন। এখানেই রাজা আর বিদ্বানের পার্থক্য। পৃথিবীর অসংখ্য দেশে সহস্র সহস্র রাজা রাজত্ব করেছেন, এখনও করছেন। কিন্তু তাঁদের নাম আমরা ক'জনে জানি। নিজের নিজের দেশের রাজার কথা সামান্যভাবে জ্ঞাত থাকলেও দেশান্তরের অধিকাংশই আমাদের অজানা। কিন্তু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বা বিজ্ঞানী নিউটন—সারা পৃথিবীতে সম্মানের সঙ্গে উল্লিখিত হন। তাই বলা হয়েছে বিদ্বানের পূজা সর্বত্র।

॥ ২ ॥

পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্বৈর্মুর্খে দোষা হি কেবলম্।

তস্মান্মূর্খসহস্রেভ্যঃ প্রাজ্ঞ একো বিশিষ্যতে ॥

বিসঙ্গি : তস্মাৎ + মূর্খসহস্রেভ্যঃ।

অর্থ : পণ্ডিতে সর্বৈ গুণাঃ (বর্ততে), মূর্খে চ কেবলং (সর্বৈ) দোষাঃ (বর্ততে) হি।

তস্মান্মূর্খসহস্রেভ্যঃ একঃ প্রাজ্ঞঃ বিশিষ্যতে।



বাংলা প্রতিশব্দ : পণ্ডিতে (পণ্ডিত মানুষে) সৰ্ব্বে গুণাঃ (সকল গুণ, বিদ্যাবত্তা, বিনয় প্রভৃতি) (বর্তমানে—থাকে, অর্থাৎ দৃষ্ট হয়)। মূর্খে চ (কিন্তু মূর্খ মানুষে) কেবলং (কেবলমাত্র) (সৰ্বে) দোষাঃ (সকল দোষই, মূর্খতা, হিংসা ইত্যাদি) (বর্তমানে—দেখা যায়) হি (—একথা নিশ্চিত)। তস্যাৎ (অতএব) মূর্খসহস্রেভ্যঃ (সহস্র মূর্খ অপেক্ষা) একঃ প্রাজ্ঞঃ বিশিষ্যতে (একজন বিদ্বান বিশিষ্ট বা অধিকরত গ্রাহ্য রূপে পরিগণিত হন)।

বঙ্গানুবাদ : পণ্ডিত ব্যক্তি সকল গুণের আর মূর্খ ব্যক্তি সকল দোষের আধার—এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই সহস্র মূর্খ অপেক্ষা একজন পণ্ডিত বিশিষ্ট বা অধিকরত গ্রাহ্য রূপে পরিগণিত হন।

ভাবার্থপ্রকাশ : বিভিন্ন শাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রভৃতির মাধ্যমে লোকে পাণ্ডিত্য অর্জন করে। সেই শাস্ত্রজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগে জীবনে সার্থকতা আসে। বিচারবোধের দ্বারা চালিত হন বিধায় বিজ্ঞ জন ভ্রম-প্রমাদ থেকে দূরে থাকেন। করণীয়-অকরণীয় নির্ধারণে সামর্থ্যের কারণে তাঁদের কর্তব্যে প্রবৃত্তি এবং অকর্তব্যে নিবৃত্তি আসে। মূর্খের সম্বল মূর্খতা। পদে পদে তার আস্তি। নিজের জীবনে উন্নতিতো আসেই না—বিপরীতপক্ষে সে পরিবারের এবং সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। একজন পণ্ডিতকে দিয়ে যে কাজ সম্ভব—সহস্র মূর্খের দ্বারাও সে কাজ সমাধা হয় না বরং তা পণ্ডিত হয়। তাই বলা হল অনেক মূর্খ অপেক্ষা একজন পণ্ডিত থাকাই শ্রেয়ঃ।

॥ ৩ ॥

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।

আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ ॥

অর্থঃ : যঃ পরদারেষু মাতৃবৎ পশ্যতি, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ পশ্যতি, সর্বভূতেষু (চ) আত্মবৎ পশ্যতি সঃ (এব) পণ্ডিতঃ।

বাংলা প্রতিশব্দ : যঃ (যে ব্যক্তি) পরদারেষু (পরস্ত্রীতে) মাতৃবৎ পশ্যতি (মাতৃজ্ঞানে দেখেন), পরদ্রব্যেষু (পরের দ্রব্যে) লোষ্ট্রবৎ পশ্যতি (লোষ্ট্রজ্ঞান করেন, মাটির ঢেলার মত মনে করেন, লোভ করেন না), সর্বভূতেষু চ (এবং সকল ভূতে অর্থাৎ পদার্থে, এখানে সকল প্রাণীতে) আত্মবৎ পশ্যতি (আত্মজ্ঞান করেন, নিজের মনে করেন) স এব পণ্ডিতঃ (তিনিই পণ্ডিত, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী)।

বঙ্গানুবাদ : যে ব্যক্তি পরের স্ত্রীকে মাতৃজ্ঞানে দেখেন, পরের দ্রব্যকে মাটির ঢেলার মত জ্ঞান করেন (অর্থাৎ নির্লোভ থাকেন) এবং সকল জীব আত্মজ্ঞান পোষণ করেন—তিনিই যথার্থ জ্ঞানী।

ভাবার্থপ্রকাশ : সমাজে বাস করতে গেলে কতগুলি সামাজিক নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। পরস্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ সামাজিক গর্হিত অপরাধ। স্বাভাবিক কামনাবশতঃ

দৃষ্ট এইসব প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিলে ব্যভিচার হয়, সামাজিক বন্ধন নষ্ট হয়। পরস্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ পরিহারের শ্রেষ্ঠ পন্থা হল তাঁকে নিজের মা বলে ভাবা। নিজের মা যেমন ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র—পরস্ত্রীও সেরকমই। এই জ্ঞান এলে সমস্ত অসৎবুদ্ধি দূর হয়—শাবহারে কালিমা আসে না। পরের জিনিষের প্রতিও কোন লোভ পোষণ করা উচিত নয়। লোভ মানুষকে অনেক সময় অমানুষ করে তোলে। মাটির ঢেলাকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি সেই দৃষ্টিতে যদি পরের জিনিষ দেখা যায় তবে আর কোন মোহ আসে না। ফলে তা পাওয়ার বাসনাও লুপ্ত হয়। সকল প্রাণীতে আত্মজ্ঞান যথার্থ পণ্ডিতের লক্ষণ। সকল জীবের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজের সুখ-দুঃখের অনুভূতির সাম্যজ্ঞান আসলে কখন দুঃখে শোকে অভিভূত হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

॥ ৪ ॥

কিং কুলেন বিশালেন গুণহীনস্ত যো নরঃ।

অকুলীনোহপি শাস্ত্রজ্ঞো দৈবতৈরপি পূজ্যতে ॥

বিসম্বন্ধিঃ গুণহীনঃ + তু। অকুলীনঃ + অপি। দৈবতৈঃ + অপি।

অর্থঃ : যঃ নরঃ গুণহীনঃ তস্য বিশালেন কুলেন কিম্? শাস্ত্রজ্ঞঃ তু অকুলীনঃ অপি দৈবতৈঃ অপি পূজ্যতে।

বাংলা প্রতিশব্দ : যঃ নরঃ (যে ব্যক্তি) গুণহীনঃ (গুণহীন, নির্গুণ) তস্য (তার) বিশালেন কুলেন কিম্ (উচ্চবংশে জন্মগ্রহণে কি লাভ)? শাস্ত্রজ্ঞঃ তু (বিপরীতপক্ষে যিনি শাস্ত্রজ্ঞ), অকুলীনঃ অপি (তিনি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ না করেও) দৈবতৈঃ অপি (দেবতাদের দ্বারাও) পূজ্যতে (পূজিত হন, সমাদৃত হন)।

বঙ্গানুবাদ : যে ব্যক্তি গুণহীন, তার উচ্চবংশে জন্মগ্রহণেও সার্থকতা কোথায়? বিপরীতপক্ষে, যিনি শাস্ত্রজ্ঞ, তিনি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ না করলেও দেবতাদের দ্বারা পূজিত (সমাদৃত) হন।

ভাবার্থপ্রকাশ : ‘গুণাঃ সর্বত্র পূজ্যন্তে দূরেহপি বসতাং সতাম্।

কেতকীগন্ধমাঘাতুং স্ময়ং গচ্ছন্তি ষট্পদাঃ ॥’

গুণবান ব্যক্তি বহুদূরে বাস করেও কেবলমাত্র গুণের দ্বারাই সকলের সমাদর পান। কেতকীফুলের গন্ধই ভ্রমরদের তার কাছে নিয়ে আসে।

কেবলমাত্র উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করলেই সম্মানের ভাজন হওয়া যায় না। যোগ্যতাই মানুষকে সম্মান দেয় এবং সেই যোগ্যতা অর্জন করতে হয় শাস্ত্রজ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে, বিনয়ের মাধ্যমে। পরের শ্লোকেই বলা হয়েছে—“রূপযৌবনসম্পন্না বিশালকুলসম্ভবাঃ। বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ।” সুতরাং উচ্চবংশে জন্মগ্রহণেই সন্তুষ্ট থাকার কোন কারণ নেই। শাস্ত্রজ্ঞান আহরণের জন্য অক্লান্ত অধ্যবসায় প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য। গুণেরই সম্মান—শুধু বংশে নয়। উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ না করেও যিনি শাস্ত্রজ্ঞ



হন, লোকে তাঁকে সম্মান করে, দেবতাজ্ঞানে পূজা করে—এমনকি দেবতারাও তাঁর সমাদর করেন। উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করলে সেই বংশের যোগ্য হওয়ার জন্য অধিকতর প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

মানুষের গুণই বিচার্য—পিতৃবংশ নয়। ‘উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহে’র একটি শ্লোকে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

“গুণাঃ সর্বত্র পূজ্যন্তে পিতৃবংশো নিরর্থকঃ।

বসুদেবং পরিত্যজ্য বাসুদেব উপাস্যতে ॥”

ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের কথা সর্বলোকমুখে। বসুদেবের কথা ক’জন জানে?

॥ ৫ ॥

রূপযৌবনসম্পন্না বিশালকুলসম্ভবাঃ।

বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ ॥

অন্বয়ঃ বিদ্যাহীনাঃ রূপযৌবনসম্পন্নাঃ বিশালকুলসম্ভবাঃ (অপি) নির্গন্ধা কিংশুকা ইব ন শোভন্তে।

বাংলা প্রতিশব্দঃ বিদ্যাহীনাঃ (বিদ্যাহীন ব্যক্তি) রূপযৌবনসম্পন্নাঃ (রূপযৌবন যুক্ত), বিশালকুলসম্ভবাঃ অপি (উচ্চবংশজাত হলেও) নির্গন্ধাঃ কিংশুকাঃ ইব (গন্ধহীন পলাশ ফুলের মত) ন শোভন্তে (শোভা পান না, সমাদর লাভ করেন না)।

বঙ্গানুবাদঃ বিদ্যাহীন পুরুষ রূপযৌবনযুক্ত অথবা উচ্চবংশজাত হলেও গন্ধহীন পলাশ ফুলের মত সমাদর লাভে সক্ষম হন না।

ভাবার্থপ্রকাশঃ বিদ্যাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই সম্পদে যে ধনী নয় তার কোন সমাদর হয় না। রূপ, যৌবন, উচ্চবংশ—এই সব কিছুই তুচ্ছ হয়ে যায় যদি সেই ব্যক্তি বিদ্বান হয়। গন্ধহীন পলাশ ফুলের বর্ণই একমাত্র সর্বস্ব। তাই তার সমাদর নেই। মাকাল ফল যেমন অনাদরে পরিত্যক্ত হয়—মূর্থও তেমনি সমাজে কোন স্থান পায় না। রূপ-যৌবন ক্ষণস্থায়ী—চিরকাল তা নিয়ে গর্ব করা চলে না। বংশের আভিজাত্যও নিরর্থক, যদি না সেই বংশের যোগ্য হওয়া যায়। বিদ্যাই কেবল সারাজীবনের বন্ধু, প্রকৃত সম্পদ। অতএব বিদ্যা অর্জনের জন্য সতত চেষ্টা করা উচিত।

শুধুমাত্র বাইরের চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে বিদ্যাহীনের কাছে বড় কিছু প্রত্যাশা করলে ঠকতে হয়। ‘উদ্ভট-সাগর’ গ্রন্থের দুটি শ্লোক এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—

“কিংশুকে শুক মা তিষ্ঠ চিরং ভাবিফলাশয়া।

বাহ্যরঙ্গপ্রপঞ্চং ন কে কে নানেন বঞ্চি তাঃ ॥”

“সুরভেন্ন সুরম্যেণ কিং পলাশেন পক্ষিণাম্।

যস্য পুষ্পেন সৌরভং ফলে ন মধুরো রসঃ ॥”

॥ ৬ ॥

নক্ষত্রভূষণং চন্দ্রো নারীণাং ভূষণং পতিঃ।

পৃথিবীভূষণং রাজা বিদ্যা সর্বস্য ভূষণম্ ॥

অন্বয়ঃ চন্দ্রঃ নক্ষত্রভূষণং (ভবতি), পতিঃ নারীণাং ভূষণং (ভবতি), রাজা পৃথিবীভূষণং (ভবতি), বিদ্যা সর্বস্য ভূষণম্ (ভবতি)।

বাংলা প্রতিশব্দঃ চন্দ্রঃ (চাঁদ) নক্ষত্রভূষণম্ (তারকাদের অলঙ্কার), পতিঃ (স্বামী) নারীণাং ভূষণম্ (নারীর অলঙ্কার), রাজা পৃথিবীভূষণম্ (রাজা পৃথিবীর অলঙ্কার), বিদ্যা (বিদ্যা) সর্বস্য ভূষণম্ (সকলের অলঙ্কার)।

বঙ্গানুবাদঃ চাঁদ তারকাদের অলঙ্কার, স্বামী নারীর অলঙ্কার, রাজা পৃথিবীর অলঙ্কার আর বিদ্যা সকলজনের অলঙ্কার।

ভাবার্থপ্রকাশঃ যে রাতের আকাশে চাঁদ থাকে না—সেই রাত সুখকর হয় না। গভীর অন্ধকারে তা নিমগ্ন থাকে, শতসহস্র নক্ষত্রের আলোতেও পৃথিবী আলোকিত হয় না, রাতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় না। কেবলমাত্র চাঁদই সেই আলো, সেই সৌন্দর্য দিতে পারে। তাই চাঁদ নক্ষত্রের অলঙ্কার-স্বরূপ। পতিহীনা নারী সকল দুঃখের পাত্রী। সহস্র অলঙ্কারে বিভূষিতা হলেও যে নারীর স্বামী নেই, তার মনে সুখ-শান্তি থাকে না। তাই স্বামীই নারীজাতির প্রকৃত অলঙ্কার। পৃথিবীর অলঙ্কার রাজা। কেননা, রাজা ছাড়া রাজ্য অরাজকতা পরিপূর্ণ হয়। সবলের অত্যাচারে দুর্বল পীড়িত হয়। সুশাসক রাজার বর্তমানেই প্রজাদের সুখ-শান্তি এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। বিদ্যাহীন মানুষ যত ধনবানই হোক না কেন, যত উচ্চ কূলে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, রূপযৌবনে যত সুন্দরই হোক না কেন—সে সমাজে সমাদরের পাত্র হয় না। বিদ্যার দ্বারাই মানুষ সমাজে যথার্থ প্রতিষ্ঠা পায়। “বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে”—আগেই বলা হয়েছে। তাই বিদ্যাই মানুষের অলঙ্কার এবং তা ধনী-নির্ধন, উচ্চবংশজাত-নীচবংশজাত, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সম্বন্ধেই সমভাবে প্রযোজ্য।

বিদ্যার এহেন মর্যাদা লক্ষ করেই শাস্ত্রকারেরা বিদ্যাকেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধন বলেছেন—

“ন চৌরহার্যং ন চ রাজহার্যং

ন ভাতৃভাজ্যং ন চ ভারভূতম্।

বায়োহপি যদবুদ্ধি মুপৈতি নিত্যং

বিদ্যাধনং তৎ পরমং ধনেষু ॥”

“বিদ্যা নাম নরস্য কীর্তিরতুলা ভাগ্যক্ষয়ে চাশ্রয়ো

ধেনুঃ কামদুঘা রতিশ্চ বিরহে নেত্রং তৃতীয়ং চ সা।



সৎকারায়তনং কুলস্য মহিমা রত্নৈর্বিনা ভূষণং  
তস্মাদান্যমুপেক্ষ্য সর্বসুখদং বিদ্যাধিকারং কুরু ॥”

(উদ্ভট-শ্লোক-সংগ্রহ)

॥ ৭ ॥

মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ।

ন শোভতে সভামধ্যে হংসমধ্যে বকো যথা ॥

অর্থঃ : যেন বালঃ ন পাঠিতঃ (তস্য বালস্য) মাতা শত্রুঃ, পিতা (চ) বৈরী (ভবতি)।  
হংসমধ্যে যথা বকো ন শোভতে (তথা) সভামধ্যে (স বালঃ ন শোভতে)।

বাংলা প্রতিশব্দ : যেন (যিনি, যে পিতামাতা) বালঃ (বালক পুত্রকে) ন পাঠিতঃ  
(শিক্ষা দেননি) (তস্য বালস্য—সেই বালকের) মাতা শত্রুঃ (মাতা প্রকৃতপক্ষে তার  
শত্রু) পিতা চ বৈরী (এবং পিতাও তার শত্রু—অর্থাৎ পিতামাতা দুজনেই শত্রু)। হংসমধ্যে  
(হাঁসের মধ্যে) যথা বকো ন শোভতে (বক যেমন শোভা পায় না) তথা সভামধ্যে  
(তেমনি বিদ্বৎসমাজে সেই পুত্র শোভা পায় না, স্থান পায় না)।

বঙ্গানুবাদ : যে পিতামাতা তাঁদের পুত্রকে যথাযোগ্য শিক্ষা প্রদান করেননি, সেই  
পুত্রের কাছে মাতা এবং পিতা শত্রুরূপে পরিগণিত হন, কেননা হাঁসের মধ্যে বক যেমন  
শোভা পায় না, তেমনি সেই পুত্রও বিদ্বৎসমাজে স্থান পায় না।

ভাবার্থপ্রকাশ : শৈশবে সন্তান থাকে পিতামাতার অধীনে। নরম মাটির তালুক  
যেমন শিল্পী তাঁর হাতের ছোঁয়ায় অর্পণ শিল্পে পরিণত করেন তেমনি পুত্র-কন্যাকে  
যথার্থ মানুষ করে তোলার দায়িত্ব পিতামাতার। পিতামাতার স্নেহধারায় সন্তানকে শিক্ষিত  
করলেই হবে না—প্রয়োজনে কঠোরতাও অবলম্বন করতে হবে। মানুষ হওয়ার প্রথম  
সোপান নিয়মিত অধ্যয়ন বা বিদ্যাভ্যাস। কোন পুত্র-কন্যা বিদ্যাভ্যাসে অনিচ্ছুক হলেও  
বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে তাকে ক্রমশ সেই পথে নিয়ে যেতে হবে। শৈশবে বিদ্যার্জন  
না হলে পরে তা অর্জন করা কঠিন এমনকি অসাধ্য হয়। সুতরাং পিতামাতাকে এই  
ব্যাপারে সদা সচেতন থাকতে হবে। অন্যথা ভবিষ্যতে সেই মুর্থসন্তান পিতামাতাকেই  
দোষী করবে। কেননা, সমাজে মুর্থের কোন সমাদর নেই। মুর্থ সমাজের উপহাসের  
বিষয় এবং সেই মুর্থের দুর্দশার নৈতিক দায়িত্ব পিতামাতাতেই বর্তায়।

॥ ৮ ॥

বরমেকো গুণী পুত্রো ন চ মুর্থশতৈরিপি।

একশচ দ্রুতমো হস্তি ন চ তারাগণোহপি তৎ ॥

বিসন্ধিঃ : বরম্ + একঃ। মুর্থশতৈঃ + অপি। একঃ + চন্দ্রঃ + তমঃ। তারা-গণঃ +  
অপি।

অর্থঃ : গুণী একঃ পুত্রঃ বরম্, মুর্থশতৈঃ অপি ন। একঃ চন্দ্রঃ তমঃ হস্তি, ন চ  
তারাগণঃ অপি তৎ (হস্তি)।

বাংলা প্রতিশব্দ : গুণী (গুণবান) একঃ পুত্রঃ (একটিমাত্র পুত্র) বরম্ (তুলনায়  
ভালো, বহু মুর্থ পুত্রের তুলনায় ভালো) মুর্থশতৈঃ অপি ন (শত মুর্থ পুত্রেও কোন কাজ  
হয় না)। একঃ চন্দ্রঃ (একটিমাত্র চাঁদ) তমঃ হস্তি (অন্ধকার দূর করে), তারাগণঃ অপি  
(অসংখ্য তারকারাজিও) ন চ তৎ হস্তি (সেই অন্ধকার দূর করতে পারে না)।

বঙ্গানুবাদ : (বহু মুর্থ পুত্রের তুলনায়) একটিমাত্র গুণবান পুত্র তুলনামূলকভাবে  
ভালো, কেননা শত মুর্থ পুত্রেও কোন কাজ হয় না। একটিমাত্র চন্দ্রই (রাতের) অন্ধকার  
দূর করে, অসংখ্য তারা তা পারে না।

ভাবার্থপ্রকাশ : কোন দ্রব্যের সমাদর নির্ধারিত হয় সেই দ্রব্য আমাদের কত প্রয়োজনে  
লাগে, সেই দ্রব্যের দ্বারা কি কি উপকার সাধিত হয়—তার উপর। উপকারে লাগে না  
এমন অসংখ্য জিনিসের অধিকারী হওয়ার কোন সার্থকতা নেই। বিপরীতপক্ষে তা বোঝা  
হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে একাধিক মুর্থ পুত্র থাকার চাইতে একটিমাত্র গুণী পুত্র থাকা  
ভাল। কেননা একটিমাত্র গুণী পুত্রের দ্বারা যে কাজ হয় বহু সংখ্যক মুর্থপুত্রের দ্বারা তা  
সম্ভব হয় না। বরং তাদের পরস্পর বাদবিবাদ সংসারে অশান্তির কারণ হয়। একমাত্র  
গুণী পুত্রের দ্বারা বংশের মুখ উজ্জ্বল হয়, পিতা-মাতার সম্মান বৃদ্ধি পায়। মুর্থপুত্রের  
দ্বারা বংশ কালিমালিপ্ত হয়, পিতামাতার সম্মানহানি হয়। আকাশের একটিমাত্র চাঁদ  
রাতের অন্ধকার দূর করতে পারে—অসংখ্য তারায় সেই কাজ হয় না। তাই চন্দ্রের সঙ্গে  
গুণী পুত্রের এবং মুর্থের সঙ্গে নক্ষত্রের তুলনা করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ‘উদ্ভট-সাগরে’র একটি শ্লোক উল্লেখ করা যেতে পারে—

“একেনাপি সুপুত্রেণ সিংহী স্থপিত্তি নির্ভয়ম্।

সহৈব দশভিঃ পুত্রৈর্ভারং বহতি গর্দভী ॥”

সিংহী একটি বীর পুত্রের জন্ম দিয়ে নির্ভয়ে ঘুমায় আর গর্দভী দশ ছেলের ভার বহন  
করে মরে।

॥ ৯ ॥

লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।

প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ ॥

বিসন্ধিঃ : মিত্রবৎ + আচরেৎ।

অর্থঃ : পুত্রং পঞ্চ বর্ষাণি লালয়েৎ, দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ, ষোড়শে বর্ষে প্রাপ্তে তু  
মিত্রবৎ আচরেৎ।

বাংলা প্রতিশব্দ : পুত্রং (পুত্রকে, সন্তানকে) পঞ্চ বর্ষাণি (পাঁচ বৎসর অর্থাৎ জন্ম  
থেকে পাঁচ বৎসর) লালয়েৎ (লালন করা উচিত, স্নেহে প্রতিপালন করা উচিত), দশবর্ষাণি



(তারপর দশ বৎসর অর্থাৎ ষষ্ঠ বর্ষ থেকে পঞ্চদশ বর্ষ পর্যন্ত) তাড়িয়েৎ (যথাযোগ্য শাস্তি প্রদান করা কর্তব্য), ষোড়শ বর্ষে প্রাপ্তে তু (আর পুত্র ষোড়শ বর্ষীয় হলে, পুত্র বোল বজুর পড়লে) মিত্রবৎ আচরেৎ (তার সঙ্গে বন্ধুর মত আচরণ করা উচিত)

**বঙ্গানুবাদ :** সন্তানের পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাকে (পিতামাতা স্নেহে প্রতিপালন করবেন, তারপরের দশ বৎসর তাকে যথাযোগ্য শাস্তি প্রদান করে (শিক্ষা দেবেন) এবং পুত্রের বোল বজুর বয়স হলে তার সঙ্গে বন্ধুর মত আচরণ করবেন।

**ভাবার্থপ্রকাশ :** সন্তানের শৈশব, বাল্য এবং কৈশোরে পিতামাতার আচরণ কেমন হওয়া উচিত তা এই শ্লোকে বলা হয়েছে। পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত সন্তানের বুদ্ধি বৃত্তি বিকশিত হয় না। এই সময়ে তাকে উপদেশ বা শাসনের মাধ্যমে কিছু বোঝানোর চেষ্টা নিরর্থক। শৈশবের এই পাঁচ বৎসর কেবল স্নেহের সঙ্গে লালন-পালন কর্তব্য। অতঃপর বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ শুরু হয়। এই সময় থেকে পনের বৎসর পর্যন্ত সন্তানকে শাসনের মধ্যে রাখতে হবে। অধ্যয়ন, সদাচার, বিনয় প্রভৃতি শিক্ষা দিতে গিয়ে অনেক সময়ই পিতামাতাকে কঠোর হতে হয়। প্রয়োজনে তারা সেই পথও অবলম্বন করবেন। অন্যথা অশিক্ষিত, অবিনীত, মুর্থ পুত্র পিতামাতাকেই যথাকালে শাসন না করার জন্য দোষের ভাগী করবে। পনের বৎসরের পরে সন্তানের নিজস্ব বিচারবোধ বিকশিত হয়। ন্যায়-অন্যায়বোধ, সদসদ্বিবোধ থেকে সে নিজেই নিজের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়। এই সময়ে উপদেশ না দিলেও চলে। তবে বন্ধুভাবে পিতামাতা সবকিছু আলোচনা করবেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য অনুরূপ শ্লোক :

“ষোড়শাব্দাৎ পরং পুত্রং দ্বাদশাব্দাৎ পরং স্ত্রিয়ম্।  
ন তাড়িয়েদুষ্টবাক্যৈঃ পীড়িয়েন্ম সুষাদিকম্।।”

॥ ১০ ॥

লালনে বহুবো দোষান্তাডনে বহুবো গুণাঃ।

তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়িয়েন্ম তু লালয়েৎ।।

**বিসঙ্গি :** দোষাঃ + তাডনে। পুত্রম্ + চ। শিষ্যম্ + চ। তাড়িয়েৎ + ন।

**অর্থ :** লালনে বহুঃ দোষাঃ, তাডনে বহুঃ গুণাঃ (জন্মগোষ্ঠ)। তস্মাৎ পুত্রং শিষ্যং চ তাড়িয়েৎ, ন তু লালয়েৎ।

**বাংলা প্রতিশব্দ :** লালনে (লালনকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরও লালন করলে অর্থাৎ অতিরিক্ত স্নেহ প্রদর্শন করলে) বহুঃ দোষাঃ (অনেক দোষের জন্ম হয়, উদ্ভ্রত প্রভৃতি দেখা দেয়), তাডনে বহুঃ গুণাঃ (উপযুক্ত শাস্তিপ্রদানের অনেক গুণ)। তস্মাৎ

(সুতরাং) পুত্রং শিষ্যং চ (পুত্র এবং শিষ্যকে) তাড়িয়েৎ (প্রয়োজনে যেন শাসন করা হয়), ন তু লালয়েৎ (অতিরিক্ত স্নেহ দেখানো বা প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়)।

**বঙ্গানুবাদ :** (শৈশব অর্থাৎ জন্মাবধি পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে) অকারণে স্নেহ প্রদর্শন করলে অনেক দোষের সৃষ্টি হয়, উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করলে কিন্তু বহু গুণের জন্ম হয়। সুতরাং পুত্র এবং শিষ্যকে যেন যথাযোগ্য শাসন করা হয়, অতিরিক্ত স্নেহ দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত।

**ভাবার্থপ্রকাশ :** সন্তানকে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত স্নেহে প্রতিপালনের কথা এবং তারপর দশ বৎসর শাসন করার কথা আগের শ্লোকে বলা হয়েছে। শাসন করার সময় শাসন না করলে কি অপকার হয় এবং শাসন করলে কি উপকার হয় তার কথা এখানে বলা হয়েছে। বুদ্ধি বৃত্তি বিকশিত হওয়ার পরেও যদি সন্তানকে অতিরিক্ত স্নেহ প্রদর্শন করা হয়, অন্যায় কাজে শাস্তি দেওয়া না হয় তবে প্রকৃতপক্ষে তাকে অন্যায় কাজে উৎসাহিতই করা হয়। এর বিষময় ফল ফলতে খুব দেরী হয় না। শীঘ্রই দেখা যায় সন্তান উদ্ধত, অশিক্ষিত এবং দুরাচার। সুতরাং সন্তানকে বিনয়ী, শিক্ষিত করতে চাইলে যথাপ্রয়োজন শাসনও করতে হবে। শাসনের সময় অকারণে স্নেহ সন্তানের উপকার নয়, ক্ষতির কারণ—একথা পিতামাতা যেন সবসময় খেয়াল রাখেন।

॥ ১১ ॥

একেনাপি সুবৃক্ষেন পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।

বাসিতং স্যাদ্ বনং সর্বং সুপুত্রেন কুলং যথা ॥

**বিসঙ্গি :** একেন + অপি।

**অর্থ :** যথা সুগন্ধিনা পুষ্পিতেন একেন অপি সুবৃক্ষেন সর্বং বনং বাসিতং স্যাৎ (তথা একেন) সুপুত্রেন সর্বং কুলং (বাসিতং ভবতি)।

**বাংলা প্রতিশব্দ :** যথা (যেমন) সুগন্ধিনা (সুগন্ধ) পুষ্পিতেন (ফুলে ভরা) একেন অপি সুবৃক্ষেন (একটিমাত্র ভাল গাছের দ্বারা) সর্বং বনং (সমগ্র বনভূমি) বাসিতং স্যাৎ (সুবাসিত হয়, সুগন্ধে আমোদিত হয়) (তথা—তেমনি) সুপুত্রেন (একটিমাত্র সুপুত্রের দ্বারা) সর্বং কুলং (সমগ্র বংশ) (বাসিতং ভবতি—আমোদিত হয়, গৌরবান্বিত হয়)।

**বঙ্গানুবাদ :** যেমন সুগন্ধ ফুলে ভরা একটিমাত্র গাছের দ্বারা সমগ্র বনভূমি (সুগন্ধে) আমোদিত হয়, তেমনি একটিমাত্র সুপুত্রের দ্বারা সমগ্র বংশ গৌরবান্বিত হয়।

**ভাবার্থপ্রকাশ :** একটিমাত্র সুপুত্রের দ্বারাও বংশের মুখ উজ্জ্বল হয়, গৌরব বৃদ্ধি পায়। বহুসংখ্যক মুর্থ পুত্র বা সাধারণ পুত্রের দ্বারা তা সম্ভব হয় না। একটিমাত্র সুগন্ধ ফুলে ভরা গাছের দ্বারা যেমন বনভূমি আমোদিত হয়—সুপুত্রের দ্বারাও তেমনি বংশের

যশোরুদ্ধি ঘটে থাকে। তুলনীয় শ্লোকঃ “একেনাপি সুপুত্রেন বিদ্যামুত্তমেন যীমতা। কুলপুরুষসিংহেন চত্রেণ গগনং যথা।” (গরুড় পুরাণ, ১১৪ অধ্যায়)। ‘বৃদ্ধ চাণক্য’ গ্রন্থেও আছে—“একেনাপি সুপুত্রেন বিদ্যামুত্তমেন সাধুনা। আহ্বাদিতং কুলং সর্বং চত্রেণ গগনং যথা।।” বংশগৌরব সংখ্যায় নয়—গুণে হয়।

॥ ১২ ॥

একেনাপি কুবৃক্ষেন কোটরস্থেন বহিন্মা।

দহ্যতে তদ্বনং সর্বং কুপুত্রেন কুলং যথা।।

বিসন্ধিঃ একেন + অপি।

অর্থঃ যথা একেন অপি কুবৃক্ষেন কোটরস্থেন বহিন্মা সর্বং তদ্বনং দহ্যতে (তথা একেন অপি) কুপুত্রেন (সর্বং) কুলং (দহ্যতে)।

বাংলা প্রতিশব্দঃ যথা (যেমন) একেন অপি কুবৃক্ষেন (একটিমাত্র কুবৃক্ষের) কোটরস্থেন বহিন্মা (কোটরের আওনে) সর্বং তদ্বনং (সেই সমগ্র বন) দহ্যতে (দগ্ধ হয়), (তথা—তেমনি) (একেন অপি—একটিমাত্র) কুপুত্রেন (কুপুত্রের দ্বারা) (সর্বং—সমগ্র) কুলং দহ্যতে (কুল দগ্ধ হয়, কলঙ্কিত হয়)।

বঙ্গানুবাদঃ যেমন একটিমাত্র কুবৃক্ষের কোটরের আওনের দ্বারা সেই সমগ্র বন দগ্ধ হয় তেমনি একটিমাত্র কুপুত্রের দ্বারা সমগ্র কুল কলঙ্কিত হয়।

ভাবার্থপ্রকাশঃ আগের শ্লোকে সুপুত্রের প্রশংসা করা হয়েছে। আলোচ্য শ্লোকে আছে কুপুত্রের নিন্দা। একটি গাছের আওন থেকেই বনে দাবানল সৃষ্টি হয়—সমগ্র বনভূমি দগ্ধ হয়। বংশের কোন একজন দুরাচার হলে ঠিক তেমনি সমগ্র বংশেরই কলঙ্ক হয়। শাখাহীন শুষ্ক বৃক্ষ দাবানলের কারণ হয়। তেমনি মুর্থ, অবিনীত পুত্রই বংশের অপযশের কারণ হয়। সুতরাং পিতামাতার অবশ্যকর্তব্য হল সন্তানকে সুশিক্ষিত করে তোলা। একটি বনভূমি তৈরী হতে বহু বৎসর লাগে—কিন্তু একদিনের দাবানলে তা ধূলিসাৎ হয়। অনুরূপভাবে শতজনের প্রচেষ্টায় শতবর্ষের বংশগৌরবও একজনের অপকীর্তির দ্বারা নষ্ট হয়।

॥ ১৩ ॥

দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্বশাটপটাবৃতঃ।

তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে।।

বিসন্ধিঃ তাবৎ + চ। কিঞ্চিৎ + ন।

অর্থঃ মূর্খঃ লম্বশাটপটাবৃতঃ দূরতঃ শোভতে, মূর্খঃ যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে তাবৎ চ শোভতে।

বাংলা প্রতিশব্দঃ (মূর্খ ব্যক্তি) লম্বশাটপটাবৃতঃ (দীর্ঘ পোষাক-পরিচ্ছদে ভূষিত, লম্বাবিধ পোষাক-পরিচ্ছদে ভূষিত) দূরতঃ শোভতে (দূর থেকেই শোভা পায়), মূর্খঃ (মূর্খ ব্যক্তি) যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে (যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা না বলে) তাবৎ চ শোভতে (ততক্ষণই শোভা পায়, কথা বললেই তার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে)।

বঙ্গানুবাদঃ মূর্খ ব্যক্তি দীর্ঘ পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে দূর থেকেই শোভা পায়, যতক্ষণ পর্যন্ত মূর্খ কোন কথা না বলে ততক্ষণই শোভা পায়, (কথা বললেই তার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে)।

ভাবার্থপ্রকাশঃ মূর্খ ব্যক্তি বেশভূষায় যতই পারিপাট্য দেখাক না কেন বিদ্বৎ-সমাজে তার কোন সমাদর হয় না। প্রাজ্ঞের ভাণ করে মূর্খরা সুধীমহলে অনেক সময় প্রবেশাধিকার লাভ করলেও অচিরেই তাদের স্বরূপ প্রকাশ পায় এবং বিদ্বজ্জনের উপহাসের কারণ হয়। মূর্খ ব্যক্তির কথাতেই তার পরিচয় প্রকাশ পায়। তাই বলা হয়েছে—মূর্খ যতক্ষণ পর্যন্ত কথা না বলে—ততক্ষণই সে সভায় স্থান পায়। বেশভূষায় তার অজ্ঞতা ঢাকা পড়ে না। বিদ্যাজ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষের চিন্তা পরিশীলিত হয়, বাগবিন্যাস যথোপযুক্ত হয়। যার সেই জায়গায় অভাব—তার আচার-আচরণে, কথায় বার্তায় তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

॥ ১৪ ॥

বিবাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যমমেধ্যাদপি কাঞ্চ নম্।

নীচাদপ্যন্তমং বিদ্যাম্ স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।।

বিসন্ধিঃ বিবাৎ + অপি + অমৃতম্। গ্রাহ্যম্ + অমেধ্যাৎ + অপি। নীচাৎ + অপি + উত্তমাম্। দুষ্কুলাৎ + অপি।

অর্থঃ অমৃতং বিবাৎ অপি গ্রাহ্যম্, কাঞ্চ নম্ অমেধ্যাৎ অপি (গ্রাহ্যম্), উত্তমাম্ বিদ্যাম্ নীচাৎ অপি (গ্রাহ্যম্), স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাৎ অপি (গ্রাহ্যম্)।

বাংলা প্রতিশব্দঃ অমৃতম্ (অমৃত) বিবাৎ অপি গ্রাহ্যম্ (বিষ থেকেও গ্রহণ করা চলে), কাঞ্চ নম্ (সোনা) অমেধ্যাৎ অপি (অশুচি স্থান থেকেও, নোংরা জায়গা থেকেও) (গ্রাহ্যম্—গ্রহণ করা চলে), উত্তমাম্ বিদ্যাম্ (শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, সুবিদ্যা) নীচাৎ অপি (নীচ লোকের কাছ থেকেও) (গ্রাহ্যম্—গ্রহণ করা চলে), স্ত্রীরত্নম্ (শ্রেষ্ঠা স্ত্রী, সুন্দরী নারী) দুষ্কুলাৎ অপি (নীচ কুল থেকেও, খারাপ বংশ থেকেও) (গ্রাহ্যম্—গ্রহণ করা চলে)।

বঙ্গানুবাদঃ অমৃত বিষ থেকেও গ্রহণ করা চলে, সোনা অশুচি স্থান থেকেও গ্রহণ করা চলে, শ্রেষ্ঠ বিদ্যা নীচ ব্যক্তির কাছ থেকেও গ্রহণ করা চলে, রমণীশ্রেষ্ঠা নীচ কুল থেকেও গ্রহণ করা চলে।

ভাবার্থপ্রকাশঃ মহামূল্যবান এবং পরমাকাঙ্ক্ষিত জিনিষ সংগ্রহ করার সময় স্থান



বিচার করা উচিত নয়। বিচার করলে অনেক সময় বঞ্চিত হতে হয়। যাঁরা বিচক্ষণ তাঁরা এবিষয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধা পোষণ করেন না। বিযাক্ত আহাৰ্য্য গ্রহণ করলে মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু অমৃত যদি বিবের মধ্যেও থাকে তবে তা গ্রহণ করা চলে। কেননা বিষ অপেক্ষা অমৃতের প্রভাব অনেক বেশী এবং অমৃতের প্রভাবেই মানুষ অমরতা পেতে পারে। সোনা মহামূল্যবান পদার্থ। তাই অপবিত্র জায়গা থেকেও সোনা আহরণ করা চলে। বিদ্যার সমান ধন আর কি হতে পারে! আর তাই নীচকুলজাত মানুষের কাছ থেকেও বিদ্যা গ্রহণ করা চলে। “বালাদপি সুভাষিতং গ্রাহ্যম্।” রূপে-গুণে অনন্যা স্ত্রী জগতে দুর্লভ। সুতরাং সেইরকম স্ত্রী নীচজাতীয় হলেও তাকে বিবাহ করা চলে। “একো হি দোষো গুণসম্মিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণোদ্বিবাঙ্কঃ।” চাঁদের কলঙ্ক জ্যোৎস্নার কারণেই বিচার্য্য হয় না। বস্ত্রব্য হাচ্ছে এই যে, কার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে সেটা বিচার্য্য নয়, বিচার্য্য হল যা গৃহীত হচ্ছে তা মূল্যবান কিনা। গুণীদের কাছে গুণই বিচার্য্য—অপাদান নয়। মনুসংহিতায় আছে—

“শ্রদ্ধধানঃ শুভাং বিদ্যামাদখীতবরাদপি।  
অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্বং দুষ্কলাদপি।।  
বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতম্।  
অমিত্রাদপি সদ্ভৃতমমেখ্যাদপি কাঞ্চ নম্।।  
স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্মঃ শৌচং সুভাষিতম্।  
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্বতঃ।।”

✓ ॥ ১৫ ॥

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে।  
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যন্তিষ্ঠতি স বাহুবঃ ॥

বিসম্বন্ধি : চ + এব। যঃ + তিষ্ঠতি।

অর্থ : যঃ (জনঃ) উৎসবে ব্যসনে দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে রাজদ্বারে শ্মশানে চ তিষ্ঠতি স এব বাহুবঃ।

বাংলা প্রতিশব্দ : যঃ (যে ব্যক্তি) উৎসবে (আনন্দানুষ্ঠানে) ব্যসনে (বিপদকালে) দুর্ভিক্ষে (আকালে) শত্রুবিগ্রহে (শত্রুর সঙ্গে বিবাদে, সংগ্রামে) রাজদ্বারে (বিচারালয়ে) শ্মশানে (শ্মশানে, শবদাহকালে) তিষ্ঠতি (থাকে) স এব (তিনিই) বাহুবঃ (বন্ধু অর্থাৎ প্রকৃত বন্ধু)।

বঙ্গানুবাদ : যে ব্যক্তি আনন্দানুষ্ঠানে, বিপদকালে, আকালের সময়, শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামকালে, বিচারালয়ে (অর্থাৎ মামলা-মোকদ্দমা চলাকালীন সাক্ষ্যাদির প্রয়োজনে) এবং শবদাহকালে (পাশে) উপস্থিত থাকেন, তিনিই প্রকৃত বন্ধু।

ভাবার্থপ্রকাশ : এ সংসারে প্রকৃত বন্ধু খুবই কম। অধিকাংশই সুখের সময়ের পাখী। স্বার্থ অন্বেষণ করাই তাদের স্বভাব। বন্ধুত্বের ভাণ তাদের স্বার্থ সন্ধানের উপায়মাত্র। দুর্দিনে সেইসব লোকের দেখা মেলে না। সেই একমাত্র যথার্থ বন্ধু যে বন্ধু সম্পদে, বিশপে, সুখে, দুঃখে সমান অংশীদার হয়। বিপদসঙ্কুল মানবজীবনে দৈববিড়ম্বনায় যখন দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন সামান্য অন্নের জন্য চারদিকে হাহাকার ওঠে। প্রকৃত বন্ধু তখন সাহায্যের হাত বাড়ায়। বিচারালয়ে অভিযুক্ত হয়ে মানুষ যখন অসহায় বোধ করে, বিচারের দণ্ডভয়ে যখন সে তিলে তিলে দম্ব হতে থাকে তখন বন্ধুর স্নেহ অমূল্য বোধ হয়। আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুতে মানুষ যখন শোকে আচ্ছন্ন, তখন শবদাহ প্রভৃতির কাজে বন্ধুই এগিয়ে আসে। যারা প্রকৃত বন্ধু নয় তারা নানা অঙ্কিলায় দূরে থাকে। সুতরাং কে প্রকৃত বন্ধু আর কে নয়—তার পরীক্ষা হয় দুর্দিনের সময় তার আচরণে। নিজের সুখ স্বাস্থ্য তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রকৃত বন্ধু বন্ধুকে বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করে। এই প্রসঙ্গে ইংরেজী প্রবাদ আছে—‘A friend in need is a friend indeed.’

॥ ১৬ ॥

পরোক্ষে কার্যহস্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।

বর্জয়েৎ তাদৃশং মিত্রং বিযুক্তং পয়োমুখম্।।

অর্থ : প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনং পরোক্ষে কার্যহস্তারং তাদৃশং পয়োমুখং বিযুক্তং মিত্রং বর্জয়েৎ।

বাংলা প্রতিশব্দ : প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্ (যে ব্যক্তি সাক্ষাতে প্রিয়ভাষী, সামান্যসামান্য মিষ্ট কথা বলে) পরোক্ষে কার্যহস্তারম্ (কিন্তু অসাক্ষাতে কাজের ক্ষতি করে, অতীষ্টলাভে বাধা দেয়) তাদৃশং (সেই রকম) পয়োমুখং (মুখে-মধু, মুখমিষ্ট) বিযুক্তং (অন্তরে বিষ) মিত্রং (বন্ধুকে) বর্জয়েৎ (ত্যাগ করে চলা উচিত)।

বঙ্গানুবাদ : যে ব্যক্তি সাক্ষাতে মিষ্ট কথা বলে কিন্তু অসাক্ষাতে কাজের ক্ষতি কবে, সেরকম মুখে মধু অন্তরে বিষ বন্ধুকে ত্যাগ করা উচিত।

ভাবার্থপ্রকাশ : কেবলমাত্র নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনেকে বন্ধুত্বের ভাণ করে এবং মিষ্ট কথায় মন জয় করে। সরল বিশ্বাসে মানুষ অনেক সময় তাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করে। এই সুযোগ নিয়ে বন্ধুত্বের মুখোশধারী লোকেরা তাদের নানা অনিষ্টসাধন করে। অনিষ্টতার কারণে নিজের অনেক গোপন কথাও এদের জানা থাকে এবং পরোক্ষে ক্ষতিগ্ৰস্ত কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করার সমস্ত সুযোগ তারা পায়। এ ধরনের বন্ধুকে সর্বদা পরিত্যাগ করে চলতে হবে। কোন কলসের উপরে সামান্য দুধ এবং ভেতরে তীব্র বিষ থাকলে তা যেমন প্রথম দৃষ্টিতে ধরা যায় না—এরাও তেমনি। আর ঐ দুধ পান করলে যেমন মৃত্যু অনিবার্য—এধরণের বন্ধুর হাতে পড়লেও তেমনি সর্বনাশ।

॥ ১৭ ॥

সকৃদদুষ্টম্ মিত্রং যঃ পুনঃ সদ্ধাতুমিচ্ছতি।

ম মৃত্যুমুপগৃহ্ণতি গৰ্ভমশ্বতরী যথা ॥

বিসঙ্গি : দুষ্টম্ + চ। সদ্ধাতুম্ + ইচ্ছতি। মৃত্যুম্ + উপগৃহ্ণতি। গৰ্ভম্ + অশ্বতরী।

অর্থঃ : যঃ সকৃদদুষ্টম্ চ মিত্রং পুনঃ সদ্ধাতুম্ ইচ্ছতি সঃ যথা অশ্বতরী গৰ্ভম্ (তথা) মৃত্যুম্ উপগৃহ্ণতি।

বাংলা প্রতিশব্দ : যঃ (যে ব্যক্তি) সকৃদদুষ্টম্ (একবার দুর্ব্যবহার করেছে এমন, একবার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে এমন) মিত্রং (বন্ধুকে, বন্ধুর সঙ্গে) পুনঃ সদ্ধাতুম্ ইচ্ছতি (পুনরায় বন্ধুত্ব কামনা করে) সঃ (সেই ব্যক্তি) যথা অশ্বতরী গৰ্ভম্ (যেমন কাকুড়লতা গৰ্ভ ধারণের পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয় অর্থাৎ স্বয়ং মৃত্যুর কারণ হয়) (তথা—তেমনি) মৃত্যুম্ উপগৃহ্ণতি (মৃত্যুবরণ করে, মৃত্যুর বা বিনাশের কারণ হয়)।

বঙ্গানুবাদ : যে ব্যক্তি একবার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে এমন বন্ধুর সঙ্গে পুনরায় বন্ধুত্ব কামনা করে সে প্রকৃতপক্ষে কাকুড়লতার গৰ্ভধারণের মত নিজের মৃত্যুর কারণ হয়।

ভাবার্থপ্রকাশ : যে ব্যক্তি একবার প্রতারণা করেছে কিংবা ক্ষতি করেছে এমন বন্ধুর সঙ্গে পুনরায় সদ্ভাব স্থাপন করতে চায়, সে প্রকৃতপক্ষে নিজের মৃত্যু ডেকে আনে। বন্ধুত্বের মুখোশধারী এইসব কৃত্য লোকের চরিত্র কোনদিনই শোধায় না। সুযোগ পাওয়ামাত্রই তারা স্বরূপ ধারণ করে। সুতরাং যার বিশ্বাসঘাতকতা একবার প্রমাণিত হয়েছে তাকে কোনদিনই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না। দিলে নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনা হবে।

অশ্বতরী কথার অর্থ কাকুড়। (অশ্বতর—খচর, স্ত্রীলিঙ্গে অশ্বতরী—স্ত্রী খচর—এরকম অর্থ হবে না। একবার গৰ্ভধারণের পরে তার মরণের কথা অবাস্তব।) অন্যমতে, অশ্বতরী—কাকুড়। অন্য অনেকের মতে, বিশেষ ধরণের সাপ। যাই হোক কাকুড়লতায় একবার ফল আসলে তারপরে সেই লতা আর বাঁচে না। একবার ফল প্রসব করলেই সেই লতার মৃত্যু হয়। ওষধি কাকুড়লতার গৰ্ভধারণই তাহলে তার মৃত্যুর কারণ হচ্ছে। বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে এমন লোকের সঙ্গে সদ্ভাব করা তাই কাকুড়লতার গৰ্ভধারণের সঙ্গে তুলনীয়।

॥ ১৮ ॥

ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে মিত্রে চাপি ন বিশ্বসেৎ।

কদাচিৎ কুপিতং মিত্রং সৰ্বং দোষং প্রকাশয়েৎ ॥

বিসঙ্গি : বিশ্বসেৎ + অবিশ্বস্তে। চ + অপি।

অর্থঃ : অবিশ্বস্তে ন বিশ্বসেৎ, মিত্রে চ ন বিশ্বসেৎ। কুপিতং মিত্রং কদাচিৎ সৰ্বং দোষং প্রকাশয়েৎ।

বাংলা প্রতিশব্দ : অবিশ্বস্তে (অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে) ন বিশ্বসেৎ (বিশ্বাস করবে না), মিত্রে অপি চ (এবং বন্ধুকেও) ন বিশ্বসেৎ (বিশ্বাস করবে না)। কুপিতং মিত্রম্ (বন্ধু কোন কারণে ক্ষুব্ধ হলে) কদাচিৎ (কখনো) সৰ্বং দোষম্ (সকল দোষ) প্রকাশয়েৎ (প্রকাশ করে দিতে পারে, নিজের দুর্বল স্থান অন্যের কাছে প্রকাশ করে দিতে পারে)।

বঙ্গানুবাদ : অবিশ্বাসীকে কখনো বিশ্বাস করবে না এবং বন্ধুকেও (অতিরিক্ত) বিশ্বাস কৰবে না। কেননা, বন্ধু কখনো (কোন) কারণে ক্ষুব্ধ হলে সে (তোমার) সকল দোষ অন্যের কাছে প্রকাশ করে দিতে পারে।

ভাবার্থপ্রকাশ : যে লোক একবার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে তাকে আর কখনো বিশ্বাস করা উচিত নয়। পূর্বের প্রোকেই বলা হয়েছে—প্রবঞ্চকের স্বভাব পাল্টায় না। একবারও যার বিশ্বাসহীনতা প্রমাণিত হয়েছে তার সঙ্গে পুনরায় সদ্ভাব স্থাপন করা নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ হাওয়া। এখানে সেই কথাই পুনরায় বলা হয়েছে। অধিকন্তু বলা হয়েছে যে বন্ধুকেও অত্যধিক বিশ্বাস করা উচিত নয়। সসোরে পারস্পরিক বাদ-বিবাদ, স্বার্থ-সংঘাত প্রায় অনিবার্যভাবে উপস্থিত হয়। আজ যে বন্ধু—সামান্য কারণে, সামান্য স্বার্থসংঘাতে কাল সে শত্রুতে পরিণত হতে পারে। তখন সে সব রকম উপায়ে পূর্বের বন্ধুর ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। সমস্ত দোষত্রুটির কথা, দুর্বলতার কথা যদি তার জানা থাকে, তবে সে সেই সেই দুর্বলস্থানের কথা লোকসমাজে প্রচার করে দিতে পারে এবং কাউকে জনসমাজে হেয় করতে পারে। ক্ষুব্ধ বন্ধু শত্রুর চাইতেও বেশী ক্ষতিকারক হয়। সুতরাং বন্ধুর কাছেও সব কথা, বিশেষতঃ নিজের দুর্বলতার কথা প্রকাশ করা উচিত নয়।

॥ ১৯ ॥

জানীয়াৎ প্রেষণে ভৃত্যান্ বাঙ্কবান্ ব্যসনাগমে।

মিত্রঞ্চাপদি কালে চ ভার্যাম্ বিভবক্ষয়ে ॥

বিসঙ্গি : মিত্রম্ + চ + আপদি। ভার্যাম্ + চ।

অর্থঃ : ভৃত্যান্ প্রেষণে জানীয়াৎ, বাঙ্কবান্ ব্যসনাগমে (জানীয়াৎ), মিত্রম্ চ আপদি কালে (জানীয়াৎ), ভার্যাম্ চ বিভবক্ষয়ে (জানীয়াৎ)।

বাংলা প্রতিশব্দ : ভৃত্যান্ (ভৃত্যকে, অর্থাৎ ভৃত্যের যথার্থ স্বরূপ) প্রেষণে (তার কাজের মাধ্যমে) জানীয়াৎ (জানবে), বাঙ্কবান্ (বন্ধুকে, অর্থাৎ বন্ধুর, যথার্থ স্বরূপ) ব্যসনাগমে (বিপদের সময়ে, রোগাদি বিপদে) (জানীয়াৎ—জানবে), মিত্রম্ চ (এবং মিত্রকে, অর্থাৎ মিত্রের যথার্থ স্বরূপ) আপদি কালে (আপৎকালে, উপদ্রবের সময়) (জানীয়াৎ—জানবে), ভার্যাম্ চ (এবং স্ত্রীকে, অর্থাৎ স্ত্রীর যথার্থ স্বরূপ) বিভবক্ষয়ে



(ধনসম্পত্তি নাশপ্রাপ্ত হলে) (জনীয়াৎ—জানবে)।

**বঙ্গানুবাদ :** ভূতোর যথার্থ স্বরূপ তাঁর কাজের মাধ্যমে জানবে, বন্ধুর যথার্থ স্বরূপ রোগাদি বিপদের সময়ে জানবে। মিত্রের যথার্থ স্বরূপ উপদ্রব উপস্থিত হলে জানবে এবং ধনসম্পত্তি নাশের কালে স্ত্রীর যথার্থ স্বরূপ জানবে।

**ভাবার্থপ্রকাশ :** ভূতা, বন্ধু, মিত্র এবং স্ত্রী—এই চারজনের যথার্থ স্বরূপ কখন প্রমাণিত হয় তার নির্দেশ আছে এই শ্লোকে। ভূতোর কাজ প্রভুসেবা। প্রভুর নির্দেশ অনুসারে কোন কাজ সূচু সম্পন্ন করতেই তার যথার্থ পরিচয়। ভূতোর যোগ্যতার সেটাই মাপকাঠি।

**বন্ধু এবং মিত্র—**সাধারণভাবে আমরা এক অর্থে গ্রহণ করলেও এখানে পারিভাষিক সংজ্ঞা অনুসরণ করে তাদের পৃথক স্বরূপ স্বীকার করা হয়েছে। বন্ধু—‘অত্যাগসহনো বন্ধুঃ’। যে লোক যাকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। অনেকে আবার—গুরুতর অপরাধ করলেও যাকে যে দূরে সরিয়ে দেয় না, সে তার বন্ধু—এই রকম কথা বলেছেন। বন্ধুত্বের পরীক্ষা হয় ব্যসন উপস্থিত হলে। ব্যসন আঠার প্রকার। মৃগয়া, পাশা খেলা, দিবানিদ্রা, পরনিদ্রা, স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহবাস, নাচ, গান, খেলা, বৃথা ভ্রমণ, মদ্যপান প্রভৃতি। প্রকৃতপক্ষে মৃগয়া প্রভৃতির সামান্যভাবে ভোগে রত হওয়ায় ব্যসন হয় না। ব্যসন হয় যখন এগুলিতে অত্যাশক্তি জন্মায় অর্থাৎ এগুলি ছাড়া জীবন চলে না। যাই হোক প্রকৃত বন্ধু সর্বদাই চেষ্টা করবে যাতে তার বন্ধুকে এইসব দোষ থেকে দূরে রাখা যায় কিংবা আসক্ত হলে তা থেকে নিবৃত্ত করা যায়। সেই চেষ্টাতেই প্রকৃত বন্ধুত্বের প্রকাশ হয়।

‘একত্রিযং ভবেন্দ্রিতম্’—যে দুজন একে অন্যের মত কাজ করে অর্থাৎ দুজনেই একই রকম কাজ করে তারা পরস্পরের মিত্র। বন্ধুর বিপদ উপস্থিত হলে যে লোক বিপদগ্রস্তের অনুরূপ যন্ত্রণা অনুভব করে, অন্যের বিপদকে নিজের বিপদ মনে করে এবং সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে—সেই লোকই প্রকৃত মিত্র।

আর্থিক সচ্ছলতা থাকলে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে যেরকম মধুর ব্যবহার করে—সচ্ছলতা নষ্ট হলে, সাধারণতঃ তা করে না। তখন সম্পত্তিহীন স্বামীর মর্যাদা স্ত্রীর কাছে নগন্য হয়। স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিণী, সহমর্মিণী। সম্পদে, বিপদে, সুখে, দুঃখে একাত্মভাবেই যথার্থ স্ত্রীর লক্ষণ। তাই ধনসম্পত্তি হ্রাস হলে স্ত্রীর আচরণ লক্ষ করে তার প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যায়।

॥ ২০ ॥

উপকারগৃহীতেন শত্রুণা শত্রুমুদ্বরেৎ।

পাদলগ্নং করস্থেন কণ্টকেনৈব কণ্টকম্ ॥

বিসন্ধি : শত্রুম্ + উদ্বরেৎ। কণ্টকেন + ইব।

অর্থ : করস্থেন কণ্টকেন পাদলগ্নং কণ্টকম্ ইব উপকারগৃহীতেন শত্রুণা (অন্যং)

শত্রুম্ উদ্বরেৎ।

**বাংলা প্রতিশব্দ :** করস্থেন কণ্টকেন (হাতের কাঁটা দিয়ে, সূঁচ দিয়ে) পাদলগ্নং কণ্টকম্ (পায়ে বেধা কাঁটা) ইব (যেমন তোলা হয়, উৎপাটিত করা হয়), সেইভাবেই, উপকারগৃহীতেন শত্রুণা (উপকার গ্রহণ করেছে এমন শত্রুর দ্বারা) (অন্যম্ শত্রুম্) (অন্য শত্রুকে) উদ্বরেৎ (উচ্ছেদ করবে অর্থাৎ শত্রুর সাহায্যেই শত্রুকে উচ্ছেদ করবে)।

**বঙ্গানুবাদ :** হাতের কাঁটা দিয়ে যেমন পায়ে বেধা কাঁটা তোলা হয় তেমনি তোমার উপকার গ্রহণ করেছে এমন শত্রু দিয়ে অন্য শত্রুকে উচ্ছেদ করবে।

**ভাবার্থপ্রকাশ :** বাংলায় প্রবাদ আছে—‘কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা’। শত্রুর অপকার সাধন যদি অন্য শত্রু দিয়ে করানো যায় তবে তার চাইতে ভালো আর কিছু হতে পারে না। শত্রুর ক্ষতি নিজে করতে গেলে নিজেরও কমবেশী ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এক শত্রু দিয়ে আর এক শত্রুকে উৎখাত করার চেষ্টায় সে ভয় থাকে না। যে পক্ষেরই ক্ষতি হোক না কেন—তাতে নিজের মঙ্গল। প্রথম হচ্ছে এই—প্রথমে উদারতার ভাণ করে নিজের কোন শত্রুর উপকার করতে হবে। শত্রু সেই উপকার গ্রহণ করে কৃতজ্ঞতাবশতঃ ক্রমশঃ বশে আসবে। তখন সেই শত্রুকে অন্য শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে হবে। অধিকতর বলবান শত্রুর ক্ষেত্রে এই নীতিপ্রয়োগ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কম শক্তিমান শত্রুর ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রয়োগের সার্থকতা আছে। নিজের কোন ক্ষতি ছাড়াই এক শত্রুর অন্ততঃ সর্বনাশ তাতে সম্পাদিত হয়।

॥ ২১ ॥

ন কশ্চিৎ কস্যচিৎমিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিৎরিপুঃ।

কারণেন হি জানাতি মিত্রানি চ রিপুংস্তথা ॥

বিসন্ধি : কঃ + চিৎ। কস্যচিৎ + মিত্রম্। কস্যচিৎ + রিপুঃ। রিপুন্ + তথা।

অর্থ : কশ্চিৎ কস্যচিৎ মিত্রং ন (ভবতি), কশ্চিৎ কস্যচিৎ রিপুঃ ন (ভবতি), কারণেন হি মিত্রাণি তথা রিপুন্ চ জানাতি।

**বাংলা প্রতিশব্দ :** কশ্চিৎ (কোন লোক) কস্যচিৎ (কারো) মিত্রং ন (মিত্র হয় না অর্থাৎ কারণ ছাড়া মিত্র হয় না), কশ্চিৎ (কোন লোক) কস্যচিৎ (কারো) রিপুঃ ন (শত্রু হয় না—অকারণে শত্রুতা হয় না), কারণেন হি (কারণবশতঃই) মিত্রাণি (মিত্র) তথা রিপুন্ চ (অথবা শত্রুরূপে) জানাতি (পরিগণিত হয়ে থাকে)।

**বঙ্গানুবাদ :** (অকারণে) কেউ কারো মিত্রও হয় না, শত্রুও হয় না। কারণবশতঃই (কারণবশতঃই) কেউ কারো মিত্র বা শত্রু বলে পরিগণিত হয়ে থাকে।

**ভাবার্থপ্রকাশ :** পশুসমাজে সহজাত শত্রুমিত্র সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। যেমন অহিংসকুল সম্পর্ক। মানুষের মধ্যে কিন্তু তেমন দেখা যায় না। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে

শত্রুতা বা মিত্রতা তা বিভিন্ন কারণবশতঃ হয়ে থাকে। জয়গ্রহণ করেই একজনের সঙ্গে আরেকজনের মিত্রতা হয় না। বিভিন্ন ঘটনায়, সুখ-দুঃখে একসাথে থাকা প্রভৃতি বশতঃ একে অপরের বন্ধু হয়। শত্রুতার কারণও এমনই। মানুষ কেন—দেব-দানবের শত্রুতাও সহজাত নয়। যাই হোক—মানুষের মধ্যে এই শত্রুতা বা মিত্রতার উদ্ভব হয় অর্থ, ধন-সম্পত্তি, জমিজমা, আচার-আচরণ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ দান-প্রতিদানে কিংবা নিয়মিত ব্যবহারে যেমন বন্ধুত্ব হয়, তেমনি টাকা-পয়সা বা জমিজমার জন্য, অসদাচরণের জন্য একজন আর একজনের পরম শত্রুতে পরিণত হয়।

॥ ২২ ॥

দুর্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্বিশ্বাসকারণম্।

মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হল্লাহলম্ ॥

বিসঙ্গি : ন + এতৎ + বিশ্বাসকারণম্।

অর্থঃ : দুর্জনঃ প্রিয়বাদী চ এতৎ ন বিশ্বাসকারণম্ (ভবতি), (তস্য) জিহ্বাগ্রে মধু তিষ্ঠতি, হৃদয়ে তু হল্লাহলম্ (তিষ্ঠতি)।

বাংলা প্রতিশব্দ : দুর্জনঃ (দুর্জন ব্যক্তি) প্রিয়বাদী চ (মিষ্টভাষী হলেও) এতৎ ন বিশ্বাসকারণম্ (তা বিশ্বাসের ব্যাপার নয়)। (তস্য—কেননা, তার) জিহ্বাগ্রে (জিহ্বের ডগায়) মধু তিষ্ঠতি (মধু থাকে) হৃদয়ে তু (কিন্তু অন্তরে থাকে) হল্লাহলম্ (তীব্র বিষ)।

বঙ্গানুবাদ : দুর্জন ব্যক্তি মিষ্টভাষী হলেও তা বিশ্বাসের ব্যাপার নয়। কেননা, তার জিহ্বের ডগায় থাকে মধু—আর অন্তরে থাকে তীব্র বিষ।

ভাবার্থপ্রকাশ : এ সংসারে দুর্জন আর সুজনের প্রভেদ নির্ণয় অনেক ক্ষেত্রেই দুষ্কর ব্যাপার। অধিকাংশ সময়েই দুর্জন ব্যক্তি মিষ্টভাষী হয়—সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করাই তার উদ্দেশ্য। সরল মানুষ তার মধুর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে দুর্জনের অভীষ্টসিদ্ধির সহায়ক হয় এবং নিজে সর্বস্বান্ত হয়। নীতিশাস্ত্রে এই জন্য খারংবার দুর্জনের সংসর্গ পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে। দুর্জন লোককে ‘পয়োমুখ বিষকুস্ত’ এই বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। ধরা যাক কোন কলসের উপরিভাগে সামান্য পরিমাণ দুধ আর ভিতরে তীব্র বিষ রাখা আছে। এখন কোন ব্যক্তি যদি গোটা কলসেই দুধ আছে ভেবে তা পান করে তবে তার মৃত্যু অনিবার্য। অনুরূপভাবে বাহ্যিক মিষ্ট ব্যবহারেই বিশ্বাস স্থাপন করে দুর্জনের হাতে নিজেই সমর্পণ করলে তার ফল বিষময় হতে বাধ্য। শত্রু অপেক্ষাও তারা বেশী ক্ষতি করতে সক্ষম, কেননা বিশ্বাসের সুযোগে সে সাধারণ মানুষের সকল দুর্বলতার স্থান আগেই জেনে নেয়। কথা উঠতে পারে—‘দুর্জন প্রিয়বাদী হলেও তাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়’—এরকম বলা হয়েছে। এখন কেন’ ব্যক্তি দুর্জন কিনা সেটা জানার উপায় কি? একবার প্রতারিত না হলে বুঝবে কিভাবে যে অমুক ব্যক্তি দুর্জন?

এর উত্তরে বলা চলে—সংসারে ভালোমন্দ দুই-ই আছে। লাভ-ক্ষতি দুই-ই জীবনের অঙ্গ। একবার কাউকে দুর্জন জানার পর শত মিষ্ট আচরণেও তাকে আর বিশ্বাস করা উচিত নয়। দ্বিতীয় কথা—ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পূর্বেই কোন ব্যক্তিকে মিষ্ট কথা বলতে দেখলেই তাকে বিশ্বাস করা উচিত হবে না। সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে বিশ্বাস করা উচিত নয়—এটাই বক্তব্য। ‘বোধিচারণ্য’র একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—

‘বৈরিণাং সহ বিশ্বাসং যো নরঃ কণ্ডুমিচ্ছতি।

স বৃক্ষাগ্রেণ সংসৃগুঃ পতিতঃ প্রতিবুধ্যতে ॥”

॥ ২৩ ॥

দুর্জনঃ পরিহর্তব্যো বিদ্যায়ালঙ্কৃতোহপি সন্।

মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ॥

বিসঙ্গি : বিদ্যায়া + অলঙ্কৃতঃ + অপি। কিম্ + অসৌ।

অর্থঃ : দুর্জনঃ বিদ্যায়া অলঙ্কৃতঃ সন্ অপি পরিহর্তব্যঃ। সর্পঃ মণিনা ভূষিতঃ (ইতি) অসৌ ভয়ঙ্করঃ ন কিম্?

বাংলা প্রতিশব্দ : দুর্জনঃ (দুর্জন ব্যক্তি) বিদ্যায়া (বিদ্যার) অলঙ্কৃতঃ সন্ অপি (ভূষিত হলেও) পরিহর্তব্যঃ (তাকে পরিত্যাগ করা উচিত)। সর্পঃ (কোন একটি সাপ) মণিনা ভূষিতঃ (মণিতে ভূষিত) (ইতি—এরকম হলেও) অসৌ (সেই সাপ) ভয়ঙ্করঃ ন কিম্ (ভয়ঙ্কর হয় নাকি? অর্থাৎ সর্বদাই ভয়েরই)।

বঙ্গানুবাদ : দুর্জন ব্যক্তি বিদ্যায় বিভূষিত হলেও তাকে ত্যাগ করা উচিত। কোন সাপ মণিতে ভূষিত হলেও তা ভয়ঙ্করই থাকে।

ভাবার্থপ্রকাশ : বিদ্যানের সমাদর সর্বত্র। বিভিন্ন সময়ে করণীয় নির্ধারণের জন্য, শিক্ষা অর্জনের জন্য, বিদ্বান ব্যক্তির দ্বারস্থ হতেই হয়। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞানীও অনেক সময় দুর্জন প্রকৃতির হয়ে থাকেন। এরকম শাস্ত্রজ্ঞানী বা বিদ্বানকে কখন’ বিশ্বাস করা উচিত নয়—বরং তাঁর সংশ্রব এড়িয়ে চলাই শ্রেয়ঃ। মূর্খ-দুর্জন অপেক্ষা পণ্ডিত-দুর্জন বেশী ক্ষতিকারক। মূর্খ-দুর্জনের স্বভাব শীঘ্রই প্রকাশ হয়—বিদ্বান-দুর্জনের তা হয় না। বিষধর সাপের মাথায় উজ্জ্বল মণি থাকে। (উল্লেখ্য যে—এই মণির অস্তিত্ব প্রবাদমাত্র বলে ধারণা)। মণির আদর সবার কাছে। এখন সেই মণির আশায় যদি বিষধর সাপের কাছে যাওয়া যায় তবে মৃত্যু অবধারিত। সাপের মাথার মণি সাপকে কম বিষধর করে না। তেমনি বিদ্যাবস্তা দুর্জনের চরিত্রের সাধুতার প্রমাণ নয়। সুতরাং বিদ্যায় ভূষিত হলেও দুর্জন ব্যক্তিকে বিষধর সর্পজ্ঞানে ত্যাগ করাই বুদ্ধি মানের কাজ। বঙ্গভের ‘সুভাষিতাবলী’র একটি শ্লোক এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য :



“মুখেনৈকেন বিধান্তি পাদমেকসা কণ্টকাঃ।

দূরামুখসহস্রৈশ সর্বপ্রাণহরাঃ খলঃ।।”

দুস্তর সমুদ্র পার হওয়ার জন্য নৌকা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে। অঙ্গকার দূর করতে প্রদীপের উদ্ভব। বায়ুহীন জায়গায় কষ্ট লাঘবের জন্য পাখার সৃষ্টি। দুর্জনের মনকে বশে রাখার মত কিছু এখন আবিষ্কৃত হয়নি। তাই তার স্বভাব অনুসরণ করে অপরের ক্ষতি করবেই।

“পোতো দুস্তরবারিরাশিতরণে দীপোহঙ্ককারাগমে  
নির্বাতে ব্যজনং মদাহঙ্করিণাং দর্পোপশান্তৌ সৃণিঃ।  
ইখং তদ্ ভুবি নাস্তি যস্য বিধিনা নোপায়চিন্তা কৃত্য  
মন্যে দুর্জনচিন্তাবৃত্তিহরণে ধাতাহপি ভগ্নোদ্যমঃ।।”

(উদ্ভট-শ্লোক-সংগ্রহ)

নিজের উপকার হোক বা না হোক—অপরের ক্ষতি করতেই দুর্জনের আনন্দ। ইদুর কাপড় কাটে পেট ভরানোর জন্য নয়।

“নোদরতৃপ্তিমায়াতি মুখিকো বস্ত্রভক্ষকঃ।”

॥ ২৪ ॥

সর্পঃ ক্রুরঃ খলঃ ক্রুরঃ সর্পাৎ ক্রুরতরঃ খলঃ।

মল্লৌষধিবশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবর্ত্যতে।।

অর্থঃ : সর্পঃ ক্রুরঃ, খলঃ ক্রুরঃ—খলঃ সর্পাৎ ক্রুরতরঃ। (যতঃ) সর্পঃ মল্লৌষধিবশঃ,—খলঃ কেন নিবর্ত্যতে?

বাংলা প্রতিশব্দ : সর্পঃ ক্রুরঃ (সাপ ক্রুর প্রকৃতির, স্বভাবতঃ নৃশংস), খলঃ ক্রুরঃ (দুর্জন ব্যক্তিও ক্রুর প্রকৃতির, নৃশংস প্রকৃতির),—খলঃ (তবে দুর্জন ব্যক্তি) সর্পাৎ ক্রুরতরঃ (সাপের চাইতেও বেশী ক্রুর, বেশী হিংস্র)। (যতঃ—কেননা) সর্পঃ মল্লৌষধিবশঃ (সাপকে মন্ত্র বা ওষধির দ্বারা বশে আনা যায়),—খলঃ কেন নিবর্ত্যতে (খলকে কে নিবৃত্ত করবে)?

বঙ্গানুবাদ : সাপের স্বভাব ক্রুর (নৃশংস)—দুর্জনেরও তাই। তবে দুর্জন সাপের চাইতেও বেশী ক্রুর। কেননা, সাপকে মন্ত্র কিংবা ওষধি দ্বারা বশে আনা যায়—কিন্তু দুর্জনকে কে নিবৃত্ত করবে?

ভাবার্থপ্রকাশ : খলস্বভাব মানুষ সাপের চাইতেও ক্ষতিকর। হিংস্র বিষধর সাপের কামড়ে বহু লোকের প্রাণহানি হয়। তাই সাপ ক্রুর। খলও বহু লোকের অকারণে অনিষ্টসাধন করে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। তাই খল ক্রুর। বাস্তবিকারে কিন্তু খল সাপের চাইতেও খারাপ। সাপ সাধারণতঃ অকারণে কাউকে ছেঁবল মারে না। আঘাতের ভয়ে

খিঁচা কেউ আঘাত করলে তবেই সাপ আঘাতকারীকে ছেঁবল মারে। খল কিন্তু অকারণেও, কেবলমাত্র পরপীড়নের আনন্দ অনুভবের জন্যও, মানুষের ক্ষতি করে। সাপ বুদ্ধি বৃত্তিহীন প্রাণী। খল বুদ্ধি বৃত্তিসম্পন্ন। সাপ পরিকল্পনাহীনভাবে ভয়ে মানুষকে ছেঁবল মারে। খল পরিকল্পনানুসারে ভাবনা-চিন্তা করে মানুষের ক্ষতি করে। তাই তা দেশী মারাত্মক হয়। মন্ত্র ও ওষধির প্রয়োগে সাপকে বশে আনা যায়—খলকে কিন্তু কোনভাবেই বশে আনা যায় না। কোন সন্দেহেই তার ক্রুর স্বভাবের পরিবর্তন হয় না। সুতরাং খলের সংগ্রহ সব সময় এড়িয়ে চলা উচিত। দুর্জন বা খলের এই স্বভাবের কথা সুন্দরভাবে বলা হয়েছে এমন দু-একটি শ্লোক বঙ্গভের ‘সুভাষিতাবলী’ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে—

“যথা গজপতিঃ শ্রান্তশ্চর্যার্থী বৃক্ষমাশ্রিতঃ।

বিশ্রম্য তং ক্রমং হস্তি তথা নীচঃ স্বমাশ্রয়ম্।।”

“যথা পরোপকারেষু নিত্যং জাগর্তি সজ্জনঃ।

তথা পরাপকারেষু জাগর্তি সততং খলঃ।।”

“বৃথাজ্জলিতকোপায়েঃ পরবাক্করবাদিনঃ।

দুর্জনসৌষধং নাস্তি কিঞ্চিৎ দন্যদনুত্তরাং।।”

দুর্জন যে সাপ, বৃত্তিক প্রভৃতির চাইতেও মারাত্মক তার বর্ণনা অন্যত্রও আছে।

“ভুজঙ্গানাং বিষং দন্তে মক্ষিকানাঞ্চ মন্তকে।

বৃশ্চিকানাং তথা পুচ্ছে সর্বাস্থে দুরাখ্যনাম্।।”

(উদ্ভট-শ্লোক-সংগ্রহ)

॥ ২৫ ॥

নখিনাঞ্চ নদীনাঞ্চ শৃঙ্গিনাঞ্চ শস্ত্রপাণিনাম্।

বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।।

বিসন্ধি : নখিনাম্ + চ। নদীনাম্ + চ। ন + এব।

অর্থঃ : নখিনাং, নদীনাং, শৃঙ্গিনাং, শস্ত্রপাণিনাং চ, স্ত্রীষু, রাজকুলেষু চ ন এব বিশ্বাসঃ কর্তব্যঃ।

বাংলা প্রতিশব্দ : নখিনাম্ (নখ আছে এমন প্রাণীকে), নদীনাম্ (নদীকে), শৃঙ্গিনাম্ (শিং আছে এমন প্রাণীকে), শস্ত্রপাণিনাং চ (হাতে শস্ত্র আছে এমন লোককে), স্ত্রীষু (নারীকে) রাজকুলেষু চ (এবং রাজপুরুষকে, শাসনকার্যে নিযুক্ত পুরুষকে) ন এব বিশ্বাসঃ কর্তব্যঃ (কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়)।

বঙ্গানুবাদ : নখযুক্ত প্রাণী, নদী, শিং আছে এমন প্রাণী, শস্ত্রধারী পুরুষ, নারী এবং রাজপুরুষকে কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়।

ভাবার্থপ্রকাশঃ নখযুক্ত হিংস্র প্রাণীকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। কোন কারণে একবার ক্ষিপ্ত হলে এদের হাতে প্রাণসংশয় হয়। বিশেষতঃ এদের মনোভাব অনেক ক্ষেত্রেই আগেভাগে অনুমান করা যায় না। অনুরূপভাবে শিং-যুক্ত প্রাণীকেও বিশ্বাস করা উচিত নয়। তরবারি প্রভৃতি শস্ত্রধারী পুরুষকেও বিশ্বাস করা অনুচিত। হাতে অস্ত্র-শস্ত্র থাকলেই তার প্রয়োগ করতে ইচ্ছা হয়। এ অত্যন্ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ। নদীর পারে বসবাস করলে সকল সময় ভয়ে থাকতে হয়। নদী কখন তার পাড় ভাঙতে শুরু করবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। স্ত্রীলোককেও বিশ্বাস করা উচিত নয়। এখানে স্ত্রীলোক বলতে দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক—এরকম অর্থ করা ভাল। অন্যথায় স্ত্রীচরিত্রের প্রতি অন্যায় ধারণা হওয়া সম্ভব। স্ত্রীলোক সাধারণতঃ কোন কথা গোপন করতে পারে না—এই বিশ্বাস অনেকের মধ্যে এখনও দৃঢ়মূল। সেই অর্থে কোন গোপনীয় বিষয়, যা অন্যের কানে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা, স্ত্রীলোককে কখনই জানান উচিত নয়। ‘রাজকুল’ বলতে রাজপুরুষকে বোঝানো হচ্ছে। উত্তরোত্তর উন্নত রাজপদ লাভের আশায় তারা যে কোন ক্ষতিকর কাজ করতে পিছপা হয় না। নিজের স্বার্থের জন্য অন্যের ক্ষতি করা তাদের বিবেকে বাধে না। তাই রাজপুরুষকেও বিশ্বাস করা অনুচিত—একথা বলা হয়েছে। অনুরূপ শ্লোকঃ

“শুসিনাং নখিনাং চৈব দংষ্ট্রিনাং দুর্জনস্য চ।

নদীনাং বসন্তৌ স্ত্রীণাং বিশ্বাসং নৈব কারয়েৎ॥”

‘বোধিচারণ্যে’র একটি শ্লোকও এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে—

“উন্নতানাং ভুজঙ্গানাং মদ্যপানাঞ্চ দস্তিনাম্।

স্ত্রীণাং রাজকুলানাঞ্চ বিশ্বাসস্তি গতায়ুষঃ॥”

উন্নত এবং মদ্যপকে বিশ্বাস না করার কথা এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

॥ ২৬ ॥

হস্তী হস্তসহশ্রণ শতহস্তেন বাজিনঃ।

শুসিনো দশহস্তেন স্থানত্যাগেন দুর্জনঃ ॥

অর্থঃ হস্তসহশ্রণ হস্তী, শতহস্তেন বাজিনঃ, দশহস্তেন শুসিনঃ, স্থানত্যাগেন দুর্জনঃ (পরিহর্তব্যঃ)।

বাংলা প্রতিশব্দঃ হস্তসহশ্রণ হস্তী (হাতী থেকে হাজার হাত দূরে থাকবে), শতহস্তেন বাজিনঃ (ঘোড়া থেকে একশ’ হাত দূরে থাকবে), দশহস্তেন শুসিনঃ (শিঙীয়ালা প্রাণী থেকে দশ হাত দূরে থাকবে), দুর্জনঃ স্থানত্যাগেন (এবং দুর্জন ব্যক্তি কাছে এলে স্থান ত্যাগ করে নিজেকে রক্ষা করবে)।

বঙ্গানুবাদঃ হাতী থেকে হাজার হাত দূরে থাকবে, ঘোড়া থেকে একশ’ হাত দূরে

থাকবে, শিঙীয়ালা প্রাণী থেকে দশ হাত দূরে থাকবে আর দুর্জন লোক কাছে এলে সেই জায়গা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে।

ভাবার্থপ্রকাশঃ আত্মরক্ষার কারণে বিচারবুদ্ধিহীন পশুর কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা ভাল। হাতীর কাছ থেকে হাজার হাত দূরে, ঘোড়া থেকে একশ’ হাত দূরে, শিঙীয়ালা প্রাণী যেমন গরু, মহিষ প্রভৃতি থেকে দশ হাত দূরে থাকার কথা এখানে বলা হয়েছে। যার কাছ থেকে যত বেশী মৃত্যুভয়, তার কাছ থেকে তত বেশী দূরত্বের কথা বলা হয়েছে—এরকম ধারণা হয়। হাতী একবার হিংস্র হলে এবং তার পায়ের তলায় পিষ্ট হলে মৃত্যু অবধারিত। তাই হাতী থেকে হাজার হাত দূরে থাকার কথা বলা হয়েছে। তুলনামূলকভাবে ঘোড়া কম বিপজ্জনক। তাই দূরত্বও কিছু কম। বিচারহীন পশুর কাছ থেকে হাজার হাত দূরে থাকলে চলে—দুষ্টিবুদ্ধি দুর্জনের কাছ থেকে তাতেও রেহাই পাওয়া যায় না। তাই বলা হয়েছে—যেখানে দুর্জন—সেই স্থানই ত্যাগ করতে হবে। খলকে কোনভাবেই বিশ্বাস করা যায় না এবং কোন প্রকারেই তাকে বশেও আনা যায় না। অস্ত্রাদির দ্বারা হিংস্র প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। দুর্জনের কাছ থেকে সেভাবেও রেহাই পাওয়া যায় না। শঠতায়, হিংস্রতায় সে পশুর চাইতেও অধম। তুঃ “শকটোৎ পঞ্চ হস্তস্ত দশহস্তস্ত বাজিনঃ। দূরতঃ শতহস্তস্ত তিষ্ঠেমাগাদ্ বৃষাদ্ দশ॥”

॥ ২৭ ॥

আপদর্থং ধনং রক্ষেন্দু দারান্ রক্ষেন্দু নৈরপি।

আত্মানং সততং রক্ষেন্দু দারৈরপি ধনৈরপি ॥

বিসন্ধিঃ রক্ষেন্ + ধনৈঃ + অপি। দারৈঃ + অপি। ধনৈঃ + অপি।

অর্থঃ ধনম্ আপদর্থং রক্ষেন্, দারান্ ধনৈঃ অপি রক্ষেন্, আত্মানং দারৈঃ অপি ধনৈঃ অপি সততং রক্ষেন্।

বাংলা প্রতিশব্দঃ ধনম্ (ধন-সম্পত্তি) আপদর্থম্ (বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য) রক্ষেন্ (রক্ষা করবে), দারান্ (স্ত্রীকে) ধনৈঃ অপি (ধন-সম্পত্তির দ্বারাও) রক্ষেন্ (রক্ষা করবে), আত্মানম্ (আর নিজেকে) দারৈঃ অপি (স্ত্রীর দ্বারা) ধনৈঃ অপি (ধন-সম্পত্তি দ্বারা) সততম্ রক্ষেন্ (সকল সময় রক্ষা করবে)।

বঙ্গানুবাদঃ বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য ধন-সম্পত্তি রক্ষা করবে, ধন সম্পত্তির বিনিময়েও স্ত্রীকে রক্ষা করবে, স্ত্রী বা ধন-সম্পত্তির বিনিময়েও নিজেকে সকল সময় রক্ষা করবে।

ভাবার্থপ্রকাশঃ আপদে বিপদে মানুষের হিসাব-বহির্ভূত অর্থের প্রয়োজন হয়। এই কারণে প্রত্যেক মানুষেরই কিছু সংরক্ষণ করা কর্তব্য। দুর্ভিক্ষ, দুর্ঘটনা, উৎকট ব্যাধি প্রভৃতিতে এই সঞ্চি ত অর্থই পরম সহায় হয়। স্ত্রী বিপন্ন হলে সর্বস্ব দিয়েও তাকে রক্ষা করা কর্তব্য।



সাংসারিক সুখ-শান্তির উৎস্বরূপ স্ত্রীকে রক্ষা করতে না পারলে সংসারজীবনে অন্ধকার নামে। আত্মরক্ষার জন্য সমগ্র অর্থসম্পত্তি, এমনকি স্ত্রীকেও ত্যাগ করা চলে। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হয় ভোগ নতুবা মুক্তি বা মোক্ষ। ধর্ম, অর্থ এবং কাম ভোগের উপায়। যোগসাধন মুক্তির উপায়। বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান ধর্ম, ভূসম্পত্তি প্রভৃতি অর্থ, স্ত্রী, ভোগ্যবস্তু প্রভৃতির ভোগ কাম। এই তিনটি যার আয়ত্তে তিনি সুখী। মোক্ষেচ্ছু যোগাদির দ্বারা মুক্তিলাভ করেন। এখন ভোগ অবলম্বন বা যোগ অবলম্বন যাই ঈঙ্গিত হোক না কেন—প্রাণই সকলের মূল। প্রাণরক্ষা না হলে কে ভোগ করবে? মুক্তির পথ অনুসন্ধানও প্রাণ থাকলেই সম্ভব। সুতরাং যে কোন প্রকারেই নিজের বাঁচা প্রয়োজন। তার জন্য সব কিছু বিসর্জন দেওয়া চলে। (প্রসঙ্গতঃ, স্ত্রীর বিনিময়েও নিজের জীবন রক্ষার কথা স্ত্রীজাতির প্রতি চাণক্যের অথবা তৎকালীন সমাজের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বলে ধারণা করতে হবে।)

॥ ২৮ ॥

পরদারান্ পরদ্রব্যং পরীবাদং পরস্য চ।

পরিহাসং গুরোঃ স্থানে চাপল্যঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥

বিসন্ধিঃ চাপল্যম্ + চ।

অর্থঃ : পরদারান্, পরদ্রব্যং, পরীবাদং, পরস্য চ পরিহাসং, গুরোঃ স্থানে চ চাপল্যম্ বিবর্জয়েৎ।

বাংলা প্রতিশব্দ : পরদারান্ (পরস্ত্রী), পরদ্রব্যম্ (পরদ্রব্য, অন্যের জিনিষ), পরীবাদম্ (পরনিন্দা), পরস্য চ পরিহাসম্ (অন্যের প্রতি উপহাস), গুরোঃ স্থানে চ (এবং গুরুর কাছে, মান্যজনের সান্নিধ্যে) চাপল্যম্ (চপলতা) বিবর্জয়েৎ (ত্যাগ করবে)।

বঙ্গানুবাদ : পরের স্ত্রী, পরের জিনিষ, পরনিন্দা, অন্যের প্রতি উপহাস এবং গুরুর সামনে চপলতা পরিত্যাগ করবে।

ভাবার্থপ্রকাশ : নিজের মঙ্গল চান এমন ব্যক্তি কখন পরস্ত্রীর প্রতি লোভ পোষণ করবেন না। সমাজে বাস করতে গেলে কতগুলি সামাজিক বিধিবন্ধন মেনে চলতেই হয়—অন্যথায় নিজের ক্ষতি, সমাজের ক্ষতি। উচ্ছৃঙ্খল জীবন নিজের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করে। অন্যের জিনিষের প্রতি লোভ পোষণ করা উচিত নয়। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে ‘পরদ্রব্যেযু লোষ্টবৎ’। পরনিন্দা মহাপাপ। অকারণ পরনিন্দায় সময় নষ্ট হয়, সেই নিন্দা প্রকাশ পেলে লোকের সঙ্গে অপ্রীতি হয়, শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। যে পরনিন্দা করে সে দোষী—যে তা শোনে সেও দোষী। অকারণ নিন্দাকারী পৃথিবীর বোঝাস্বরূপ। ‘উদ্ভট-শ্লোক-সংগ্রহে’ বলা হয়েছে—

“ন ভাৱাঃ পর্বতা ভাৱা ন ভাৱাঃ সপ্ত সাগরাঃ ॥

নিন্দকা হি মহাভাৱান্তথা বিশ্বাসঘাতকাঃ ॥”

উপহাসও একটি বিশেষ দোষ যা প্রায়ই আমরা প্রয়োগ করে থাকি। উপহাসের দ্বারা লোকের মনে কষ্ট দেওয়া হয় এবং তার ফলেও অনেক সময় বিবাদ উপস্থিত হয়। গুরুজনের সামনে চপলতা প্রকাশ করা অন্যায়। তাতে নিজের ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়, শিষ্টতার অভাব সূচিত হয় এবং প্রকৃত শিক্ষার অভাব প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

॥ ২৯ ॥

তাজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং তাজেৎ।

গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীন্ত্যাজেৎ ॥

বিসন্ধিঃ : তাজেৎ + একম্। কুলস্য + অর্থে। গ্রামস্য + অর্থে। জনপদস্য + অর্থে। পৃথিবীম্ + তাজেৎ।

অর্থঃ : কুলস্য অর্থে একং তাজেৎ, গ্রামস্য অর্থে কুলং তাজেৎ। জনপদস্য অর্থে গ্রামং (তাজেৎ), আত্মার্থে পৃথিবীং তাজেৎ।

বাংলা প্রতিশব্দ : কুলস্য অর্থে (কুলরক্ষার জন্য) একম্ (একটি বস্তু বা একজন) তাজেৎ (ত্যাগ করবে), গ্রামস্য অর্থে (গ্রাম রক্ষার জন্য) কুলম্ তাজেৎ (কুল ত্যাগ করবে), জনপদস্য অর্থে (দেশ বা জনপদ রক্ষার কারণে) গ্রামং তাজেৎ (একটি গ্রাম ত্যাগ করা চলে), আত্মার্থে (আত্মরক্ষার কারণে) পৃথিবীং তাজেৎ (সমগ্র পৃথিবী ত্যাগ করবে)।

বঙ্গানুবাদ : কুল রক্ষার জন্য একজনকে ত্যাগ করা চলে, গ্রাম রক্ষার জন্য কুল ত্যাগ করা চলে, দেশ রক্ষার জন্য একটি গ্রাম ত্যাগ করা চলে আর নিজেকে রক্ষার জন্য (সমগ্র) পৃথিবী ত্যাগ করা চলে।

ভাবার্থপ্রকাশ : বিপদের সময় যা অপেক্ষাকৃত প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান সেটা রক্ষার জন্য কম প্রয়োজনীয় বা মূল্যবান জিনিষ ত্যাগ করা উচিত। যেমন, বংশের বহুসংখ্যক লোককে রক্ষার জন্য প্রয়োজনে একজনকে ত্যাগ করা উচিত। ধৃতরাষ্ট্র যদি অভিমানী পুত্র দুর্যোধনকে ত্যাগ করতেন তবে কুলক্ষয়ী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রয়োজন হত না। একটি গ্রামের স্বার্থে বা গ্রাম রক্ষার জন্য একটি পরিবারের স্বার্থ উপেক্ষা করা চলে। প্রয়োজনে পরিবারের সকলকে ত্যাগ করতে হতে পারে। ‘গ্রাম’ কথার অর্থ—প্রাকার বা পরিখা দ্বারা বেষ্টিত নয় এমন বহুজনবসতি যুক্ত দেশ। অনুরূপভাবে জনপদ বা দেশের স্বার্থে একটি একটি গ্রাম ত্যাগ করা চলে। দেশের অসংখ্য মানুষকে রক্ষার জন্য একটি গ্রামের তুলনামূলকভাবে স্বল্প লোকের মায়া ত্যাগ করা দোষের নয়। সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন নিজের জীবন রক্ষা। দরকার হ’লে তার জন্য সমগ্র পৃথিবী ত্যাগ করা উচিত। নিজের জীবন রক্ষা পেলে ভবিষ্যতে পুনরায় আধিপত্য অর্জিত হতে পারে—কিন্তু নিজে মারা



গেলে তার আর সম্ভাবনা থাকে না। (উল্লেখ্যঃ সম্ভবতঃ রাজার দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করে এই শ্লোকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।)

॥ ৩০ ॥

চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্।  
নাহসমীক্ষ্য পরং স্থানং পূর্বমায়তনং তাজেৎ॥

বিসন্ধিঃ চলতি + একেন। তিষ্ঠতি + একেন। ন + অসমীক্ষ্য। পূর্বম + আয়তনম্।

অর্থঃ বুদ্ধিমান্ একেন পাদেন চলতি; একেন (পাদেন) তিষ্ঠতি। পরং স্থানম্ অসমীক্ষ্য পূর্বম্ আয়তনং ন তাজেৎ।

বাংলা প্রতিশব্দঃ বুদ্ধিমান্ (বুদ্ধিমান ব্যক্তি) একেন পাদেন (এক পায়ে) চলতি (চলেন), একেন (অন্য পায়ে) তিষ্ঠতি (স্থির থাকেন)। পরং স্থানম্ (পরবর্তী স্থান) অসমীক্ষ্য (না দেখে) পূর্বম্ আয়তনম্ (আগের জায়গা) ন তাজেৎ (তাগ করবে না)।

বঙ্গানুবাদঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তি একপায়ে চলেন, আরেক পায়ে স্থির থাকেন। পরের জায়গা না দেখে আগের জায়গা ছাড়া উচিত নয়।

ভাবার্থপ্রকাশঃ ভবিষ্যতে কি ঘটতে চলছে বা কি ঘটতে পারে তা বিচার না করে বর্তমান অবস্থা ত্যাগ করা অনুচিত। বিচার-বিবেচনা বর্জন করে কেবল সামনের দিকে ছুটলেই প্রগতি আসে না, সমৃদ্ধির পথ খুলে যায় না। দেখতে হবে যেখানে পৌঁছাচ্ছি তা যেন বর্তমান অবস্থা থেকে উন্নত হয়। সেই উন্নতি যদি নিশ্চিত হয় তবেই এগোনো উচিত। অন্যথায় বর্তমানের চাইতে খারাপ অবস্থাতেও পড়তে হতে পারে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ছোট্টার চাইতে নিশ্চিত বর্তমান স্বস্তির কারণ। “যোঃঃবাণি পরিত্যজ্য অঃঃবাণি নিষেবতে। ঋবং তস্য বিনশ্যতি অঃঃবং নষ্টমেব হি।” উদাহরণের সাহায্যে এই কথাই আলোচ্য শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পণ্ডিত ব্যক্তি এক পায়ে এগিয়ে—আরেক পায়ে স্থির থাকেন। সামনে কি আছে দেখেন, তবে আরেক পা অগ্রসর হন। না দেখে চললে পরবর্তী পদক্ষেপের জায়গা যদি অগম্য হয় বা কষ্টকাকীর্ণ হয় তবে দুদিকেই বিপদ উপস্থিত হয়। ফলকথা এই যে ভবিষ্যতের ফল সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েই কোনো কাজে এগোনো উচিত—ফলবিচার না করে এগোলে দুঃখের কারণ হতে পারে। ‘মহাসুভাষিতসংগ্রহে’ মহাভারতের উদ্ধৃত একটি বচন—এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

“অনুবন্ধং চ সংপ্ৰেক্ষ্য বিপাকাংশৈ ব কর্মণাম্।

উখানমাঅনশ্চৈব ধীরঃ কুবীত বা ন বা।”

॥ ৩১ ॥

লুব্ধমর্থেন গৃহীয়াৎ ক্রুদ্ধমঞ্জলিকর্মণা।  
মূর্থং ছন্দোহনুবৃত্তেন তথা তথ্যেন পণ্ডিতম্॥

বিসন্ধিঃ লুব্ধম্ + অর্থেন। ক্রুদ্ধম্ + অঞ্জলিকর্মণা।

অর্থঃ লুব্ধম্ অর্থেন গৃহীয়াৎ, ক্রুদ্ধম্ অঞ্জলিকর্মণা (গৃহীয়াৎ), মূর্থং ছন্দোহনুবৃত্তেন (গৃহীয়াৎ), তথা পণ্ডিতং তথ্যেন (গৃহীয়াৎ)।

বাংলা প্রতিশব্দঃ লুব্ধম্ (লোভী ব্যক্তিকে) অর্থেন (টাকা-পয়সা দিয়ে) গৃহীয়াৎ (বশে আনবে), ক্রুদ্ধম্ (ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে) অঞ্জলিকর্মণা (হাত জোড় করে, প্রণাম প্রভৃতির মাধ্যমে) গৃহীয়াৎ (বশে আনবে), মূর্থম্ (মূর্থ ব্যক্তিকে) ছন্দোহনুবৃত্তেন (মন জুগিয়ে সে যা চায় সেই মত ব'লে) (গৃহীয়াৎ—বশে আনবে), তথা (এবং) পণ্ডিতম্ (পণ্ডিত ব্যক্তিকে) তথ্যেন (যথার্থ কথা ব'লে) (গৃহীয়াৎ—বশে আনবে)।

বঙ্গানুবাদঃ লোভীকে টাকা-পয়সা দিয়ে, ক্রুদ্ধকে হাত জোড় করে, মূর্থকে তার মন জুগিয়ে এবং পণ্ডিতকে যথার্থ কথা বলে বশীভূত করবে।

ভাবার্থপ্রকাশঃ কোন্ মানুষকে কিভাবে বশীভূত করা যায় এই শ্লোকে তা বলা হয়েছে। লোভী মানুষকে লোভের সামগ্রী দিয়ে বশীভূত করতে হয়। লোভের সামগ্রী পাওয়া যায় অর্থের বিনিময়ে। বিশেষ বিশেষ লোকের লোভ বিশেষ বিশেষ জিনিষের উপর। কোন্ ব্যক্তির কোন্ বিশেষ দ্রব্যে লোভ তা সকল সময় জানা যায় না। অর্থের দ্বারা যেহেতু যেকোন জিনিষই পাওয়া সম্ভব, তাই লুব্ধকে অর্থপ্রদানের দ্বারা বশে আনার কথা বলা হয়েছে। বিনয়ের দ্বারা সকলেই বশীভূত হয়। ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে শাস্ত করার একমাত্র উপায় এই বিনয়। ভালো-মন্দের বিচারবুদ্ধি হীন মূর্থ ভাবে সে যা করছে সেটাই ঠিক পথ। তাকে বোঝাতে গেলেও সে বোঝে না। বিপরীতপক্ষে অন্যের সনুপদেশ তার ক্রোধের উদ্রেক করে। সুতরাং মূর্থকে বশে রাখার উপায় তার কথায় সায় দেওয়া। পণ্ডিত ব্যক্তি সত্য কথা অপেক্ষা জগতে কোন জিনিষকেই শ্রেষ্ঠ ভাবেন না। স্তোত্রবাক্য, অর্থ, মন-রাখা-কথা—এগুলিতে তিনি খুশি হন না। যথার্থ তথ্য তাঁর কাছে হাজির করলে তবেই তিনি সন্তুষ্ট হন। সুতরাং পণ্ডিতব্যক্তিকে বশীভূত করার একমাত্র পথ যথার্থ সত্যের পরিবেশন। ‘মহাভারতের’ শান্তিপর্বের নিম্নোদ্ধৃত (আপদর্শম্) শ্লোকটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য—

“শূরমঞ্জলিপাতেন ভীষণং ভেদেন ভেদয়েৎ।

লুব্ধমর্থপ্রদানেন সমং তুল্যেন বিব্রহঃ॥”



॥ ৩২ ॥

অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ।

বঞ্চনঞ্চ অপমানঞ্চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ ॥

বিসন্ধিঃ বঞ্চনম্ + চ + অপমানম্ + চ।

অন্বয়ঃ মতিমান্ অর্থনাশং, মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ, বঞ্চনম্ চ অপমানম্ চ ন প্রকাশয়েৎ।

বাংলা প্রতিশব্দঃ মতিমান্ (প্রাজ্ঞ ব্যক্তি) অর্থনাশম্ (ধনক্ষয়), মনস্তাপম্ (মনঃকষ্ট), গৃহে দুশ্চরিতানি চ (নিজ বাড়ীর অনাচার) বঞ্চনম্ চ (এবং বঞ্চনা) অপমানম্ চ (এবং অপমান) ন প্রকাশয়েৎ (প্রকাশ করবেন না, অন্যের কাছে প্রকাশ করবেন না)।

বঙ্গানুবাদঃ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধনক্ষয়, মনঃকষ্ট, নিজ বাড়ীর অনাচার, বঞ্চনা এবং অপমানের কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করবেন না।

ভাবার্থপ্রকাশঃ সংসার-জীবনে দৈবদুর্বিপাক, চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি অনেক কারণেই অর্থনাশ হয়, কর্মক্ষেত্রে অনেক সময় মানসিক সন্তাপের কারণ ঘটে, পারিবারিক কলঙ্ক, কলহ অনেক সময়ই গুরুতর রূপ পরিগ্রহ করে, দুর্জনের শঠতা, কপটতায় কখন বা প্রতারিত, অপমানিত হতে হয়। এইসব বিষয় কিন্তু কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অপরের কাছে ব্যক্ত করেন না, কেননা তাতে তার উপকার কিছু হয় না বরঞ্চ সম্মানহানি হয়ে থাকে। তাছাড়া সুযোগসম্বন্ধী লোকের সংখ্যা এ সংসারে প্রচুর। নিজের দুর্বলতা প্রকাশিত হয়ে গেলে তারা ঐ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ক্ষতি করার সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে অবশ্য উল্লেখ্য যে প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বা শুভার্থী কেউ থাকলে তার কাছে সব কথা প্রকাশ করা চলে। মনের দুঃখ স্নিগ্ধজনের কাছে প্রকাশ করলে দুঃখ সহ্য করা সহজ হয়। “সিগন্ধি জগৎসংবিত্তং হি দুঃখং সজ্ঞবেদনং হোদি” (অভি. শকুন্তল)। তাছাড়া পারিবারিক অশান্তি, কলঙ্ক ইত্যাদিতে তার সদুপদেশ অনেক উপকারে লাগে।

॥ ৩৩ ॥

ধনধান্যপ্রয়োগেষু তথা বিদ্যাগমেষু চ।

আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্তলজ্জসদা ভবেৎ ॥

অন্বয়ঃ ধনধান্যপ্রয়োগেষু তথা বিদ্যাগমেষু আহারে চ ব্যবহারে চ সদা ত্যক্তলজ্জঃ ভবেৎ।

বাংলা প্রতিশব্দঃ ধনধান্যপ্রয়োগেষু (টাকা পয়সার ব্যাপারে, রত্নাদি দ্রব্য এবং শস্য প্রভৃতির ক্রয়-বিক্রয়ে অথবা এইসব জিনিষ ধার দিয়ে সুদ নেওয়ার সময়) তথা বিদ্যাগমেষু (এবং বিদ্যা অর্জনের সময়), আহারে (খাওয়ার সময়) ব্যবহারে চ (এবং মামলা-মোকদ্দমার

সময়) সদা (সর্বদা) ত্যক্তলজ্জঃ ভবেৎ (লজ্জা ত্যাগ করবে)।

বঙ্গানুবাদঃ সম্পত্তি এবং শস্য প্রভৃতির ক্রয়-বিক্রয় অথবা এই সব জিনিষ ধার দিয়ে সুদের আদান-প্রদানের সময়, বিদ্যার্জনের সময়, খাওয়ার সময় এবং মামলা-মোকদ্দমার সময় সর্বদা লজ্জাশূন্য হওয়া উচিত (অর্থাৎ এইসব ব্যাপারে লজ্জা করা উচিত নয়)।

ভাবার্থপ্রকাশঃ আর্থিক আদান-প্রদানে সংকোচ ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। কোন লোককে টাকা বা জিনিষপত্র ধার নেওয়ার সময় লেনদেনের পরিমাণ, সুদের হার, পরিশোধের কাল প্রভৃতি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া বা জেনে রাখা উচিত। অন্যথা পরে বিবাদে সম্ভাবনা থাকে, ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। বর্তমানে যার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ভবিষ্যতে তার সঙ্গেই মনোমালিন্য হতে পারে। তখন যে কোন পক্ষই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া সুদের টাকায় যাদের সংসার চলে তারা যদি পরিচিতির খাতিরে ধার দেওয়ার সময় লজ্জায় না বলে, তবে পরে ক্ষতি অনিবার্য হয়ে পড়ে। বিদ্যাশিক্ষার সময়ও লজ্জা ত্যাগ করা কর্তব্য। শিক্ষক কিছু বোঝাচ্ছেন। অধ্যয়নরত সকল ছাত্র-ছাত্রীই তা একবারে বুঝবে এমন কথা বলা চলে না। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ বুঝেছে বললে—অন্যরাও বুঝতে পেরেছে বলে জানায়। ‘বুঝিনি’ বললে নিজের দৈন্য প্রকাশ পাবে—এই লজ্জায় তারা তা স্বীকার করে না। পরিণামে তাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে। ছাত্রজীবনে যার শিক্ষার গলদ থাকে পরবর্তী জীবনে তা শোধরান কঠিন হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় না। তাই ছাত্রজীবনে সকলপ্রকার সংকোচ ত্যাগ করে প্রতিটা বিষয় ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। সকল মানুষের আহারের পরিমাণ সমান নয়। নিমন্ত্রিত হ’য়ে কোথাও গেলে অপরিচয়ের কারণে সংকোচ করলে ঠকতে হয়। নিমন্ত্রণকর্তার প্রত্যেকের আহারের পরিমাণ জানা না থাকাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে নিজেই জানাতে হবে—অন্যথায় অর্ধভুক্ত থাকতে হতে পারে। সংসারে থাকতে গেলে অনেক সময়ই অপ্রিয় কিছু কাজ করতে হয়। যেমন অন্যায় প্রতিরোধের জন্য মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতি। সেক্ষেত্রেও লজ্জা ত্যাগ করা অবশ্যকর্তব্য। বিচারালয়ে গিয়ে সলজ্জ হয়ে নির্বাক থাকলে বিচারে পরাজয় নিশ্চিত। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজনের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে সব কথা প্রকাশ করতে হবে। বিচারালয়ে সত্য প্রকাশের জন্য, অন্যায় প্রতিরোধের জন্য—এছাড়া গতান্তর থাকে না। বাদী এবং বিবাদীর উক্তিপ্রত্যুক্তির অনুসরণেই বিচারক রায় দেন। সুতরাং বিচারালয়ে লজ্জার স্থান নেই। “শুক্রনীতিসারের একটি বচন এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্যঃ

“ন দদ্যাদ্ বুদ্ধি লোভেন ন নষ্টং মূলধনং ভবেৎ।

আহারে ব্যবহারে ত্যক্তলজ্জঃ সদা ভবেৎ ॥”



॥ ৩৪ ॥

ধনিঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যস্ত পঞ্চ মঃ।

পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ ॥

বিসন্ধিঃ বৈদ্যঃ + তু।

অন্থয়ঃ ধনিঃ, শ্রোত্রিয়ঃ, রাজা, নদী, পঞ্চ মঃ বৈদ্যঃ—এতে পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ।

বাংলা প্রতিশব্দঃ ধনিঃ (ধনবান ব্যক্তি) শ্রোত্রিয়ঃ (বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ), রাজা (রাজা), নদী (নদী) পঞ্চ মঃ বৈদ্যঃ (এবং পঞ্চ মতঃ চিকিৎসক)—এতে পঞ্চ (এই পাঁচ জন) যত্র (যেখানে, যেদেশে) ন বিদ্যন্তে (থাকেন না, বাস করেন না) তত্র (সেখানে, সেই দেশে) বাসং ন কারয়েৎ (বাস করবে না, বাস করা উচিত নয়)।

বঙ্গানুবাদঃ ধনবান ব্যক্তি, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, রাজা, নদী এবং পঞ্চ মতঃ চিকিৎসক—এই পাঁচজন যে দেশে বাস করেন না সেই দেশে বসবাস করা উচিত নয়।

ভাবার্থপ্রকাশঃ মানুষের সুস্থ জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যে কোন দেশে যে কয়েকটি জিনিস থাকা অত্যাৱশ্যক মহামতি কৌটিল্যের মতে তা হল ধনবান ব্যক্তি, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, রাজা, নদী এবং বৈদ্য। কোন দেশেই সকল লোক ধনী হয় না। দুর্ভিক্ষাদির সময়ে বা দৈবদুর্বিপাকে ধনীদের সাহায্য নির্ধনের একান্ত অপেক্ষিত।

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সমাজে বিরাট ভূমিকা। প্রচলিত ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান তাঁকে ছাড়া সম্ভব নয়। বিশেষতঃ জন্মান্তরবাদী ভারতীয়দের কাছে পারলৌকিক ক্রিয়া এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

রাজাহীন রাজ্য অরাজকতায় পূর্ণ ভূখণ্ডমাত্র। সবলের অত্যাচারে দুর্বল সেখানে পীড়িত হয়। রাজা বলতে এখানে প্রকৃত সুশাসক, দণ্ডধর রাজার কথা বলা হচ্ছে। কেননা দুর্বলচিত্ত, বাসনী রাজা রাজ্যশাসনে অক্ষম হন।

পানীয় জল, ব্যবসা-বাণিজ্য, গমনাগমন, চাষবাস প্রভৃতির জন্য নদীর প্রয়োজন প্রত্যেক দেশেই। নদীহীন দেশে ব্যবসা, শস্যোৎপাদন ইত্যাদিতে নানাপ্রকারের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর প্রায় সব সভ্যতাই প্রথম বিকশিত হয়েছে নদীকে ভিত্তি করে।

‘শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্’—শরীর থাকলে ব্যাধিও থাকবে। ব্যাধির উপশম করেন বৈদ্য। সুতরাং বৈদ্যহীন দেশে বাস করা আর প্রতীকারের প্রচেষ্টাহীন রোগাদিতে পীড়িত হয়ে মৃত্যুবরণ করা সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।

॥ ৩৫ ॥

যস্মিন্ দেশে না সম্মানো ন বৃদ্ধির্ন চ বান্ধবাঃ।

ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ তং দেশং পরিবর্জয়েৎ ॥

বিসন্ধিঃ বৃদ্ধিঃ + ন। কঃ + চিৎ।

অন্থয়ঃ যস্মিন্ দেশে ন সম্মানঃ, ন বৃদ্ধিঃ, ন চ বান্ধবাঃ, ন চ কশ্চিৎ বিদ্যাগমঃ তং দেশং পরিবর্জয়েৎ।

বাংলা প্রতিশব্দঃ যস্মিন্ দেশে (যে দেশে) ন সম্মানঃ (সম্মান নেই), ন বৃদ্ধিঃ (জীবিকার ব্যবস্থা নেই), ন চ বান্ধবাঃ (কোন বন্ধু-বান্ধব নেই), ন চ কশ্চিৎ বিদ্যাগমঃ (বিদ্যা অর্জনের কোন স্থান নেই) তং দেশং (সেই দেশ) পরিবর্জয়েৎ (পরিত্যাগ করা উচিত)।

বঙ্গানুবাদঃ যে দেশে (গুণীর) সম্মান নেই, জীবিকার ব্যবস্থা নেই, কোন বন্ধু নেই এবং বিদ্যার্জনের কোন ব্যবস্থা নেই—সেই দেশ পরিত্যাগ করা উচিত।

ভাবার্থপ্রকাশঃ যে দেশে কোন বন্ধু নেই, জীবিকার সংস্থান নেই, সম্মান নেই, বিদ্যার্জনের কোন উপায় নেই—সেই দেশ বসবাসের যোগ্য নয়। আর্থিক, মানসিক, চারিত্রিক সব দিকের বিকাশেই মানুষের পূর্ণ বিকাশ। কেবল আহাৰ্যে মানুষের উদরপূর্তি হতে পারে—তার দ্বারা কিন্তু আত্মিক ক্ষুধার উপশম হয় না। তার জন্য প্রয়োজন সচ্চরিত্র প্রকৃত বন্ধুর সৌহার্দ, অধ্যয়নাদির দ্বারা জগৎসংসারের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ ইত্যাদি। তাছাড়া মহৎ লোকদের কাছে সম্মান সবচাইতে বড় জিনিষ। যে দেশ সম্মান দিতে জানে না—সেই দেশকেও আত্মিকভাবে অনুন্নত বলে জানতে হবে। সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তি কখনই তেমন দেশকে নিজের বাসভূমি করবেন না। যে দেশে চন্দন, আম, চাঁপা গাছ কেটে শেওড়া গাছ লাগানো হয়—যে দেশে হাঁস, ময়ূরের চাইতে কাকের কদর বেশী—যে দেশে হাতীর বিনিময়ে গাধা কেনা হয়—যে দেশে কপূর আর কার্পাসের এক দর—সেই দেশে থাকতে নেই।

“ছেদশ্চন্দনচূচম্পকবনে রক্ষা চ শাখোটকে

হিংসা হংসময়ূরকোকিলকুলে কাকেষু বহুদরঃ।

মাতঙ্গেন খরক্ৰয়ঃ সমতুলা কপূরকার্পাসয়োঃ

এষা যত্র বিচারণা গুণিগণে তস্মৈ দেশায় নমঃ ॥” (উদ্ভট)।

বিদ্যার্জনের ব্যবস্থা যে দেশে নেই সেই দেশে নিজের সন্তান-সন্ততি অশিক্ষার আন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে এবং ভবিষ্যতে সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এইসব কথা ভেবে কোন দেশকে বাসস্থানের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

॥ ৩৬ ॥

মনসা চিন্তিতং কর্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ।

অন্যলক্ষিতকার্যস্য যতঃ সিদ্ধির্ন জায়তে ॥

বিসন্ধিঃ সিদ্ধিঃ + ন।



অন্থয় : মনসা চিন্তিতং কর্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ। যতঃ অন্যালক্ষিতকর্মস্য সিদ্ধিঃ ন জায়তে।

বাংলা প্রতিশব্দ : মনসা চিন্তিতং কর্ম (যে কাজের পরিকল্পনা মনে মনে চিন্তা করা হয়েছে) বচসা (কথাতে) ন প্রকাশয়েৎ (তা প্রকাশ করবে না), যতঃ (কেননা, যেহেতু), অন্যালক্ষিতকর্মস্য (যে কাজের পরিকল্পনা অন্য লোক জেনে ফেলে) সিদ্ধিঃ ন জায়তে (সেই কাজে সাফল্য আসে না)।

বঙ্গানুবাদ : কাজের পরিকল্পনা মনে থাকবে—তা মুখে যেন প্রকাশ না পায়। কেননা, যে কাজের কথা অন্য লোক আগেই জেনে ফেলে—সেই কাজে সাফল্য আসে না।

ভাবার্থপ্রকাশ : কোন কাজ, তা প্রকাশ্যই হোক বা অপ্রকাশ্যই হোক শেষ হওয়ার আগে অন্যের কানে না তোলাই ভাল। কেননা তাতে কার্যসিদ্ধির পথে অনেক সময় বাধা উপস্থিত হয়। জগতে স্বার্থান্ধ, সুযোগসন্ধানী, পরোক্ষতদ্বৈষী লোকের অভাব নেই, বরং এই ধরনের লোকের সংখ্যাই বেশী এবং তারা সব সময়েই অন্যের কার্যসিদ্ধিতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। আমার কার্যসিদ্ধিতে কার স্বার্থে অঘাত লাগতে পারে তা আগেভাগে অনেক সময়ই বোঝা যায় না। ছন্নবেশের আড়ালে তারা হয়ত আমার অজ্ঞাতেই শুভানুধ্যায়ী সেজে পাশে পাশেই আছে। তাই যে-কোন কাজেই কার্যসিদ্ধির আগে নিজের মনের কথা যেন অন্যে জানতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কর্মকুশল ব্যক্তিদের কাজের ফল দেখে তাদের উদ্যোগের অনুমান করা যায়—আগে নয়।

এই প্রসঙ্গে 'মহাভারত'ের উদ্যোগপর্বের একটি শ্লোক উল্লেখ্য :

“যস্য কৃতাং ন জানন্তি মন্ত্রং বা মন্ত্রিতং পরে।

কৃতমেবাস্য জানন্তি স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে।।”

॥ ৩৭ ॥

কুদেশঞ্চ কুবৃত্তিঞ্চ কুভার্য্যং কুনদীন্তথা।

কুদ্রব্যঞ্চ কুভোজ্যঞ্চ বর্জয়েচ্চ বিচক্ষণঃ ॥

বিসন্ধি : কুদেশম্ + চ। কুবৃত্তিম্ + চ। কুনদীম্ + তথা। কুদ্রব্যম্ + চ। কুভোজ্যম্ + চ। বর্জয়েৎ + চ।

অন্থয় : বিচক্ষণঃ কুদেশম্ চ, কুবৃত্তিম্ চ, কুভার্য্যম্ তথা কুনদীম্, কুদ্রব্যম্ চ, কুভোজ্যম্ চ বর্জয়েৎ।

বাংলা প্রতিশব্দ : বিচক্ষণঃ (বিচক্ষণ ব্যক্তি, বুদ্ধিমান ব্যক্তি) কুদেশম্ চ (খারাপ দেশ, রোগ-দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশ), কুবৃত্তিম্ চ (খারাপ জীবিকা, চুরি প্রভৃতি), কুভার্য্যম্ চ (খারাপ স্ত্রী, দুশ্চরিত্রা, রুগ্না স্ত্রী), তথা কুনদীম্ (খারাপ নদী, যে নদীতে সারা বছর জল

থাকে না, অথবা যে নদীতে কুমীর প্রভৃতি আছে), কুদ্রব্যম্ চ (খারাপ জিনিষ), কুভোজ্যম্ চ (খারাপ আহার্য, বিষাক্ত বা পচা খারাপ দ্রব্য খাবার) বর্জয়েৎ (বর্জন করবেন)।

বঙ্গানুবাদ : বিচক্ষণ ব্যক্তি (রোগ-দুর্ভিক্ষ-পীড়িত) খারাপ দেশ, (চুরি প্রভৃতি) নিন্দনীয় জীবিকা, দুশ্চরিত্রা (অথবা রুগ্না) স্ত্রী, খারাপ নদী, খারাপ দ্রব্য এবং খারাপ আহার্য বর্জন করবেন।

ভাবার্থপ্রকাশ : কুদেশ বলতে যে দেশে প্রায়শই দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি লেগে থাকে যে দেশে সাধারণতঃ ভদ্রভাবে বাস করা যায় না—এমন দেশকে বোঝায়। এইরকম দেশে বাস করলে কখনই উন্নতির আশা থাকে না, শারীরিক-মানসিক অবনতিই কেবল ঘটে থাকে। জীবনধারণের জন্য একটি জীবিকা প্রত্যেকেরই প্রয়োজন। সেই জীবিকা যেন অন্যের ক্ষতিকারক না হয় অর্থাৎ গর্হিত কোন কাজ না হয় তা সর্বাত্মে লক্ষ রাখতে হবে। কুবৃত্তি বলতে খারাপ বৃত্তি যেমন পশুবধ প্রভৃতিও বোঝায়। এরকম বৃত্তি : ত্যাগ করা উচিত, কেননা এই ধরনের কাজে নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি স্বভাবগত হয়ে দাড়ায়। কুভার্য্য বলতে রুগ্না স্ত্রী যদি বোঝান হয় তবে তা বিবাহপূর্ব নির্বাচনের প্রসঙ্গে ধরতে হবে। বিবাহিতা পত্নী রুগ্না হলে ত্যাগ করা উচিত—এরকম অর্থ হতে পারে না। দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে ত্যাগ করার সর্বত্র উল্লেখ আছে।

“পরং প্রচণ্ডা কুটবাক্যবাদিনী

বিবাদশীলা পরগেহগামিনী।

মৌখযযুক্তা চ পতীষ্টনাশিনী

তাজেত ভার্য্য দশপুত্রপুত্রিনী।।”

কুদ্রব্য (অর্থাৎ বিষাক্ত দ্রব্য প্রভৃতি), কুভোজ্য ইত্যাদি যে বর্জন করাই উচিত তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

॥ ৩৮ ॥

ঋণশেষোহগ্নিশেষশ্চ ব্যাধিশেষস্তথৈব চ।

পুনশ্চ বর্দ্ধতে যস্মাৎ তস্মাচ্ছেষং ন কারয়েৎ।।

বিসন্ধি : ঋণশেষঃ + অগ্নিশেষঃ + চ। ব্যাধিশেষঃ + তথা + এব। পুনঃ + চ। তস্মাৎ + শেষম্।

অন্থয় : যস্মাৎ ঋণশেষঃ অগ্নিশেষঃ চ তথা এব ব্যাধিশেষঃ পুনঃ বর্দ্ধতে তস্মাৎ শেষং ন কারয়েৎ।

বাংলা প্রতিশব্দ : যস্মাৎ (যেহেতু) ঋণশেষঃ (ঋণের অবশিষ্ট অংশ) অগ্নিশেষঃ (আগুনের অবশিষ্ট অংশ) তথা এব (অনুরূপভাবে) ব্যাধিশেষঃ (রোগের অবশেষ) পুনঃ বর্দ্ধতে (পুনরায় বাড়ে), তস্মাৎ (সেইহেতু) শেষম্ ন কারয়েৎ (ঋণ প্রভৃতির অবশিষ্ট রাখবে না)।



**বঙ্গানুবাদ :** যেহেতু ঋণের অবশেষ, আণ্ডনের অবশেষ, রোগের অবশেষ পুনরায় বাড়ি, সেহেতু এগুলির অবশেষ রাখবে না।

**ভাবার্থপ্রকাশ :** ঋণ সাধারণতঃ সুদসহ হয়ে থাকে। যতদিন ঋণ-পরিশোধ না হয় ততদিন সুদ দিতে হয়। ঋণের সামান্য অংশও যদি অবহেলায় অবশিষ্ট থেকে যায় তবে কালক্রমে তাই সুদসহ বিপুল আকার ধারণ করে এবং ধনসম্পত্তির নাশ সহ বিভিন্ন ধরনের সর্বনাশ সৃষ্টি হয়। তাই ঋণের শেষ রাখতে নেই। আণ্ডন যদি সম্পূর্ণভাবে নিভানো না হয়, তাহলে তা থেকেই আবার অগ্নিকাণ্ড ঘটে যেতে পারে। রোগের ক্ষেত্রেও এক কথা। সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হওয়ার আগেই ওষুধ পথ্য বন্ধ করলে তা পুনরায় বাড়তে পারে, এমনকি আগের চাইতেও মারাত্মক হতে পারে। সুতরাং এগুলির কোন অবশেষ রাখতে নেই—এটাই বক্তব্য।

॥ ৩৯ ॥

চিন্তা জুরো মনুষ্যাণাং বজ্রাণামাতপো জুরঃ।

অসৌভাগ্যং জুরঃ স্ত্রীণামশ্বানাং মৈথুনং জুরঃ ॥

**বিসন্ধি :** বজ্রাণাম্ + আতপঃ। স্ত্রীণাম্ + অশ্বানাম্।

**অর্থ :** মনুষ্যাণাম্ চিন্তা জুরঃ, বজ্রাণাম্ আতপঃ জুরঃ, স্ত্রীণাম্ অসৌভাগ্যং জুরঃ, অশ্বানাং মৈথুনং জুরঃ।

**বাংলা প্রতিশব্দ :** মনুষ্যাণাম্ (মানুষের) চিন্তা জুরঃ (চিন্তাজ্বালাই জুর), বজ্রাণাম্ (কাপড়ের) আতপঃ জুরঃ (প্রখর সূর্যতাপ জুর), স্ত্রীণাম্ (স্ত্রীর পক্ষে) অসৌভাগ্যং জুরঃ (সৌভাগ্যহীনতা, স্বামীর সোহাগ না পাওয়াই জুর), অশ্বানাং (অশ্বজাতির পক্ষে) মৈথুনং জুরঃ (মৈথুন অর্থাৎ অশ্বস্ত্রীসঙ্গম জুর)।

**বঙ্গানুবাদ :** মানুষের জুর চিন্তা, প্রখর সূর্যতাপ কাপড়ের জুর, স্ত্রীর জুর স্বামীর সোহাগ না পাওয়া আর মৈথুন অশ্বের জুর।

**ভাবার্থপ্রকাশ :** জুর হ'ল ব্যাধি। মানুষের কঠিনতম ব্যাধি চিন্তা। অমচিন্তা, বজ্রচিন্তা, স্বাধিচিন্তা—চিন্তার শেষ নেই। সর্বব্যাপারে নিশ্চিন্ত—এমন লোক দুর্লভ। নিরবধি চিন্তাই মানুষের সকল শান্তি বিঘ্নিত করে, মানসিক স্থৈর্য নষ্ট করে, জীবনে দুঃখের ছায়া আনে। সাধারণ ব্যাধি ঔষধ প্রয়োগে উপশম হয়। চিন্তাজুরের তেমন কোন ঔষধ পাওয়া যায় না। একমাত্র উপেক্ষা, উদার্য, লোভসংযম এবং অল্পে সন্তুষ্টি প্রভৃতি গুণের দ্বারা মানুষ এই ব্যাধিকে অতিক্রম করতে পারে। প্রখর সূর্যকিরণে বস্ত্রের তন্তু জীর্ণ হয়, রঙ নষ্ট হয়—তাই বস্ত্রের পক্ষে অতিরিক্ত সূর্যতাপ জুর বা ক্ষতিকারক। স্বামীর প্রণয়লাভে বঞ্চিত স্ত্রী চির অসুখী। এই প্রণয়লাভ কেবলমাত্র স্থূল কামনা চরিতার্থতায় সীমাবদ্ধ নয়। স্বামীর মনোবৃত্তি অনুধাবনের চেষ্টা এবং তাঁর জীবনপথের যোগ্য সঙ্গিনী হওয়ার চেষ্টাই স্ত্রীকে

স্বামীর প্রণয়ের যোগ্য করে। অশ্বের পক্ষে মৈথুনক্রিয়া, সবিষাভক্ষণ, শয়ন—তার বিনাশের কারণ বলে শাস্ত্রে বলা হয়েছে।

॥ ৪০ ॥

অস্তি পুত্রো বশে যস্য ভৃত্যো ভাৰ্য্য তথৈব চ।

অভাবে সতি সন্তোষঃ স্বর্গস্থোহসৌ মহীতলে ॥

**বিসন্ধি :** তথা + এব। স্বর্গস্থঃ + অসৌ।

**অর্থ :** যস্য পুত্রঃ তথা ভৃত্যঃ ভাৰ্য্য চ বশে অস্তি, (যস্য) অভাবে সতি সন্তোষঃ (অস্তি)—অসৌ মহীতলে (অপি) স্বর্গস্থঃ (এব)।

**বাংলা প্রতিশব্দ :** যস্য (যার) পুত্রঃ (পুত্র, সন্তান) তথা ভৃত্যঃ (এবং ভৃত্য) ভাৰ্য্য চ (এবং স্ত্রী) বশে অস্তি (বশে আছে), (যস্য—যার) অভাবে সতি (অভাবের মধ্যেও) সন্তোষঃ (প্রসন্নতা থাকে)—অসৌ (সেই ব্যক্তি) মহীতলে অপি (পৃথিবীতে থাকলেও) স্বর্গস্থঃ এব (প্রকৃতপক্ষে স্বর্গেই বাস করেন)।

**বঙ্গানুবাদ :** যার পুত্র, ভৃত্য, স্ত্রী বশে আছে, অভাবের মধ্যেও যিনি প্রসন্ন থাকেন—তিনি এই পৃথিবীতে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে স্বর্গে আছেন।

**ভাবার্থপ্রকাশ :** প্রত্যেক মানুষই চায় তার পুত্র-কন্যা, স্ত্রী, ভৃত্য যেন তার বশে থাকে। প্রকৃতপক্ষে যে সংসারে সকলেই স্বৈচ্ছাচারী—সেই সংসারে সুখ কোথায়? পুত্র যদি অবাধ্য হয়—পিতার পক্ষে তার চাইতে বেশী দুঃখের আর কি হতে পারে? স্ত্রী যদি সর্বদা বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন হয়—স্বামীর সুখ কোথায়? যে ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞাবহ নয়—সে ভৃত্য প্রকৃতপক্ষে প্রভুর পীড়ার কারণ হয়। বিপরীতপক্ষে পুত্র-স্ত্রী-ভৃত্য যে গৃহকর্তার বশে থাকে—সে ব্যক্তির কোন দুঃখ থাকে না। সংসারী জীবনের পূর্ণ আনন্দ তার করায়ত্ত হয়। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে সকলেই বশবর্তী থাকলেও গৃহকর্তার মনে যদি সর্বদা অভাববোধ থাকে—তবে তা তাকে নিরন্তর দন্ধ করে এবং সাংসারিক সুখ নষ্ট করে। অভাবের মধ্যে যিনি সন্তুষ্ট থাকেন অর্থাৎ অভাবকে অভাব বলে মনে করেন না, উপেক্ষা করে চলতে জানেন—তিনিই সুখী হন। সন্তোষ সর্বসুখের মূল। অসন্তোষ সকল দুঃখের কারণ। সসাগরী পৃথিবীর অধিপতিও যদি অভাববোধ দূর করতে না পারেন—তবে সুখী হন না। অসন্তোষকে বিসর্জন দিতে পেরেছেন এমন ব্যক্তি দিনান্তে শাকান্ন গ্রহণ করে, ভূমিতে শয়ন করেও তৃপ্ত হন, সুখী হন। যে সংসারী ব্যক্তির স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি অনুগামী এবং সেইসঙ্গে নিজে অভাববোধ পীড়িত নন—তিনি এই মাটির পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ অনুভব করেন।



দুষ্টা ভাৰ্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ।

সসৰ্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥

বিসন্ধি : ভৃত্যঃ + চ + উত্তরদায়কঃ। মৃত্যুঃ + এব।

অর্থঃ (যস্য) ভাৰ্যা দুষ্টা, মিত্রং শঠম্, ভৃত্যঃ চ উত্তরদায়কঃ, বাসঃ চ সসৰ্পে গৃহে—(তস্য) মৃত্যুঃ এব—ন সংশয়ঃ।

বাংলা প্রতিশব্দ : (যস্য—যার) ভাৰ্যা দুষ্টা (স্ত্রী দুশ্চরিত্রা), মিত্রং শঠং (বন্ধু প্রতারক) ভৃত্যঃ চ উত্তরদায়কঃ (এবং ভৃত্য মুখে মুখে উত্তর করে) বাসঃ চ সসৰ্পে গৃহে (এবং যিনি সৰ্পযুক্ত গৃহে বাস করেন) (তস্য—তার) মৃত্যুঃ এব (মৃত্যু অবধারিত)—ন সংশয়ঃ (এ ব্যাপারে সংশয়ের অবকাশ নেই)।

বঙ্গানুবাদ : যার স্ত্রী দুশ্চরিত্রা, বন্ধু প্রতারক, ভৃত্য মুখে মুখে উত্তর করে এবং যিনি সৰ্পযুক্ত গৃহে বাস করেন—তার মৃত্যু অবধারিত—এ ব্যাপারে সংশয় নেই।

এই শ্লোকটির অর্থ যদি এরকম ধরা হয়—(যস্য) ভাৰ্যা দুষ্টা, মিত্রং শঠম্, ভৃত্যঃ চ উত্তরদায়কঃ—তস্য সসৰ্পে গৃহে বাসঃ (অতঃ তস্য) মৃত্যুঃ এবং (অত্র) সংশয়ঃ ন (অস্তি)—তবে বেশী যুক্তিযুক্ত হয়। সেক্ষেত্রে ‘দুষ্টা স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করা আর সাপের সঙ্গে এক ঘরে কাল কাটানো—এক কথা, যার অবশ্যজ্ঞাবী পরিণাম মৃত্যু’—এই রকম অর্থ হবে। অনুরূপ ভাবে ‘যার বন্ধু শঠ, সে সাপের সঙ্গে এক ঘরে.....’ ইত্যাদি অর্থ হবে।

ভাবার্থপ্রকাশ : ‘গৃহিণী গৃহমুচ্যতে’—এরকম বলা হয়ে থাকে। গৃহী জীবনের সুখশান্তির মূল গৃহিণী। সেই গৃহিণী যদি দুশ্চরিত্রা হয় তবে সংসার বিষময় হয়। অনুরূপভাবে সমাজবদ্ধ জীব মানুষের কাছে বন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আপদে বিপদে মানুষ তার কাছে যায়, তার সাহায্য প্রার্থনা করে। বন্ধুহীন জীবন উষর মরুভূমি তুল্য। কিন্তু সেই বন্ধু যদি শঠ হয়, প্রতারক হয় তবে বিপদ অনিবার্য। নিজের দুর্বলতা বন্ধুর কাছে অপ্রকাশিত থাকে না বিধায় প্রতারক বন্ধু সর্বপ্রকার অনিষ্ট-সাধনে সক্ষম হয়। বন্ধুত্বের মুখোশধারী ব্যক্তি শত্রু অপেক্ষাও বেশী ক্ষতিকর। নিজের সুখ-সুবিধার জন্য লোকে ভৃত্য নিয়োগ করে। ভৃত্য যদি প্রভুর আজ্ঞা পালন না করে, সেবাস্বার্থ বিসর্জন দেয় কিংবা নিজেকে প্রভুর তুল্য জ্ঞান করে স্বয়ং কর্তব্যকর্তব্য নির্ধারণ করে তবে বিভ্রম্নার শেষ থাকে না। যে গৃহের ভিত্তিমূলে সাপ থাকে—সেই গৃহে বসবাস করা অবশ্য মৃত্যুর কারণ হয়। দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর সঙ্গে সংসার করা, প্রতারক বন্ধুর সংসর্গে থাকা উদ্ধত ভৃত্যের সঙ্গে কালযাপন করা এবং বিষধর সাপকে গৃহে রাখা মৃত্যুকে বরণ করার নামান্তরমাত্র।

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভাৰ্যা চাপ্রিয়বাদিনী।

অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥

বিসন্ধি : চ + অপ্রিয়বাদিনী। যথা + অরণ্যম্।

অর্থঃ যস্য গৃহে মাতা নাস্তি, ভাৰ্যা চ অপ্রিয়বাদিনী, তেন অরণ্যং গন্তব্যম্, (যতঃ তস্য) যথা অরণ্যং তথা গৃহম্।

বাংলা প্রতিশব্দ : যস্য (যার) গৃহে (ঘরে) মাতা নাস্তি (মা নেই) ভাৰ্যা চ (অথবা স্ত্রী) অপ্রিয়বাদিনী (রক্ষভাষিণী), তেন অরণ্যং গন্তব্যম্ (তার বনে যাওয়া উচিত) (যতঃ তস্য—কেননা তার পক্ষে) যথা অরণ্যম্ (বন যেমন) তথা গৃহম্ (ঘরও তেমনিই, অর্থাৎ দুয়ে কোন তফাৎ নেই)।

বঙ্গানুবাদ : যার ঘরে মা নেই অথবা যার স্ত্রী রক্ষভাষিণী—তার বনে যাওয়া উচিত। কেননা তার পক্ষে বনও যা ঘরও তাই।

ভাবার্থপ্রকাশ : গৃহী জীবনে মাতৃস্নেহ এক পরম ঐশ্বর্য। যেকোন বিপদে, দুঃখে, শোকে—সন্তান তার মায়ের স্নেহাঞ্জন লে শান্তির সন্ধান পায়। মায়ের শুভ আশীর্বাদ সন্তানের জীবনপথে ভক্তির উৎস বলে পরিগণিত হয়। সহধর্মিণী স্ত্রীও সংসারের সুখ-শান্তির অন্যতম উৎস। গৃহধর্মপালনে, প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে স্বামীর জীবন আনন্দময় করে তোলাতেই তার জীবনের সাধকতা। যে ব্যক্তির মা স্বর্গতা—তিনি হতভাগ্য। যে ব্যক্তির স্ত্রী নিতান্ত রক্ষভাষিণী, অকারণ বাক্যবাণে স্বামীকে সকলসময় বিদ্ধ করে—সে ব্যক্তি হতভাগ্য। এই উভয় বিভ্রম্না যার জীবনে আসে—সংসার জীবনের সুখ তার নাগালের বাইরে। স্নেহস্পর্শহীন কঠিন সন্ন্যাস জীবনের মতই তার সংসারজীবন কাটে। এইরকম দুর্ভাগ্যপীড়িত ব্যক্তির সংসারবাস আর বনবাস সমান কথা। প্রকৃতপক্ষে বনবাসই তার শ্রেয়ঃ। কেননা শান্তি না জটলেও নিরুপদ্রবে সেখানে জীবন কাটতে পারে।

‘মহাভারতের’ দুটি শ্লোক এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হচ্ছে—যেখানে বলা হয়েছে, ভাৰ্যাহীন গৃহ অরণ্যতুল্য। প্রকৃতপক্ষে যেই ভাৰ্যাকে “অর্থঃ ভাৰ্যা মনুষ্যস্য ভাৰ্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।” বলা হয়ে থাকে (মহাভারত—আদি) সেই ভাৰ্যা রক্ষভাষিণী, অকারণে গঞ্জনাপ্রদাত্রী হলে ভাৰ্যা থেকেও না থাকারই সমান। “বৃক্ষমূলেহপি দয়িতা যস্য তিষ্ঠতি তদ গৃহম্। প্রাসাদোহপি তয়া হীনঃ কান্তার ইতি নিশ্চিতম্ ॥” (শান্তি পর্ব)। “গৃহং তু গৃহিণীহীনমরণ্যসদৃশং ভবেৎ ॥” (শান্তি পর্ব)।

ঋককর্তা পিতা শত্রুঃ মাতা চ ব্যভিচারিণী।

ভাৰ্যা রূপবতী শত্রুঃ পুত্রঃ শত্রুরপণ্ডিতঃ ॥



বিসন্ধি : শত্রুঃ + অপণ্ডিতঃ ।

অম্বয় : ঋণকর্তা পিতা শত্রুঃ (ভবতি), ব্যভিচারিণী মাতা চ (শত্রুঃ ভবতি), রূপবতী ভার্যা শত্রুঃ (ভবতি), অপণ্ডিতঃ পুত্রঃ শত্রুঃ (ভবতি) ।

বাংলা প্রতিশব্দ : ঋণকর্তা (ঋণগ্রহণকারী) পিতা (পিতা) শত্রুঃ ভবতি (শত্রু বলে পরিগণিত হন), ব্যভিচারিণী মাতা চ (দুশ্চরিত্রা মাতাও) (শত্রুঃ ভবতি—শত্রু বলে পরিগণিত হন) রূপবতী ভার্যা (রূপবতী স্ত্রী, অতিশয় রূপবতী স্ত্রী) শত্রুঃ (শত্রু হয়ে থাকে), অপণ্ডিতঃ (মূর্খ) পুত্রঃ (পুত্র) শত্রুঃ (শত্রু হয়ে থাকে) ।

বঙ্গানুবাদ : ঋণী পিতা, দুশ্চরিত্রা মাতা, অতিরূপবতী স্ত্রী এবং মূর্খ পুত্র শত্রুরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে ।

ভাবার্থপ্রকাশ : ঋণ পরিশোধে অক্ষম পিতা পুত্রের কাছে শত্রু বলে প্রতিভাত হয় । সংসারের ভরণ-পোষণের জন্য করা ন্যূনতম ঋণের ক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য নয় বলে ধারণা । অনেক সময় পিতা উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের কারণে ঋণগ্রস্ত হন । সেই ঋণ তিনি পরিশোধ না করলে স্বাভাবিক কারণেই সন্তানের বিরাগের পাত্র হয়ে থাকেন । ব্যভিচারে লিপ্ত মাতাও সন্তানের কাছে শত্রুরূপে পরিগণিত হন । কেননা মাতার কলঙ্ক সন্তানে বর্তায় । অতি রূপবতী স্ত্রী স্বামীর কাছে শত্রু বলে পরিগণিত হয় । অতি রূপবতী স্ত্রীর প্রতি সকল পুরুষেরই আসক্তি থাকে এবং সামান্যতম অসাবধানতায় স্ত্রীর পাত্তিত্বের স্থলন হতে পারে । এক্ষেত্রে উল্লেখ্য থাকে যে চাণক্য স্ত্রীচরিত্রের দৃঢ়তায় বিন্দুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করেননি । শুধু তাই নয়—স্ত্রীচরিত্রে কলুষতা সৃষ্টিতে পুরুষের ভূমিকার কথা তিনি উল্লেখ করেননি । চাণক্যের এই দৃষ্টিভঙ্গী অন্যান্য বহু শ্লোকেও লক্ষ্য করা যাবে । শুধু চাণক্য নয়—প্রাচীনভারতের প্রায় সকল স্মৃতিকার এবং কবির রচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গীর সাক্ষাৎ মিলবে । মূর্খ পুত্র পিতার কাছে শত্রুবৎ । শত্রু অপকার সাধন করে । মূর্খ পুত্রও পিতার অপকারই করে । সম্ভবতঃ শত্রু অপেক্ষাও বেশী । মূর্খ অশিক্ষিত পুত্র পিতার ধন-সম্পত্তি, সম্মান-প্রতিপত্তি—সবকিছুই নষ্ট করে । ‘পঞ্চ তন্ত্রে’র একটি প্রসিদ্ধ উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হচ্ছে—

“অজাতমৃতমুর্খেভো মৃতাজাতৌ সুতৌ বরম্ ।

যতস্তৌ স্বল্পদুঃখায় যাবজ্জীবং জড়ো দহেৎ ॥”

অন্যত্র বলা হয়েছে—

“বরং গর্ভস্রাবো বরমপি নৈবাভিগমনং

বরং জাতপ্রেতো বরমপি চ কন্যৈব জনিতা ।

বরং বধ্যা ভার্যা বরমপি চ গর্ভেষু বসতি-

র্ন চাবিহান্ রূপদ্রবিগুণযুক্তেনহপি তনয়ঃ ॥”

॥ ৪৪ ॥

অবিদ্যাং জীবনং শূন্যং দিক্ শূন্যা চেদবান্ধবা ।

পুত্রহীনং গৃহং শূন্যং সর্বশূন্যা দরিত্রতা ॥

বিসন্ধি : চেৎ + অবাধ্ববা ।

অম্বয় : অবিদ্যাং জীবনং শূন্যম্, অবাধ্ববা চেৎ দিক্ শূন্যা, পুত্রহীনং গৃহং শূন্যম্, দরিত্রতা সর্বশূন্যা ।

বাংলা প্রতিশব্দ : অবিদ্যাং জীবনং শূন্যম্ (বিদ্যাহীন জীবন শূন্য, বিদ্যাহীনের জীবন শূন্যময়), অবাধ্ববা চেৎ (যার বন্ধু নাই) দিক্ শূন্যা (তার সকল দিক্ শূন্য), পুত্রহীনং (যার পুত্র নাই) গৃহং শূন্যম্ (তার গৃহ শূন্য), দরিত্রতা সর্বশূন্যা (দরিদ্রের পক্ষে সব কিছুই শূন্যময়) ।

বঙ্গানুবাদ : বিদ্যাহীনের জীবন শূন্য, বন্ধুহীনদের (সকল) দিক্ শূন্য, পুত্রহীনের গৃহ শূন্য আর দরিদ্রের সকলই শূন্য ।

ভাবার্থপ্রকাশ : বিদ্যার্জন মনুষ্যত্বের পরিচায়ক । মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে পণ্ডিতের উর্ধ্ব স্থাপন করে—এই বিদ্যা । যে ব্যক্তি মানুষ হয়েও সকল প্রকার বিদ্যায় বঞ্চিত তিনি প্রকৃতপক্ষে গাড় অন্ধকারে সব সময় নিমজ্জিত থাকেন—সকল দিক তার কাছে শূন্য । জ্ঞানের চোখ না থাকায় জীবনের উন্নতিকর দিকসমূহ তার আবৃতই থাকে । ‘সুভাষিত-রত্ন-ভাণ্ডাগারে’ সঙ্কলিত একটি শ্লোক এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য—

“শুনঃ পুচ্ছমিব ব্যর্থং জীবনং বিদ্যায়া বিনা ।

ন হ্যগোপনে শত্রুং ন চ দংশনিবারণে ॥”

বন্ধুহীন জীবন দুর্বিসহ । সংসারের কঠিন সংগ্রামে শ্রান্ত-ক্লান্ত মানুষের অন্যতম শান্তির উৎস বন্ধু । শোকে-তাপে জীর্ণ, রুক্ষ জীবনে বন্ধু মরুদ্যানের স্নিগ্ধতা আনে । গৃহীর জীবনে সন্তান-সন্ততিলাভ সংসারের পরিপূর্ণতার কারণ । বংশের ধারা প্রবহমান রাখা, বার্লক্যে পিতা-মাতার সেবা করা প্রভৃতির দ্বারা পুত্র সংসার-জীবনে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে । পুত্রকন্যার নির্মল হাসি যে গৃহে দেখা যায় না—সেই গৃহও শূন্যময় ।

“মলয়াচ্চন্দনং জাতমতিশীতং বদন্তি বৈ ।

শিশোরালিঙ্গনং তস্মাচ্চন্দনাদধিকং ভবেৎ ॥

ন বাসসাং ন রামাণাং নাপাং স্পর্শস্তথাবিধঃ ।

শিশোরালিঙ্গ্যমানস্য স্পর্শঃ সুনোর্যথা সুখঃ ॥

.....  
পুত্রস্পর্শাৎ সুখতরঃ স্পর্শো লোকে ন বিদ্যতে ॥”

(মহাভারত, আদিপর্ব)



দরিদ্রের কাছে সবই শূন্যময়। কেননা সে তার আকাঙ্ক্ষিত কোন জিনিসই পায় না। নিজের সুখের কথা উপেক্ষা করলেও সংসারের স্ত্রী-পুত্রের সামান্যতম সুখ-বিধানে সমর্থ না হওয়ায় তার আর দুঃখের অন্ত থাকে না। মর্মপীড়ায় সর্বদা দম্ব দরিদ্রের জীবন তাই দুঃসহ, দুর্ভার হয়ে থাকে। শূদ্রকের 'মুচ্ছকটিক' নাটকে আছে—

“শূন্যমপুত্রস্য গৃহং চিরশূন্যং নাস্তি যস্য সন্মিত্রম্।

মূৰ্খস্য দিশঃ শূন্যাঃ সর্বং শূন্যং দরিদ্রস্য ॥”

‘হিতোপদেশ’ গ্রন্থেও অনুরূপ শ্লোক আছে—

“অপুত্রস্য গৃহং শূন্যং সন্মিত্ররহিতস্য চ।

মূৰ্খস্য চ দিশঃ শূন্যাঃ সর্বশূন্যা দরিদ্রতা ॥”

(মিত্রলাভ, ১২৮ শ্লোক)

এক নির্ধন ভিক্ষুক শ্রাশানে গিয়ে শবদেহকে উদ্দেশ্য করে বলল—“ওগো বন্ধু, একবার ওঠো, আমার এই দারিদ্র্যের গুরুভার বহন কর।” শবদেহ উত্তর দিল না। কেননা সে জানতো—দারিদ্র্যের চাইতে মরণ ভালো।

“উত্তিষ্ঠ ক্ষণমেকমুদ্রহ সখে দারিদ্র্যভারং গুরুং

শ্রান্তস্তাবদহং চিরান্ মরণজং সেবে ত্বদীয়ং সুখম্।

ইত্যন্তো ধনবর্জিতেন বিদুষা গত্বা শ্রাশানং শবো

দারিদ্র্যামরণং বরং সুখমিতি জ্ঞাত্বা স তুষীং স্থিতঃ ॥”

(সুভাষিতাবলী)

॥ ৪৫ ॥

কোকিলানাং স্বরো রূপম্ নারীরূপং পতিব্রতম্।

বিদ্যা রূপং কুরুপাণাং ক্ষমা রূপং তপস্বিনাম্ ॥

অর্থঃ : কোকিলানাং স্বরঃ (এব) রূপম্, পতিব্রতম্ (এব) নারীরূপম্, কুরুপাণাং বিদ্যা (এব) রূপম্, তপস্বিনাম্ ক্ষমা (এব) রূপম্।

বাংলা প্রতিশব্দ : কোকিলানাং (কোকিলের) স্বরঃ এব (কণ্ঠস্বরই) রূপম্ (তার রূপ), পতিব্রতম্ এব (পতিব্রতাই) নারীরূপম্ (স্ত্রীর রূপ), কুরুপাণাং (অসুন্দর পুরুষের, কুৎসিত মানুষের) বিদ্যা এব (বিদ্যাই) রূপম্ (রূপ), তপস্বিনাম্ (তপস্বীদের) ক্ষমা এব রূপম্ (ক্ষমাই রূপ)।

বঙ্গানুবাদ : কোকিলের কণ্ঠস্বরই তার রূপ, পতিব্রতাই স্ত্রীর রূপ, কুৎসিত পুরুষের বিদ্যাই রূপ এবং তপস্বীদের ক্ষমাই রূপ (বলে গণ্য হয়ে থাকে)।

ভাবার্থপ্রকাশ : কোকিল এবং কাক—দুই-ই কালো। কোকিল তার সুমধুর পঞ্চ ম স্বরে মানুষের মনোহরণের দ্বারা প্রশংসা পায়। দৈহিক রূপে রূপবান না হয়েও কণ্ঠস্বরই

সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই কণ্ঠস্বরই কোকিলের প্রকৃত রূপ বলা হয়েছে। পতিই নারীর একমাত্র আরাধ্য—এই নীতি ভারতীয় সংস্কৃতিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। পতিব্রত নারীর একমাত্র সম্পদ। রূপযৌবনে সব নারী সমান আকর্ষণীয় হয় না। তাছাড়া রূপযৌবন খুবই অস্থায়ী। তাই একমাত্র পতিসেবা, সতীত্ব প্রভৃতিই নারীর সত্যকারের রূপ বলে মান্য হয়ে থাকে। এই গুণেই পত্নী পতির প্রণয়পাত্র হয়ে থাকে। যে পুরুষ দৈহিক সৌষ্ঠব বর্জিত—বিদ্যাই তার একমাত্র আশ্রয়। কেননা সেই বিদ্যাই তাঁকে সমাজে স্থান দেয়, সম্মান দেয়। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যা সকলেরই প্রকৃত রূপ। তুলনীয় : ‘বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে’। কুরূপ বা রূপহীনের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বিদ্যাকে তাই ‘রত্নৈর্বিলা ভূষণম্’ বলা হয়ে থাকে।

তপস্বীর ক্ষমাদর্মই তাঁর রূপ। সাধারণ সংসারী মানুষের সঙ্গে তাঁর মূল প্রভেদই এই ক্ষমাগুণ। ক্রোধজয় তপস্বীর পরমাক্ষিকৃত। কামজয়, মদজয় প্রভৃতি অপেক্ষা ক্রোধজয় বহুগুণ কঠিন ব্যাপার। তাই তপস্বীর শ্রেষ্ঠ ধন ক্ষমাকে তপস্বীর প্রকৃত রূপ বলা হয়েছে। ক্ষমার প্রশংসা সম্বন্ধে দুটি শ্লোক,

“নরস্যাভরণং রূপং রূপস্যাভরণং গুণঃ।

গুণস্যাভরণং জ্ঞানং জ্ঞানস্যাভরণং ক্ষমা ॥”

“ক্ষমাস্ত্রং করে যস্য দুর্জনঃ কিং করিষ্যতি।

অতুণে পতিতো বহিঃ স্বয়মেবোপশাম্যতি ॥”

(সুভাষিত রত্ন ভাণ্ডাগার)

তুলনীয় শ্লোক—

“নীতির্ভূমিভূজাং নতিগুণবতাং হীরঙ্গনানাং রতি-

দম্পত্যোঃ শিশবো গৃহস্য কবিতা বুদ্ধেঃ প্রসাদো গিরাম্।

লাবণ্যং বপুষঃ শ্রুতং সুমনসঃ শান্তির্দ্বিজস্য ক্ষমা

শব্দস্য দ্রবণং গৃহাশ্রমবতাং সত্যং সত্যং মণ্ডনম্ ॥”

(উদ্ভট-শ্লোক)

॥ ৪৬ ॥

অদাতা বংশদোষণে কৰ্মদোষাদ দরিদ্রতা।

উন্মাদো মাতৃদোষণে পিতৃদোষণে মূৰ্খতা ॥

অর্থঃ : বংশদোষণে অদাতা (ভবতি), কর্মদোষাৎ দরিদ্রতা (ভবতি), মাতৃদোষণে উন্মাদঃ (ভবতি), পিতৃদোষণে মূৰ্খতা (ভবতি)।

বাংলা প্রতিশব্দ : বংশদোষণে (বংশের দোষে) অদাতা ভবতি (কৃপণ হয়), কর্মদোষাৎ



(কর্মের দোষে) দরিদ্রতা ভবতি (দারিদ্র্য হয়), মাতৃদোষণে (মায়ের দোষে) উন্মাদো ভবতি (পাগল হয়), পিতৃদোষণে (পিতার দোষে) মূর্খতা ভবতি (মূর্খ হয়)।

**বঙ্গানুবাদ :** বংশের দোষে কুপণ হয়, কর্মের দোষে দরিদ্র হয়, মাতার দোষে (মায়ের বংশের ধারাবাহিকতা বশতঃ) পাগল হয় এবং পিতার দোষে মূর্খ হয়।

**ভাবার্থপ্রকাশ :** সর্ববংশে জন্মগ্রহণ করলে শিষ্টতা, আভিজাত্য, উদারতা প্রভৃতি গুণ স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ হয়। বিপরীতক্রমে ক্ষুদ্রতা, নীচতা, কার্পণ্য প্রভৃতি দোষও কোন ব্যক্তির নীচ বংশে জন্মগ্রহণের ইঙ্গিত করে। কারণের গুণ কার্যে আসে। কুপণ ব্যক্তির পুত্র-কন্যাও সাধারণতঃ কুপণ হয়। দারিদ্র্যের কারণ উদ্যমহীনতা, বিদ্যার্জনের প্রচেষ্টা না করা প্রভৃতি। সুতরাং নিজের কর্মের দোষেই মানুষ দরিদ্র হয়। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে উদ্যমীও দারিদ্র্য লক্ষ করা গেলে ধরতে হবে তা পূর্ব-জন্মের দুষ্কৃতির ফল। মাতার দোষে সন্তান উন্মাদ হয়। গর্ভাবস্থায় বায়ুরোগের কারণে সন্তান বায়ুরোগ-গ্রস্ত হয়—এরকম কথা বলা হয়ে থাকে। আবার মাতামহের বংশে উন্মাদ রোগ থাকলে সেই দোষ মাতাতেও থাকে এবং সেই কারণে সেই মাতার সন্তানে উন্মাদরোগ দেখা যায়—এইরকমও লোকে ধারণা করে। সন্তানের মূর্খতার কারণ পিতা। পিতা যদি যথাকালে পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষা না দেন, নিয়ত পাঠগ্রহণে তাকে বাধ্য না করেন—তবে পুত্রের মূর্খতা অবশ্যম্ভাবী এবং সেই মূর্খতার জন্য দায়ী হন স্বয়ং পিতা।

“মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী যেন বালো না পাঠিতঃ”—ইত্যাদি বচন এক্ষেত্রে তুলনীয়। শৈশবে সন্তান থাকে পিতা-মাতার অধীনে। মানুষ হওয়ার প্রথম সোপান বিদ্যাভাস। স্বভাবসুলভ চপলতাবশতঃ প্রাথমিক অবস্থায় সন্তানের অধ্যয়নে প্রবৃত্তি নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে তাকে অধ্যয়নের পথে আনার দায়িত্ব মূলতঃ পিতাতে বর্তায়।

॥ ৪৭ ॥

গুরুগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।

পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্বত্রাভাগতো গুরুঃ ॥

**বিসন্ধি :** গুরুঃ + অগ্নিঃ + দ্বিজাতীনাং। পতিঃ + একঃ। সর্বত্র + অভ্যাগতঃ।

**অর্থ :** অগ্নিঃ দ্বিজাতীনাং গুরুঃ, ব্রাহ্মণঃ বর্ণানাং গুরুঃ, স্ত্রীণাং পতিঃ একঃ গুরুঃ, সর্বত্র অভ্যাগতঃ গুরুঃ।

**বাংলা প্রতিশব্দ :** অগ্নিঃ (আগুন) দ্বিজাতীনাং (দ্বিজাতির অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) গুরুঃ (গুরু), ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণ) বর্ণানাং (সকল জাতির অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের) গুরুঃ (গুরু), স্ত্রীণাং (নারীদের) পতিঃ (স্বামী) একঃ গুরুঃ (একমাত্র গুরু), সর্বত্র (সকলের পক্ষেই) অভ্যাগতঃ (অতিথি) গুরুঃ (গুরু)।

**বঙ্গানুবাদ :** আগুন দ্বিজাতির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের) গুরু, ব্রাহ্মণ সকল

বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের) গুরু, নারীদের স্বামীই একমাত্র গুরু এবং সকলের পক্ষেই অতিথি গুরু।

**ভাবার্থপ্রকাশ :** হিন্দু সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চার বর্ণ। এই চার বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য দ্বিজ বা দ্বিজাতি। মাতৃগর্ভ থেকে জন্মলাভ প্রথম জন্ম এবং উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা দ্বিতীয় জন্ম—তাই এঁরা দ্বিজ। বৈদিক যুগে অগ্নি প্রধান এবং প্রথম উপাস্য। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ দ্বিজাতির নিত্য কর্তব্য। তাই অগ্নি দ্বিজাতির গুরু—এরকম বলা হয়েছে। চারবর্ণের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। অধ্যাপনা, যাজন প্রভৃতি কর্মে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার ছিল। যেকোন সংস্কার কর্মে, বিদ্যাশিক্ষায় ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব। তাই বর্ণশ্রেষ্ঠব্রাহ্মণ অন্য সকল বর্ণের গুরু। স্ত্রীলোকের একমাত্র গুরু পতি বা স্বামী। স্বামীর মনোবৃত্তি অনুধাবন করে তাঁর সন্তোষবিধান—স্ত্রীজাতির পরম কর্তব্য বলে বিহিত। পতির ধর্মই স্ত্রীর ধর্ম। অতিথি সকলের গুরু।

‘ন-যজ্ঞ’ পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্যতম বলে স্বীকৃত। ভারতীয় সংস্কৃতিতে অতিথির উচ্চ মর্যাদা। অতিথিসেবাকে ‘অতিথিযজ্ঞ’ বলা হয়ে থাকে। মনুসংহিতায় আছে—“অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃ যজ্ঞস্ত তর্পণম্। হোমো দৈবো বলির্ভৌতো ন্যজোহতিথিপূজনম্ ॥” যে মানুষ গৃহস্থের বাড়ীতে একাধিক তিথি (দিন) থাকেন না তিনি অতিথি। “যস্য ন জায়তে নাম ন চ গোত্রং ন চ স্থিতিঃ। অকস্মাদ্ গৃহমায়াতি সোহতিথিঃ প্রোচ্যতে বুধেঃ ॥” হিন্দুধর্মে নিয়তই অতিথিসেবার কথা বলা হয়েছে।

॥ ৪৮ ॥

অতিদর্পে হতা লক্ষা অতিমানে চ কৌরবাঃ।

অতিদানে বলির্বদ্ধঃ সর্বমত্যন্তগর্হিতম্ ॥

**বিসন্ধি :** বলিঃ + বদ্ধঃ। সর্বম্ + অত্যন্তগর্হিতম্।

**অর্থ :** অতিদর্পে লক্ষা হতা, অতিমানে কৌরবাঃ (হতাঃ), অতিদানে বলিঃ বদ্ধঃ, সর্বম্ অতি অত্যন্তগর্হিতম্ (ভবতি)।

**বাংলা প্রতিশব্দ :** অতিদর্পে (অতি অহঙ্কারে, রাবণের ঔদ্ধত্যে) লক্ষা হতা (লক্ষা নগরী বিনষ্ট হয়েছিল), অতিমানে (অতিরিক্ত অভিমানের কারণে) কৌরবাঃ (কৌরবেরা, কুরুবংশীয়েরা) (হতাঃ—বিনষ্ট হয়েছিল), অতিদানে (অতিরিক্ত দানের ফলে, দানের প্রতিশ্রুতি রক্ষার কারণে) বলিঃ (রাজা বলি) বদ্ধঃ (সত্যে আবদ্ধ হয়েছিলেন), সর্বম্ (সব কিছুই) অতি (অতিরিক্ত) অত্যন্তগর্হিতম্ (পরিণামে খারাপ হয়—কোন কিছুই বেশী ভাল নয়)।

**বঙ্গানুবাদ :** অতিরিক্ত অহঙ্কারে লক্ষা নগরী বিনষ্ট হয়েছিল, অতিরিক্ত অভিমানের কারণে কৌরবেরা বিনষ্ট হয়েছিল, অতিরিক্ত দানের ফলে (রাজা) বলি সত্যে আবদ্ধ হয়েছিলেন, কোন কিছুই অতিরিক্ত ভাল নয় (আফ্রিক অনুঃ সব কিছুই বাড়াবাড়ি



পরিণামে অমঙ্গলের হয়)।

ভাবার্থপ্রকাশঃ লঙ্কাধীশ রাবণ খুব দাঙ্কি ছিলেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁকে বর দিতে চাইলেন। রাবণ প্রার্থনা করলেন দেব-দানব-গন্ধর্ব-যক্ষ কেউই যেন তাঁকে পরাভূত করতে না পারে। নিজের বীরত্বে তিনি এত অহঙ্কারী ছিলেন যে কোন মানুষ বা বানর তাঁর সমকক্ষ হতে পারে একথা তিনি ভাবতেই পারেননি। অথচ সেই মানুষের হাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। বানরসেনা লঙ্কা ধ্বংস করে। শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে প্রত্যর্পণ করার জন্য অনুরোধ জানালেও দাঙ্কি রাবণ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং পরিণামে লজ্জাকর মৃত্যু বরণ করেন।

কৌরবেরা অত্যধিক অভিমানের কারণে নিজেদের মৃত্যু ডেকে এনেছিলেন। কুরুক্ষেত্র-মহাযুদ্ধের মুখে কৌরব-পাণ্ডব উভয়পক্ষই শ্রীকৃষ্ণকে নিজ-পক্ষে পাওয়ার চেষ্টায় দ্বারকায় যান। শ্রীকৃষ্ণ তখন নিদ্রিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের স্থির বিশ্বাস ছিল—নিদ্রাভঙ্গের পর তিনি যাকে প্রথমে দেখবেন—সেই পক্ষে যোগ দেবেন। দুর্যোধনের তা জানা থাকা সত্ত্বেও এবং পায়ের কাছে বসলেই প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিগোচর হওয়া যাবে—এটা বোঝা সত্ত্বেও অভিমানবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের পায়ের কাছে না বসে মাথার পাশে বসলেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পায়ের দিকে বসলেন এবং যথানিয়মে অর্জুনকেই শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে দেখলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করলেন এবং মূলতঃ তাঁরই পরিচালনায় পাণ্ডবেরা যুদ্ধে জয়ী হয় এবং কৌরবকুল ধ্বংস হয়। দুর্যোধনের অভিমানই এই পতনের কারণ। যুদ্ধের পূর্বে পাণ্ডবদের সামান্য কয়েকটি গ্রামের প্রার্থনাও দুর্যোধন অভিমানবশতঃ প্রত্যাখ্যান করে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কারণ হয়েছেন।

দৈত্যরাজ বলি তপস্যার বলে ত্রিভুবনের অধীশ্বর হন। ইনি দানবীর ছিলেন। প্রার্থীকে কোনদিন তিনি বিমুখ করতেন না। স্বর্গচ্যুত দেবতারা নারায়ণকে পাঠালেন বলির কাছে। নারায়ণ বামনরূপ ধারণ করে বলির কাছে উপস্থিত হলেন এবং ত্রিপাদ ভূমি অর্থাৎ তিনবার পদক্ষেপ করার মত জায়গা প্রার্থনা করলেন। দৈত্যগুরু শুক্রনাথ যোগবলে নারায়ণের প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হন এবং বলিকে ঐ প্রার্থনা রক্ষা না করার অনুরোধ করেন। বলি সে কথায় কর্ণপাত করেন না এবং নিজের দানের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখার বাসনায় বামনবেশী নারায়ণের প্রার্থনা স্বীকার করেন। মুহূর্ত্তে বামনরূপ পরিত্যাগ করে নারায়ণ বিশাল আকৃতি ধারণ করলেন এবং এক পদক্ষেপে স্বর্গ, আরেক পদক্ষেপে মর্ত্তা আবৃত করে ফেললেন। অতঃপর নাভিদেশ থেকে নির্গত তৃতীয় পা তিনি বলির মাথায় স্থাপন করেন এবং তাকে পাতালে আবদ্ধ করেন। প্রত্যেক কাজেরই মাত্রা থাকা উচিত—মাত্রাহীন কোন কিছুই ভালো নয়—এই বক্তব্য।

‘বৃদ্ধ চাণক্যের’ একটি শ্লোক আছে—

“অতিরূপেণ বৈ সীতা অতিগর্বেণ রাবণঃ।

অতিদানান্ বলির্বদ্ধো অতি সর্বত্র বর্জয়েৎ॥”

॥ ৪৯ ॥

বস্ত্রহীনস্তলঙ্কারো ঘৃতহীনঞ্চ ভোজনম্।

স্তনহীনা চ যা নারী বিদ্যাহীনঞ্চ জীবনম্॥

বিসন্ধিঃ বস্ত্রহীনঃ + তু + অলঙ্কারঃ। ঘৃতহীনম্ + চ। বিদ্যাহীনম্ + চ।

অর্থঃ অলঙ্কারঃ বস্ত্রহীনঃ (ন শোভতে), ভোজনং চ ঘৃতহীনং (ন শোভতে), যা নারী চ স্তনহীনা (সান শোভতে), জীবনং চ বিদ্যাহীনং (ন শোভতে)।

বাংলা প্রতিশব্দঃ অলঙ্কারঃ (অলঙ্কার) বস্ত্রহীনঃ (বস্ত্রহীন হলে অর্থাৎ উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত না হলে) ন শোভতে—(শোভা পায় না), ভোজনম্ (আহার) ঘৃতহীনম্ চ (ঘৃতহীন হলে অর্থাৎ আহারের সময় ঘি দেওয়া না হলে) (ন শোভতে—তা সুখকর হয় না), যানারী (যেনারী) স্তনহীনা (সুন্দর স্তনহীন) সান শোভতে—সেই নারী শোভা পায় না), জীবনম্ (জীবন) বিদ্যাহীনম্ (বিদ্যাহীন) হলে অর্থাৎ বিদ্যা অর্জন না করলে) (ন শোভতে—শোভা পায় না, অর্থাৎ নিরর্থক)।

বঙ্গানুবাদঃ (উপযুক্ত) পরিচ্ছদ ছাড়া অলঙ্কার শোভা পায় না, ঘৃত বিহীন আহার সুখকর হয় না, যেনারীর (সুন্দর) স্তন নাই—সে নারী শোভা পায় না, বিদ্যাহীন জীবনও নিরর্থক।

ভাবার্থপ্রকাশঃ এই সংসারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কোন জিনিষের আপন মাহাত্ম্য তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন তার সঙ্গে বিশেষ কোন সহযোগী থাকে। অন্যথায় সে মাহাত্ম্য প্রকটিত হয় না। কোন নারী বা পুরুষ মাহাত্ম্য অলঙ্কারে তখনই প্রকাশিত হয় না। অনুরূপভাবে মেহদ্রব্যের স্পর্শহীন রূক্ষ আহার্যদ্রব্য রুচিকর হয় না, পুষ্টিকর নয়। নারীর সৌন্দর্যসুধার আধার তার সুন্দর স্তন। যে নারী স্তনহীন অর্থাৎ সুন্দর স্তনের অধিকারিণী নয়—সে নারী কোন পুরুষের কাছেই আকর্ষণীয় হয় না। বিদ্যাহীন জীবনও অসুন্দর। নির্গন্ধ কিংগুক ফুলের মত তার সমাদর হয় না। ইতিপূর্বেও এক শ্লোকে বলা হয়েছে ‘অবিদ্যাং জীবনং শূন্যম্’। বিদ্যাহীন জীবনযাপন পশুর জীবনধারণের তুল্য।

॥ ৫০ ॥

ভোজ্যং ভোজনশক্তিঞ্চ রতিশক্তির্বরস্রিয়ঃ।

বিভবো দানশক্তিঞ্চ নান্স্য তপসঃ ফলম্ ॥

বিসন্ধিঃ ভোজনশক্তিঃ + চ। রতিশক্তিঃ + বরস্রিয়ঃ। দানশক্তিঃ + চ। ন +

অল্পস্য।



অম্বয়ঃ ভোজ্যং ভোজনশক্তিঃ চ, রতিশক্তিঃ বরপ্রিয়ঃ (চ), বিভবঃ দানশক্তিঃ চ—  
অল্পস্য তপসঃ ফলং ন।

বাংলা প্রতিশব্দঃ ভোজ্যম্ (আহার্য দ্রব্য) ভোজনশক্তিঃ চ (এবং আহারের ক্ষমতা, হজমের ক্ষমতা), রতিশক্তিঃ (কামোপভোগের ক্ষমতা) বরপ্রিয়ঃ চ (এবং উত্তম স্ত্রী, সুন্দরী যৌবনবতী নারী), বিভবঃ (ধন-সম্পত্তি) দানশক্তিঃ চ (এবং দানের ইচ্ছা)—  
অল্পস্য তপসঃ (অল্প তপস্যার) ফলম্ ন (ফল নয়)।

বঙ্গানুবাদঃ আহার্য দ্রব্য এবং তা গ্রহণের ক্ষমতা (হজম শক্তি) থাকা, কামোপভোগের ক্ষমতা এবং সুন্দরী স্ত্রী থাকা, ধন-সম্পত্তি এবং দানের ইচ্ছা থাকা—এসব অল্প তপস্যার ফল নয়।

ভাবার্থপ্রকাশঃ সুখের উপকরণের সার্থকতা ভোগে। ভোগের উপায় আবার সুখের উপকরণ। উপকরণ থাকলেই ভোগ করা যাবে এরকম কথা বলা যায় না। এ সংসারে বহু বিত্তবান লোক আছে যাদের ঘরে আহার্যের অভাবের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় সে আহার্য গ্রহণের ক্ষমতা তাদের থাকে না। আহার এবং তা গ্রহণ করার ক্ষমতা—দুটো একত্রে থাকলে তবেই প্রকৃত উপযোগ। অন্যথা তার সার্থকতা থাকে না। দুঃখের কথা এই যে অনেকক্ষেত্রেই তা ঘটে না। যার ঘরে আহার্যের ছড়াছড়ি—সে তা গ্রহণে অক্ষম। অনেক ঘরে ক্ষুধার জ্বালা—সেখানে আহার্য নেই।

স্ত্রীসঙোগে সক্ষমের কপালে হয়ত সুন্দর স্ত্রী জোটে না। অক্ষম, নিরীষ পুরুষের জীবনসঙ্গিনী পরমসুন্দরী যৌবনবতী স্ত্রী। প্রবাদ আছে—‘বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা।’

ধন-সম্পত্তির প্রকৃত সার্থকতা দানে। জীবনধারণের জন্য আবশ্যিক পরিমাণ অর্থের অতিরিক্ত বৈভব কেবল সঞ্চি ত করে রাখলে কি লাভ। পুরবতী বংশধরের জন্য রাখা সেই সম্পত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপাত্রে দান হয়। তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পত্তি দানের মাধ্যমেই সার্থকতা পায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে ধনী—সে আরও ধনী হতে চায়। “ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি”। দানের প্রবৃত্তিই তার থাকে না। বিপরীতপক্ষে সামান্য নির্ধনকেও সাধ্যানুযায়ী দান করতে দেখা দেয়। এই শ্লোকে তাই বলা হয়েছে—ভোগের শক্তি আর ভোগের উপকরণ, দানের ক্ষমতা আর দানের প্রবৃত্তি একসঙ্গে দেখা পাওয়া দুর্লভ। পূর্বজন্মের সুকৃতি প্রভূতি থাকলে তবেই এই মণিকাঞ্চ ন সংযোগ হয়।

॥ ৫১ ॥

পুত্রপ্রয়োজনা দারাঃ পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনঃ।

হিতপ্রয়োজনং মিত্রং ধনং সর্বপ্রয়োজনম্।

অম্বয়ঃ দারাঃ পুত্রপ্রয়োজনাঃ, পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ, মিত্রং হিতপ্রয়োজনম্, ধনং সর্বপ্রয়োজনম্।

বাংলা প্রতিশব্দঃ দারাঃ (স্ত্রী, বিবাহিতা স্ত্রী) পুত্রপ্রয়োজনাঃ (পুত্রের জন্য প্রয়োজন, পুত্রজন্মের জন্য বিবাহিতা স্ত্রীর প্রয়োজন), পুত্রঃ (পুত্র) পিণ্ডপ্রয়োজনঃ (পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানের জন্য প্রয়োজন), মিত্রম্ (বন্ধু) হিতপ্রয়োজনম্ (মঙ্গলসাধনের জন্য প্রয়োজন), ধনম্ সর্বপ্রয়োজনম্ (সবকিছুর জন্যই অর্থের প্রয়োজন)।

বঙ্গানুবাদঃ পুত্রের জন্য (বিবাহিতা) স্ত্রীর প্রয়োজন, (পিতৃপুরুষের) পিণ্ডদানের জন্য পুত্রের প্রয়োজন, হিতসাধনের জন্য বন্ধুর প্রয়োজন আর সব কিছুর জন্যই ধনের প্রয়োজন।

ভাবার্থপ্রকাশঃ এ জগতে কোন্ জিনিষের কিসে উপযোগিতা তা এই শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা’—এই হচ্ছে ভারতীয় ধর্মের কথা। কেবল জৈবিক সুখভোগেই বিবাহের সার্থকতা নয়। বংশরক্ষার জন্য সন্তান-সন্ততির জন্ম দেওয়া বিবাহিত নারী-পুরুষের একান্ত কর্তব্য। ‘মহাভারতে’ বলা হয়েছে—

“ইষ্টং দত্তং তপস্তপ্তং নিয়মশ্চ স্মৃতিতঃ।

সর্বমেবানপত্যস্য ন পাবনমিহোচ্যতে।”

(আদিপর্ব)

এটা একটা সামাজিক দায়িত্ব। পুত্র ব’লতে এখানে পুত্র-কন্যা দুই-ই ধরা যেতে পারে, যদিও পিণ্ডাদিপ্রদান বা তর্পণের অধিকার পুত্রেরই হওয়ায় সেই অর্থ অধিকতর গ্রাহ্য। পুত্রের প্রয়োজন মৃত্যুর পর পিণ্ডাদিপ্রদানে। মৃত্যুতে পাঞ্চ ভৌতিক দেহের নাশ হয়। সূক্ষ্ম শরীরের কিন্তু নাশ হয় না। কর্মফল অনুসারে তা প্রথমে পিতৃলোকে এবং পরে অন্যান্য লোকে গমন করে। প্রেতপুরুষের উদ্দেশে প্রতি বৎসর পুত্র যে পিণ্ড প্রদান করে তাই তাদের আহার্য হয়। উল্লেখ থাকে যে মনুষ্যলোকের ৩৬৫ দিন পিতৃলোকের একদিন। তাই বৎসরান্তে শ্রাদ্ধ করলেও পিতৃলোকে তা প্রতিদিন হিসাবেই গণ্য হয়। এই প্রসঙ্গে কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তল’ নাটকের রাজা দুষ্যন্তের উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে। “অস্মাৎ পরং বত যথাস্মৃতি সংভূতানি / কো নঃ কুলে নিবপনানি নিযচ্ছতিতি। নূনং প্রসূতিবিকলেন ময়া প্রসিদ্ধং / যৌতাশ্রমশেষমুদকং পিতরঃ পিবন্তি।” (৬/২৫) (অর্থঃ আমাদের বংশে আমার মৃত্যুর পরে বৈদিক বিধানানুসারে পিণ্ড প্রভৃতি কে দেবেন এই কথা ভেবে পুত্রহীন আমি তর্পণ করে যেই জল দিচ্ছি, সেই জল দিয়ে তাঁরা নিজেদের চোখের জল ধুয়ে তারপর বাকী অংশ পান করছেন।) যাই হোক, ভারতীয় সংস্কারে পিণ্ডপ্রদান পুত্রের অবশ্য কর্তব্য। ‘পুং’ নামক নরক থেকে পিতাকে রক্ষা করে, তাই ‘পুত্র’ এই নাম। পিণ্ড প্রাপ্তির জন্য এই পুত্রের জন্ম দেওয়া অবশ্য পালনীয় ধর্ম।

সংসারে বন্ধুর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বন্ধুহীন জীবন রক্ষ মরুভূমির মত মনে হয়।



বিপদের সময় বন্ধুই একমাত্র ভরসা। পরস্পর মঙ্গলসাধনেই বন্ধুত্বের সার্থকতা। এই প্রসঙ্গে ‘সুভাষিত-রত্ন ভাণ্ডাগারে’ সঙ্কলিত দুটি শ্লোক উল্লেখ করা হচ্ছে—

“করাবিস শরীরসা নেত্রয়োরিব পক্ষুণী।

অবিচার্য প্রিয়ং কুর্যাৎ তন্নিগ্রং মিত্রমুচ্যতে।।”

“পাপান্নিবারয়তি যোজয়তে হিতায়

গুহ্যানি গৃহতি গুণান্ প্রকটীকরোতি।

আপদগতং চ ন জহাতি দদাতি কালে

সমিত্রলক্ষণমিদং প্রবদন্তি সন্তঃ।।”

ধন বা অর্থ সকল প্রয়োজনে ব্যবহার হয়। অর্থহীন ব্যক্তির জীবনও অর্থহীন। জীবনের সামান্যতম প্রয়োজনেও অর্থই একমাত্র উপায়। জীবনধারণ, মান-সম্মান, বিপদ-উদ্ধার—সকল কাজেই অর্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই অর্থ সকল কাজের উপায়—এ রকম বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দু-একটি শ্লোক উল্লেখের দাবী রাখে।

“ধনমর্জয় কাবুৎস্থ ধনমূলমিদং জগৎ।

অন্তরং নৈব পশ্যামি নির্বনস্য মৃতস্য চ।।”

“ন নরস্য নরো দাসো দাসশচার্যস্য ভূপতে।

গৌরবং লাঘবং বাপি ধনং ধননিবন্ধনম্।।”

॥ ৫২ ॥

দুর্লভং প্রাকৃতং বাক্যং দুর্লভঃ ক্ষেমকৃৎ সুতঃ।

দুর্লভা সদৃশী ভার্যা দুর্লভঃ স্বজনঃ প্রিয়ঃ।।

অর্থঃ : প্রাকৃতং বাক্যং দুর্লভম্, ক্ষেমকৃৎ সুতঃ দুর্লভঃ, সদৃশী ভার্যা দুর্লভা, প্রিয়ঃ স্বজনঃ দুর্লভঃ।

বাংলা প্রতিশব্দ : প্রাকৃতং বাক্যম্ (সত্য কথা, যথার্থ বাক্য) দুর্লভম্ (দুর্লভ), ক্ষেমকৃৎ সুতঃ (পিতামাতার কল্যাণকর পুত্র) দুর্লভঃ (দুর্লভ), সদৃশী ভার্যা (সমান গুণসম্পন্ন স্ত্রী) দুর্লভা (দুর্লভ), প্রিয়ঃ স্বজনঃ (মঙ্গলকারী আত্মীয়স্বজন) দুর্লভঃ (দুর্লভ)।

বঙ্গানুবাদ : যথার্থ বাক্য দুর্লভ, (পিতামাতার) সুখকর পুত্র দুর্লভ, সমানগুণসম্পন্ন স্ত্রী দুর্লভ, মঙ্গলকারী আত্মীয়স্বজন দুর্লভ।

ভাবার্থপ্রকাশ : সংসারে কোন্ কোন্ জিনিষ দুর্লভ, তা এই শ্লোকে বলা হয়েছে। যথার্থ কথা, সত্য কথা—এ সংসারে নিতান্তই দুর্লভ। হিতকারী হলেও অপ্রিয় কথা কেউ বলতে চায় না। পরিচিতির খাতিরে অকারণ স্তুতি করা মানুষের স্বভাব। খুব কম লোকই আছেন যিনি প্রকৃত সত্য কথা স্পষ্টভাবে জানাতে ভয় পান না। স্বার্থের কারণে, ভয়ের কারণে, অপ্রীতির ভয়ে—যথার্থ মূল্যায়ন জানাতে ভয় পান না। মঙ্গলকর এবং সেই

সঙ্গে প্রতিমধুর—এরকম বাক্য দুর্লভ। তুলনীয়ঃ “হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ”। আর তাই প্রকৃত সত্য অনেকক্ষেত্রেই গোপনই থাকে।

পিতামাতার পরম আদরের পুত্র প্রায়শই বিরূপ আচরণ করে। শিক্ষিত, সংযত, বিনয়ী, সেবাপরায়ণ পুত্রের আকর্ষণ সকল পিতামাতার। কিন্তু তা খুব কম পিতামাতার ভাগ্যেই জোটে।

স্বামীর সমানগুণসম্পন্ন স্ত্রী কদাচিৎ চোখে পড়ে। “যঃ সুন্দরসুন্দরিতা কুরুপা/ যা সুন্দরী সা পতিরূপহীনা। যত্রোভয়ং তত্র দরিত্রতা চ/বিধেবিচিত্রাণি বিচেষ্টিতানি।।” বিপরীতক্রমে বিরুদ্ধ গুণবিশিষ্ট স্বামী স্ত্রী জগতে সুলভ।

মঙ্গলকাক্ষী এবং মঙ্গলকারী আত্মীয়স্বজনও জগতে দুর্লভ। ঈর্ষ্যাদ্বেষকলুষিত মনে তারা প্রায়ই অনিষ্ট সাধন করে—উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে।

॥ ৫৩ ॥

শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে।

সাধবো ন হি সর্বত্র চন্দনো ন বনে বনে।।

অর্থঃ : মাণিক্যং শৈলে শৈলে ন (বিদ্যতে), মৌক্তিকং গজে গজে ন (বিদ্যতে), সাধবঃ সর্বত্র ন হি (বিদ্যতে), চন্দনঃ বনে বনে ন (বিদ্যতে)।

বাংলা প্রতিশব্দ : মাণিক্যং (মাণিক্য, মণি) শৈলে শৈলে (সকল পর্বতে) ন বিদ্যতে (থাকে না, পাওয়া যায় না), মৌক্তিকং (গজমুক্তা, হাতীর মাথায় উৎপন্ন উজ্জল পদার্থবিশেষ) গজে গজে (সকল হাতীতে) ন বিদ্যতে (হয় না, থাকে না), সাধবঃ (সাধু ব্যক্তি, সজ্জন) সর্বত্র ন হি (সর্বত্র থাকেন না), চন্দনঃ (চন্দন) বনে বনে (সকল বনে) ন বিদ্যতে (থাকে না, পাওয়া যায় না)।

বঙ্গানুবাদ : সকল পর্বতে মাণিক্য মেলে না, সকল হাতীতে গজমুক্তা উৎপন্ন হয় না, সজ্জন পুরুষের সর্বত্র দেখা পাওয়া যায় না, সকল বনে চন্দন থাকে না।

ভাবার্থপ্রকাশ : ভালো জিনিষের সংখ্যা জগতে বেশী হয় না। আর তাই সর্বত্র চোখেও পড়ে না। পর্বতে মাণিক্য থাকে—কিন্তু সকল পর্বতে নয়। সামান্য দু-একটি পর্বতে তার সন্ধান মেলে। হাতীর মাথায় গজমুক্তা জন্মায়। কিন্তু সব হাতীর মাথায় নয়। দৈবাৎ কোন হাতীর মাথায় তা পাওয়া যায়। দৃষ্ট লোকের সংখ্যা জগতে অসংখ্য। কিন্তু সজ্জন লোক আঙুলে গোণা যায়। সকলের প্রিয় সুরভি চন্দন সব বনে হয় না। বিশেষ দু-একজায়গায় চন্দন গাছের দেখা মেলে। এইসব জিনিষ কিংবা সজ্জন ব্যক্তি স্বভাবতই সকলের পরম আদরের। তদুপরি এগুলি অত্যন্ত দুর্লভ। সেইজন্য এগুলির সমাদর আরো বেশী।



॥ ৫৪ ॥

অশোচ্যো নির্ধনঃ প্রাজ্ঞোহশোচ্যঃ পণ্ডিতবান্ধবঃ।

অশোচ্যো বিধবা নারী পুত্রপৌত্রপ্রতিষ্ঠিতা ॥

বিসন্ধিঃ প্রাজ্ঞঃ + অশোচ্যঃ।

অর্থঃ : প্রাজ্ঞঃ নির্ধনঃ (অপি) অশোচ্যঃ, পণ্ডিতবান্ধবঃ (জনঃ) অশোচ্যঃ, পুত্রপৌত্রপ্রতিষ্ঠিতা বিধবা নারী (অপি) অশোচ্যো।

বাংলা প্রতিশব্দ : প্রাজ্ঞঃ (বিদ্বান্, জ্ঞানী পুরুষ) নির্ধনঃ অপি (নির্ধন দরিদ্র) অশোচ্যঃ (শোচনীয় নয়, দুঃখের বিষয় নয়), পণ্ডিতবান্ধবঃ (যে ব্যক্তির বন্ধু পণ্ডিত) অশোচ্যঃ (তিনিও শোচনীয় নন), পুত্রপৌত্রপ্রতিষ্ঠিতা (পুত্র-পৌত্র প্রভৃতির দ্বারা পরিপালিত) বিধবা নারী অপি (বিধবা নারীও) অশোচ্যো (শোচনীয় নন, দুঃখের বিষয় নন)।

বঙ্গানুবাদ : জ্ঞানী নির্ধন হলেও শোচনীয় নন, যে ব্যক্তির বন্ধু পণ্ডিত তিনিও শোচনীয় নন, পুত্রপৌত্রের দ্বারা পরিপালিতা বিধবা নারীও শোচনীয় নন।

ভাবার্থপ্রকাশ : দারিদ্র্য দুঃখের বিষয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির দারিদ্র্য কিন্তু তত দুঃখের নয়। কেননা সেই দারিদ্র্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না। নিজের বিদ্যাবত্তার দ্বারাই তিনি অন্যের সমাদরের পাত্র হন এবং খুব শীঘ্রই দারিদ্র্য দূর হয়। বিদ্যাহীন, অশিক্ষিত, মুখের দারিদ্র্য কিন্তু কিছুতেই ঘোচে না। জীবিকা অর্জন তার পক্ষে দুরূহ। তাই অশিক্ষিতের দারিদ্র্যই দুঃখের—প্রাজ্ঞের দারিদ্র্যের জন্য বিশেষ চিন্তার নেই। তাছাড়া মূর্খ ব্যক্তি শত অশ্বের রথে চড়ে গেলেও গুণের সমাদর জানেন এমন লোকের কাছে সম্মান পান না। বিদ্বান্ পায়ে হেঁটে গেলেও লোকে তার সম্মান করে।

“ইহ তুরগশতৈঃ প্রয়াস্ত মূঢ়া

ধনরহিতাস্তু বুধাঃ প্রয়াস্ত পশুতাম্।

গিরিশিখরগতাপি কাকপঙ্ক্তিঃ

পুলিনগতৈর্ন সমত্বমেতি হংসৈঃ ॥”

(সুভাষিত-রত্ন-ভাণ্ডাগার)

॥ ৫৫ ॥

অবিদ্যঃ পুরুষঃ শোচ্যঃ শোচ্যঃ মৈথুনমপ্রজম্।

নিরাহারঃ প্রজাঃ শোচ্যঃ শোচ্যঃ রাজ্যমরাজকম্ ॥

বিসন্ধিঃ : মৈথুনম্ + অপ্রজম্। রাজ্যম্ + অরাজকম্।

অর্থঃ : অবিদ্যঃ পুরুষঃ শোচ্যঃ, অপ্রজম্ মৈথুনং শোচ্যম্, নিরাহারঃ প্রজাঃ, শোচ্যঃ, অরাজকং রাজ্যং শোচ্যম্।

বাংলা প্রতিশব্দ : অবিদ্যঃ পুরুষঃ (বিদ্যাহীন পুরুষ) শোচ্যঃ (শোচনীয়, শোকে

বিষয়), অপ্রজং মৈথুনম্ (যে মিলনে সন্তান উৎপাদিত হয় না) শোচ্যম্ (শোচনীয়, শোকে বিষয়), নিরাহারঃ (অন্নহীন) প্রজাঃ (সাধারণ প্রজা, করদাতা সাধারণ প্রজা) শোচ্যঃ (শোকে বিষয়), অরাজকং রাজ্যং (অরাজক দেশ) শোচ্যম্ (শোকে বিষয়)।

বঙ্গানুবাদ : বিদ্যাহীন পুরুষ শোকে বিষয়, বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের যে মিলনে সন্তান উৎপাদিত হয় না—তাও শোকে। (করদাতা) প্রজাসাধারণ যদি নিরাহার থাকে তবে তাও দুঃখের আর অরাজক রাজ্যও দুঃখের।

ভাবার্থপ্রকাশ : আগের শ্লোকে কোন কোন বিষয় দুঃখজনক বা শোকে যোগ্য নয় তা বলা হয়েছে। এই শ্লোকে জগতে শোকে বিষয়গুলোর উল্লেখ করা হচ্ছে। বিদ্যাহীন পুরুষ সর্বদাই দুঃখের বিষয়। সারাজীবনই তাকে দুঃখভোগের মধ্যে কাটাতে হয়। সমাজে সম্মানলাভ হয় না, উন্নত জীবিকা অর্জন হয় না বিধায় আর্থিক, মানসিক, সামাজিক সবদিকেই তার দুঃখ। যে স্ত্রীসঙ্গমে সন্তান উৎপাদন হয় না তাও শোকে বিষয়। যে প্রজারা অনাহারে থাকে তারাও শোকে বিষয়। প্রজারা রাজাকে কর দেয় এই আশায় যে রাজা তাদের রক্ষা করবেন। তাদের ভরণ-পোষণের সাহায্য করবেন। কিন্তু সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত প্রজারা দুঃখের পাত্র। অরাজক রাজ্যও দুঃখের বিষয়। দণ্ডধর রাজা শাসন করেন বলেই প্রজারা নিজ নিজ সুখ ভোগ প্রভৃতি করতে পারেন। কিন্তু রাজা যদি শাসন পরিচালনায় অক্ষম হন তবে দেশে মাৎস্যন্যায় প্রবর্তিত হয়। বলবান দুর্বলকে উৎপীড়িত করে। জলে যেমন বড় মাছ ছোট মাছকে গিলে খায় তেমনি প্রবলের অত্যাচারে দরিদ্রের, দুর্বলের আর দুঃখের শেষ থাকে না। ‘মনুসংহিতা’য় আছে—

“যদি না প্রণয়েদ্রাজা দণ্ডং দণ্ডোহতদ্রিতঃ।

জলে মৎস্যানিবাপক্ষ্মন্ দুর্বলান্ বলবন্তরাঃ ॥

অদ্যাৎ কাকঃ পুরোডাশং শ্বা চ লিহ্যাদ্ধ বিস্তৃতা।

সাম্যাং চ ন স্যাৎ কশ্মিৎশ্চিৎ প্রবর্তেতাধরোত্তরম্ ॥”

(৭।২০, ২১)

॥ ৫৬ ॥

কুলীনৈঃ সহ সম্পর্কং পণ্ডি তৈঃ সহ মিত্রতাম্।

জ্ঞাতিভিঃ সমং মেলং কুর্বাণো ন বিনশ্যতি ॥

বিসন্ধিঃ : জ্ঞাতিভিঃ + চ।

অর্থঃ : কুলীনৈঃ সহ সম্পর্কং কুর্বাণঃ ন বিনশ্যতি, পণ্ডিতৈঃ সহ মিত্রতাং (কুর্বাণঃ ন বিনশ্যতি), জ্ঞাতিভিঃ সমং মেলং (কুর্বাণঃ) চ (ন বিনশ্যতি)।

বাংলা প্রতিশব্দ : কুলীনৈঃ সহ (সৎকুলজাত বা শ্রেষ্ঠ বংশোদ্ভূত পুরুষের সঙ্গে) সম্পর্কং কুর্বাণঃ (সম্পর্ক স্থাপন করেছেন এমন ব্যক্তি, বিবাহাদির দ্বারা সম্বন্ধ স্থাপন



করেছেন এমন ব্যক্তি) ন বিনশ্যতি (বিনাশ প্রাপ্ত হন না, বিপদে পড়েন না), পণ্ডিতঃ সহ (পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে) মিত্রতাং কুর্বাণঃ ন বিনশ্যতি (বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন এমন ব্যক্তি বিপদে পড়েন না), জ্ঞাতিভিঃ সমম্ (জ্ঞাতিবর্গের সঙ্গে, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে) মেলং কুর্বাণঃ (মিলেমিশে থাকেন এমন ব্যক্তি) ন বিনশ্যতি (বিনাশ প্রাপ্ত হন না, বিপদে পড়েন না)।

**বঙ্গানুবাদ :** শ্রেষ্ঠ বংশীয় পুরুষের সঙ্গে বিবাহাদি দ্বারা সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন এমন ব্যক্তি বিপদে পড়েন না, পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন এমন ব্যক্তি বিপদে পড়েন না এবং আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মিলেমিশে থাকেন এমন ব্যক্তি বিপদে পড়েন না।

**ভাবার্থপ্রকাশ :** সমাজবদ্ধ জীব মানুষের এককভাবে বাঁচা সম্ভব নয়। বিভিন্ন লোকের সহায়তা গ্রহণ তাকে করতেই হয়। বিবাহাদি সম্পর্কের দ্বারা মানুষ অধিকতর উচ্চবংশের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে এই আশায় যে বিপদের সময় তারা সাহায্যের হাত প্রসারিত করবে। অনুরূপভাবে পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে যিনি মিত্রতা স্থাপন করেন, তাঁর বহু উপকার সাধিত হয়। বিপদের সময় সদুপদেশ, যথার্থ কর্তব্যনির্ণয় প্রভৃতিতে পণ্ডিতব্যক্তির সাহায্য অত্যাৱশ্যক। যিনি জ্ঞাতিবর্গের সঙ্গে সৌহৃদ্য বজায় রেখে চলেন তিনিও কোন অসুবিধায় পড়েন না—বিপদের সময়, অভাবের সময় জ্ঞাতিজনের সহায়তায় তিনি তা থেকে উদ্ধার পান। সুতরাং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, পণ্ডিত ব্যক্তি এবং জ্ঞাতিবর্গের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন এবং রক্ষা সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। ‘মনুসংহিতা’র ৪র্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

“উত্তমৈরুত্তমৈর্নিত্যং সম্বন্ধানচরেৎ সহ।

নির্নিযুঃ কুলমুৎকর্ষমধমানধমাংস্ত্যজেৎ॥”

অর্থাৎ যত বেশী অধমের সম্পর্ক পরিত্যাগ করে উত্তমের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় ততই কুলের গৌরব বাড়ে।

॥ ৫৭ ॥

কষ্টা বৃত্তিঃ পরাধীনা কষ্টো বাসো নিরাশ্রয়ঃ।

নির্দীনো ব্যবসায়শ্চ সর্বকষ্টা দরিদ্রতা ॥

**বিসন্ধি :** ব্যবসায়ঃ + চ।

**অর্থ :** পরাধীনা বৃত্তিঃ কষ্টা, নিরাশ্রয়ঃ বাসঃ কষ্টঃ, নির্দীনঃ ব্যবসায়ঃ চ (কষ্টঃ), দরিদ্রতা সর্বকষ্টা।

**বাংলা প্রতিশব্দ :** পরাধীনা বৃত্তিঃ (পরাধীন জীবিকা) কষ্টা (কষ্টকর), নিরাশ্রয়ঃ বাসঃ (নিরাশ্রয় ব্যক্তির অন্যের গৃহে থাকা) কষ্টঃ (কষ্টকর), নির্দীনঃ ব্যবসায়ঃ চ (ধনশূন্য ব্যক্তির ব্যবসা বাণিজ্য করাও) কষ্টঃ (কষ্টকর), দরিদ্রতা (আর দারিদ্র্য) সর্বকষ্টা (সকল রকম কষ্টের কারণ)।

**বঙ্গানুবাদ :** পরাধীন জীবিকা কষ্টকর, নিরাশ্রয় ব্যক্তির পরগৃহে বাসবাস কষ্টকর, ধনহীনের পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য করা কষ্টকর আর দারিদ্র্য সকল কষ্টের কারণ।

**ভাবার্থপ্রকাশ :** জীবনধারণের জন্য প্রত্যেকেরই একটি জীবিকা থাকে। কেউ শিক্ষক, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ বা সরকারী কর্মচারী। স্বাধীন জীবিকায় কোন গ্লানি নেই। কিন্তু পরাধীন জীবিকায় বহু তিক্ত, অপমানজনক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। “সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্।” স্বাধীনতার চাইতে বড় সুখ আর কিছু নেই। বেশী বেতনের পরাধীন জীবিকার চাইতে সামান্য বেতনের স্বাধীন জীবিকা শ্রেয়ঃ। আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকলেও তাতে মানসিক শান্তি থাকে।

“স্বাভিপ্রায়পরোক্ষস্য পরিচিন্তানুবর্তিনঃ।

স্বয়ং বিক্রীতদেহস্য সেবকস্য কুতঃ সুখম্॥”

নিরাশ্রয় ব্যক্তির জীবনও খুবই কষ্টকর। লোকে বিপদে-আপদে কাউকে আর্থিক সাহায্য করলেও করতে পারে—কিন্তু ঘরে আশ্রয় সাধারণতঃ কেউ দিতে চায় না। আশ্রয় পেলেও নিরাশ্রয় ব্যক্তির কপালে সতত গ্লানিকর অভিজ্ঞতা অবশ্যপ্রাপ্ত।

ব্যবসায়ের প্রধান উপায় অর্থ। নির্ধনের ব্যবসায়িক বুদ্ধি থাকলেও তা কাজে লাগানো যায় না। ঋণ করে ব্যবসা বেশী চালানো সম্ভব নয়—বিশেষতঃ সুদ প্রভৃতিতে প্রচুর ব্যয় করতে হয় বলে লাভ বিশেষ হয় না। তাই নির্ধনের ব্যবসা কষ্টকর এরকম বলা হয়েছে।

দারিদ্র্য সব রকমের কষ্টদায়ক। জীবনধারণের জন্য দরিদ্র ব্যক্তি যেকোন কুর্কম করে বসে। ঘরে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কাছে সম্মান থাকে না। প্রয়োজনে ভিক্ষাবৃত্তি পর্যন্ত গ্রহণ করতে হয়। দরিদ্রকে জ্ঞাতিরা তাগ কর, বন্ধুরা দূরে রাখে। ফলে সবদিকেই দরিদ্র শূন্য দেখে। ‘সর্বশূন্য দরিদ্রতা’। তুলনীয় :

“উন্নতোইপি বিশদোহপি কোমলোহ—

পাদ্য জাতাহরণক্ষমোহপি চ।

অন্তরুজ্জ্বলগুণোহপি নির্ধন—

স্তূলরাশিরিব যাতি লাঘবম্॥”

(বিদ্যাকরসহস্রক—‘মহাসুভাষিত-সংগ্রহে’ সংকলিত)

॥ ৫৮ ॥

তস্করস্য কুতো ধর্মো দুর্জনস্য কুতঃ ক্ষমা।

বেশ্যানাঞ্চ কুতঃ স্নেহঃ কুতঃ সত্যঞ্চ কামিনাম্॥

**বিসন্ধি :** বেশ্যানাম্ + চ। সত্যম্ + চ।

**অর্থ :** তস্করস্য ধর্মঃ কুতঃ? দুর্জনস্য ক্ষমা কুতঃ? বেশ্যানাঞ্চ স্নেহঃ কুতঃ? কামিনাঞ্চ সত্যং কুতঃ?

**বাংলা প্রতিশব্দ :** তস্করস্য ধর্মঃ কুতঃ (তস্করের অর্থাৎ চোরের আবার ধর্ম কি)?



দুর্জনস্য ক্ষমা কুতঃ (দুষ্ট লোকের আবার ক্ষমা কি)! বেশ্যানাং চ স্নেহঃ কুতঃ (বেশ্যার বা গণিকার আবার স্নেহ কি)! কামিনাং চ সত্যং কুতঃ (কামুকের আবার সত্য কি)!

বঙ্গানুবাদঃ চোরের আবার ধর্ম কি! দুষ্টির আবার ক্ষমা কি! গণিকার আবার স্নেহ কি! কামুকের আবার সত্য কি!

ভাবার্থপ্রকাশঃ চুরি করা গর্হিত কাজ—সে বোধ সকলেরই আছে, স্বয়ং চোরেরও আছে। তৎসত্ত্বেও কেউ যখন চোর হয় তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে—চুরি করা অধর্ম জেনেও সে চুরি করে। সুতরাং তার কাছে ধর্মের স্থান কোথায়? যে ব্যক্তি দুর্জন, খল, শঠ—তার স্বভাবই পরের ক্ষতি করা। তার কাছে ক্ষমা গুণের আশা করাই অনায়া। নিষ্ঠুরতাই তার ধর্ম। সর্বভোগ্য গণিকার কাছে স্নেহ মায়া পাওয়ার আশা বাতুলতা। অর্থের বিনিময়ে দেহদানই তাদের ধর্ম। স্নেহের অবকাশ সেখানে দুর্লভ। কামুকের শপথ করা না করায় কোন পার্থক্য নেই। কেননা লাম্পট্য তার স্বভাবগত। পতিগতপ্রাণা সাক্ষী স্ত্রীকেও প্রতারণা করতে তার বিবেকে বাধে না। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির তড়িনায় তারা পশুর মত আচরণ করে। তাই কামুকের সত্যধর্ম বলে কিছু নেই—এরকম বলা হয়েছে।

॥ ৫৯ ॥

প্রেথিতস্য কুতো মানং কোপনস্য কুতঃ সুখম্।

স্ত্রীণাং কুতঃ সতীত্বঞ্চ কুতো মৈত্রী খলস্য চ ॥

বিসন্ধিঃ সতীত্বম্ + চ।

অন্বয়ঃ প্রেথিতস্য মানং কুতঃ! কোপনস্য সুখং কুতঃ! স্ত্রীণাং সতীত্বং চ কুতঃ! খলস্য মৈত্রী চ কুতঃ!

বাংলা প্রতিশব্দঃ প্রেথিতস্য (অন্যের দ্বারা প্রেরিত ব্যক্তির, ভৃত্যের) মানং কুতঃ (সম্মান কোথায়)! কোপনস্য (ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তির) কুতঃ সুখম্ (সুখ কোথায়)! স্ত্রীণাং (স্ত্রীলোকের) সতীত্বং চ কুতঃ (সতীত্ব কোথায়)! খলস্য চ (আর দুষ্টির) মৈত্রী কুতঃ (বন্ধুত্ব কোথায়)!

বঙ্গানুবাদঃ ভৃত্যের আবার সম্মান কোথায়! ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তির আবার সুখ কোথায়! স্ত্রীলোকের আবার সতীত্ব কোথায়! আর দুষ্টির সঙ্গে আবার বন্ধুত্ব কোথায়!

ভাবার্থপ্রকাশঃ ভৃত্য প্রভুর আদেশ অনুসারে চলে। তার স্বাতন্ত্র্য নেই। ফলে ভৃত্য কখনও সম্মানের পাত্র হয় না। পরাধীন ব্যক্তির সম্মান থাকে না। প্রভুর মন জুগিয়ে চলতে হয় বলে তাকে অনেকসময় নীচ কাজও করতে হয়। ফলে অন্যেরও বিরাগভাজন হতে হয়ে।

যে ব্যক্তি সকল সময়ই ক্রুদ্ধ থাকে তার সুখ দুর্লভ হয়। “ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধি নাশো বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি।।” (গীতা)। কারণে

অকারণে ক্রোধ নিজের শারীরিক ক্ষতি করে, মানসিক স্থৈর্য নষ্ট করে, অন্যের অপ্রীতির কারণ হয়। ক্রোধ জয় খুব কঠিন ব্যাপার। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি ষড়্রিপূর মধ্যে কাম এবং ক্রোধ সর্বাপেক্ষা বেশী প্রবল। কাম আবার জীবনের সকল স্তরে প্রবল থাকে না। ক্রোধ কিন্তু সারা জীবনের সঙ্গী। তাই ক্রোধসংযম প্রত্যেকের একান্ত পালনীয়।

স্বাধীন স্ত্রীলোকের সতীত্ব সম্বন্ধে মানুষ চিরকালই সন্দেহান। কামাভিভূতা স্ত্রী নিজের শুচিতা রক্ষা করতে পারে না। উল্লেখ্য স্ত্রীচরিত্রের শুচিতা সম্পর্কে চাণক্য এবং প্রাচীন ভারতের স্মৃতিকারদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। দুর্জন ব্যক্তি স্বভাবদোষেই বন্ধুহীন হয়। তাকে কেউ বিশ্বাস করে না, প্রকৃত বিপদেও কেউ তাকে সাহায্য করে না।

অনুরূপ দু'টি শ্লোকঃ (‘উদ্ভট-শ্লোকে’ সঙ্কলিত)—

“চরিতে যোষিতাং পূর্ণে সরিভোয়ে নৃপাদরে।

সর্বত্রৈব বণিক্স্নেহে ন কুর্য্যাৎ প্রত্যয়ং কচিৎ।।”

“কাকে শৌচং দ্যুতকরে চ সত্যং

সর্পে ক্ষান্তিঃ স্ত্রীষু কামোপশান্তিঃ।

ক্লীবে ধৈর্যং মদ্যপে তত্ত্বচিন্তা

রাজা মিত্রং কেন দুষ্টং শ্রুতং বা।।”

॥ ৬০ ॥

দুর্বলস্য বলং রাজা বালানাং রোদনং বলম্।

বলং মূর্খস্য মৌনিত্বং চৌরাণামনৃতং বলম্ ॥

বিসন্ধিঃ চৌরাণাম্ + অনৃতম্।

অন্বয়ঃ দুর্বলস্য রাজা বলম্, বালানাং রোদনং বলম্, মূর্খস্য মৌনিত্বং বলম্, চৌরাণাম্ অনৃতং বলম্।

বাংলা প্রতিশব্দঃ দুর্বলস্য (দুর্বলের) রাজা বলম্ (রাজাই বল) বালানাং (বালকের, শিশুর) রোদনং বলম্ (রোদনই বল, কান্নাই বল) মূর্খস্য (মূর্খের) মৌনিত্বং বলম্ (নীরব থাকাই বল), চৌরাণাম্ (চোরের) অনৃতং বলম্ (মিথ্যাই বল, মিথ্যা-আশ্রয়ই বল)।

বঙ্গানুবাদঃ দুর্বলের রাজাই বল, শিশুর রোদনই বল, মূর্খের নীরব থাকাই বল আর চোরের মিথ্যাশ্রয়ই বল।

ভাবার্থপ্রকাশঃ দুর্বলের বল রাজা। ‘মনুসংহিতা’য় বলা হয়েছে—পুরাকালে যখন রাজা ছিল না তখন জনসাধারণ প্রবলের ভয়ে চারদিকে পলায়ন করে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করত। তাই প্রজাসাধারণের রক্ষার জন্য ইন্দ্র-বরুণ-প্রভৃতি দেবতার সারাংশ



নিযে ব্রহ্মা রাজাকে সৃষ্টি করলেন। রাজা না থাকলে, জলে যেমন বড় মাছ ছোট ছোট মাছকে গিলে খায় তেমনি প্রবল দুর্বলকে গ্রাস করে উৎপীড়ন করে। তাই বলা হয়েছে দুর্বলের বল রাজা। শিশুর কাছে কামাই একমাত্র বল। ক্ষুধায় কাতর হলে, যন্ত্রণায় পীড়িত হলে, ভয় পেলে সে কামার দ্বারাই পিতা-মাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজের কষ্ট লাঘব করে। কামা ছাড়া দৃষ্টি আকর্ষণের অন্য কোন উপায় তার নেই। তাই বলা হল—কামা শিশুর বল। মূর্খের বল চুপচাপ থাকা। গান্ধীর মুখোশে তার মূর্খত্ব কিছুটা ঢাকা থাকে। মুখ খুললেই তার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। “তাবদেব শোভতে মূর্খঃ যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে।”, “দূরতঃ শোভতে মূর্খঃ।” পাণ্ডিত্য বা মূর্খতার প্রকাশ হয় কথাবার্তায়। তাই মৌন থাকাই মূর্খের বল। চোরের বল মিথ্যা কথা। সন্দেহের বশে ধরা পড়া চোর সত্য কথা বললে অশেষ দুর্গতি। তাই সে চেষ্টা করে নিজেকে নির্দোষ প্রতিপাদন করার। এমনকি হাতে-নাতে ধরা পড়লেও চোর গুরুতর শাস্তির ভয়ে আগের করা অপরাধ অস্বীকার করে। তাই মিথ্যা কথাই চোরের বল— একথা বলা হল।

॥ ৬১ ॥

যো ধ্রুবানি পরিত্যজ্য অধ্রুবানি নিষেবতে।

ধ্রুবানি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব চ ॥

বিসন্ধি : নষ্টম্ + এব।

অর্থ : যঃ ধ্রুবানি পরিত্যজ্য অধ্রুবানি নিষেবতে তস্য ধ্রুবানি নশ্যন্তি, অধ্রুবং চ নষ্টম্ এব।

বাংলা প্রতিশব্দ : যঃ (যে ব্যক্তি) ধ্রুবানি পরিত্যজ্য (স্থির জিনিসকে, নিশ্চিত বস্তুকে পরিত্যাগ করে) অধ্রুবানি নিষেবতে (অনিশ্চিত বস্তুকে আশ্রয় করে) তস্য (তার) ধ্রুবানি নশ্যন্তি (নিশ্চিত বস্তু নষ্ট হয়) অধ্রুবম্ (আর অনিশ্চিত বস্তু) নষ্টম্ এব হি (নষ্ট হয়েছে আছে)।

বঙ্গানুবাদ : যে ব্যক্তি নিশ্চিত বিষয় ত্যাগ করে অনিশ্চিত তের আশ্রয় গ্রহণ করে, তার নিশ্চিত বিষয় নষ্ট হয় আর অনিশ্চিত ততো নষ্ট হয়ই।

ভাবার্থপ্রকাশ : মানুষের জীবনে সুযোগ সব সময় আসে না। সুযোগ আসলেই তার সদ্যবহার করা উচিত। যদি কেউ ভাবে যে—সেই সুযোগ যখন উপস্থিতই হয়েছে সুতরাং তা তার অধিগত। তার সদ্যবহার পরে করলেও চলবে, তার চাইতে যা পাওয়া যায়নি তার জন্য চেষ্টা করা উচিত—তবে সে মূর্খ। কেননা সুযোগ চিরকাল থাকে না। নানা কারণে তার সেই সুযোগ নষ্ট হতে পারে। ফলতঃ যা নিশ্চিত ছিল তা নষ্ট হয়। আর যা অনিশ্চিত তারতো প্রস্তুত হওয়া উচিত না। নিশ্চিত তের সদ্যবহার যে করে না—অনিশ্চিত তের দ্বারতো তার কাছে রুদ্ধই।

॥ ৬২ ॥

শুদ্ধং মাংসং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা বালার্কস্তরুণং দধি।

প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃ প্রাণহরাণি যট্ ॥

বিসন্ধি : বালার্কঃ + তরুণম্।

অর্থ : শুদ্ধং, মাংসং, বৃদ্ধাঃ স্ত্রিয়ঃ, বালার্কঃ, তরুণং দধি, প্রভাতে মৈথুনম্, (প্রভাতে নিদ্রা—(এতে) যট্ সদ্যঃ প্রাণহরাণি।

বাংলা প্রতিশব্দ : শুদ্ধং মাংসম্ (শুকনো মাংস, শুকনো মাংস খাওয়া) বৃদ্ধাঃ স্ত্রিয়ঃ (বৃদ্ধা স্ত্রীর সঙ্গে মিলন) বালার্কঃ (শরতের রোদ), তরুণং দধি (সদ্য পাতা দই, যে দই ঠিকভাবে বসেনি এমন, অথবা পাঁচ দিনের বাসি দই), প্রভাতে মৈথুনম্ (ভোরে স্ত্রীসঙ্গম) প্রভাতে নিদ্রা (ভোরে ঘুমানো)—এতে যট্ (এই ছয়টি) সদ্যঃ প্রাণহরাণি (সদ্য সদ্য প্রাণনাশক)।

বঙ্গানুবাদ : শুকনো মাংস খাওয়া, বৃদ্ধা স্ত্রীর সঙ্গে মিলন, শরতের রোদ গায়ে লাগানো, সদ্য পাতা দই (যে দই জমেনি) খাওয়া, ভোরে স্ত্রীসঙ্গম, ভোরে ঘুমানো—এই ছয়টি সদ্যপ্রাণঘাতক।

ভাবার্থপ্রকাশ : শুকনো মাংস প্রভৃতি খেলে বিভিন্ন রোগ হয়। তাই এসব খাওয়া প্রাণঘাতক বলা হয়েছে। বৃদ্ধা স্ত্রীর সঙ্গে মিলন প্রভৃতি স্বাস্থ্যনাশক। তাই নিষিদ্ধ। বালার্ক কথার সাধারণ অর্থ ভোরের সূর্য হ'লেও এখানে সে অর্থ সঙ্গত হয় না। ‘মনুসংহিতা’র চতুর্থ অধ্যায়ের—এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় কুল্লুকভট্ট কিস্ত—

“বালাতপঃ প্রেতধুমো বর্জ্যং ভিন্নং তথাসনম্।

ন ছিন্দ্যামখলোমানি দন্তেনোৎপাটিয়েন্থান্ ॥”

‘বালাতপ’ অর্থে নবোদিত সূর্যের কিরণের কথাই বলেছেন। মেঘাতিথির মতোও সূর্যোদয়ের পর তিন মুহূর্ত্ত পর্যন্ত সূর্যের কিরণকে ‘বালাতপ’ বলে।

অন্য অর্থ শরতের রোদ। বাল্য অর্থাৎ কন্যা। কন্যারশিতে সূর্য যখন থাকে অর্থাৎ আশ্বিন মাস। এই সময়ের রোদের তাপ ক্ষতিকর। বৈদ্যকশাস্ত্রে বলা আছে—“শরৎরৌদ্রং ন গৃহীয়াৎ গৃহীয়াচ্ছরদ্ধিমম্ ॥” ‘তরুণ দধি’ কথার অর্থ যে দই জমেনি। পাঁচ দিনের পুরণো বাসি দই—কেও ‘তরুণ দধি’ বলা হয়ে থাকে।

॥ ৬৩ ॥

সদ্যোমাংসং নবান্নঞ্চ বাল্য স্ত্রী ক্ষীরভোজনম্।

যতমুষ্ণেদককৈঃ ব সদ্যঃ প্রাণহরাণি যট্ ॥



বিসন্ধি : নবান্নম্ + চ। ঘৃতম্ + উষেগদকম্ + চ + এব।

অম্বয় : সদ্যোমাংসং, নবান্নম্ চ, বাল্য স্ত্রী, ক্ষীরভোজনং, ঘৃতম্, উষেগদকং চ—  
(এতে) যট্ সদ্যঃ এব প্রাণকরাণি।

বাংলা প্রতিশব্দ : সদ্যোমাংসম্ (সদ্যঃ কাটা হয়েছে এমন মাংস, এমন মাংস আহার), নবান্নম্ চ (এবং সদ্যঃ প্রস্তুত অন্ন গ্রহণ), বাল্য স্ত্রী (যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস), ক্ষীরভোজনম্ (দুগ্ধপান), ঘৃতম্ (ঘৃত-পান) উষেগদকম্ চ (এবং উষঃ জলপান)—এতে যট্ (এই ছয়টি) সদ্যঃ এব প্রাণকরাণি (সদ্য সদ্যই প্রাণবর্ধক)।

বঙ্গানুবাদ : সদ্য কাটা হয়েছে এমন মাংস আহার, সদ্য প্রস্তুত অন্ন গ্রহণ, যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস, দুগ্ধপান, ঘৃতসেবন এবং (ঈষৎ) উষঃ জল পান—এই ছয়টি সদ্য সদ্যই প্রাণবর্ধক।

ভাবার্থপ্রকাশ : আগের শ্লোকে কোন্ কোন্ জিনিষ ক্ষতিকর তা বলা হয়েছে। এই শ্লোকে কোন্ কোন্ জিনিষ প্রাণশক্তি বাড়ায় তা বলা হয়েছে। নবান্ন কথার সাধারণ অর্থ নতুন চালের ভাত। এখানে তা নয়। কেননা, নতুন চালের ভাতের চাইতে পুরাণো চালের ভাতেরই প্রশংসা বৈদ্যকশাস্ত্রে বলা হয়েছে। সুতরাং এখানে ‘সদ্য রান্না করা হয়েছে এমন ভাত’—এই অর্থ গ্রহণ করলে অধিকতর সঙ্গত হয়।

॥ ৬৪ ॥

সিংহাদেকং বকাদেকং যট্ শুনস্রীণি গর্দভাৎ।

বায়সাৎ পঞ্চ শিক্ষেত চত্বারি কুকুটাদপি ॥

বিসন্ধি : সিংহাৎ + একম্। বকাৎ + একম্। শুনঃ + ত্রীণি। কুকুটাৎ + অপি।

অম্বয় : সিংহাৎ একং শিক্ষেত, বকাৎ একং (শিক্ষেত), শুনঃ যট্ (শিক্ষেত), গর্দভাৎ ত্রীণি (শিক্ষেত), বায়সাৎ পঞ্চ (শিক্ষেত), কুকুটাৎ অপি চত্বারি (শিক্ষেত)।

বাংলা প্রতিশব্দ : সিংহাৎ একং শিক্ষেত (সিংহের কাছ থেকে একটি গুণ শিক্ষণীয়), বকাৎ একম্ (বকের কাছ থেকে একটি গুণ শিক্ষণীয়) শুনঃ যট্ (কুকুরের কাছ থেকে ছয়টি গুণ শিক্ষণীয়), গর্দভাৎ ত্রীণি (গাধার কাছ থেকে তিনটি গুণ শিক্ষণীয়), বায়সাৎ পঞ্চ (কাকের কাছ থেকে পাঁচটি গুণ শিক্ষণীয়), কুকুটাৎ অপি চত্বারি (এবং মোরগের কাছ থেকে চারটি গুণ শিক্ষণীয়)।

বঙ্গানুবাদ : সিংহের কাছ থেকে একটি, বকের কাছ থেকে একটি, কুকুরের কাছ থেকে ছয়টি, গাধার কাছ থেকে তিনটি, কাকের কাছ থেকে পাঁচটি এবং মোরগের কাছ থেকে চারটি গুণ শেখার আছে।

ভাবার্থপ্রকাশ : গুণের সমাদর সর্বত্র। শিক্ষণীয় কিছু দেখলে তা গ্রহণ করা উচিত। ‘বাল্যাদপি সুভাষিতং গ্রাহ্যম্’, ‘গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিপ্সং ন চ বয়ঃ’ ইত্যাদি বলা

হয়েছে মানুষ সম্বন্ধে। মহামতি চাণক্য মনুষ্যের পশুপাখির কাছ থেকেও কি কি শিক্ষণীয় আছে তা নির্দেশ করেছেন। এই শ্লোকে কেবল কোন্ পশু বা পাখির কাছ থেকে ক’টি গুণ গ্রহণীয় তা বলেছেন। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে গুণগুলির উল্লেখ করেছেন।

॥ ৬৫ ॥

প্রভূতমল্লকার্যং বা যো নরঃ কর্তুমিচ্ছতি।

সম্যগ্ যত্নেন তৎ কুর্য্যৎ সিংহাদেকং প্রকীর্তিতম্ ॥

বিসন্ধি : প্রভূতম্ + অল্পকার্যম্। কর্তুম্ + ইচ্ছতি। সিংহাৎ + একম্।

অম্বয় : যঃ নরঃ প্রভূতম্ অল্পকার্যং বা কর্তুম্ ইচ্ছতি (সঃ) তৎ (কার্যং) সম্যক্ যত্নেন কুর্য্যৎ—ইতি (বিদ্বদ্ভিঃ) সিংহাৎ একং (শিক্ষিতব্যম্) প্রকীর্তিতম্।

বাংলা প্রতিশব্দ : যঃ নরঃ (যে ব্যক্তি) প্রভূতম্ অল্পকার্যং বা (ক্ষুদ্র বা মহৎ—যে কোন কাজ) কর্তুম্ ইচ্ছতি (করতে চান) (সঃ—তিনি) তৎ কার্যম্ (সেই কাজ) সম্যক্ যত্নেন (খুব ভালোভাবে যত্নের সঙ্গে) কুর্য্যৎ (করবেন)—ইতি বিদ্বদ্ভিঃ—(বিদ্বানেরা) সিংহাৎ (সিংহের কাছ থেকে) একং শিক্ষিতব্যম্ (এই একটি শিক্ষণীয়ের কথা) প্রকীর্তিতম্ (বলেছেন)।

বঙ্গানুবাদ : যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র বা মহৎ যে কোন কাজ করতে চান তিনি সেই কাজ খুব ভালোভাবে যত্নের সঙ্গে করবেন—সিংহের কাছ থেকে এই একটি শিক্ষণীয়ের কথা বিদ্বানেরা বলে থাকেন।

ভাবার্থপ্রকাশ : সিংহের কাছ থেকে মানুষের শিক্ষণীয় গুণের কথা এই শ্লোকে বলা হয়েছে। সিংহ যে কাজ করে তাতে কোন ত্রুটি রাখে না। বিন্দুমাত্র অবহেলাও তার কোন কাজে দেখা যায় না। শুধু তাই নয়—চিন্তা-ভাবনা এবং তার ফলাফল বিবেচনা করেই সিংহ কোন কাজে নামে। মানুষের সিংহের কাছ থেকে এই একটি গুণ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। ‘সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্’—হঠাৎ চিন্তা-ভাবনা না করে কোন কাজ করা উচিত নয়। অবিবেকীর নানা বিপদ হয়।

॥ ৬৬ ॥

সর্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য বকবৎ পণ্ডিতো জনঃ।

কালদেশোপপন্নানি সর্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ ॥

অম্বয় : পণ্ডিতঃ জনঃ বকবৎ সর্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য কালদেশোপপন্নানি সর্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ।

বাংলা প্রতিশব্দ : পণ্ডিতঃ জনঃ (পণ্ডিত ব্যক্তি) বকবৎ (বকের মত) সর্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য (সকল ইন্দ্রিয় সংযত করে) কালদেশোপপন্নানি (স্থান-কাল-পাত্র বিচার করে



যথাযথ) কার্যগি (কাজ) সাধয়েৎ (করবেন)।

**বঙ্গানুবাদ :** পণ্ডিত ব্যক্তি বকের মত সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে (অর্থাৎ বশীভূত রেখে) স্থান-কাল-পাত্র বিচারপূর্বক যথাযথ কাজ করবেন—(বকের কাছ থেকে ইন্দ্রিয় সংযত রাখার এই একটি শিক্ষণীয়ের কথা পণ্ডিতেরা বলে থাকেন।

**ভাবার্থপ্রকাশ :** বকের স্বভাব খুব একাগ্রচিত্তে কাজ করা। বাহ্য জগতের সঙ্গে যেন তার কোন যোগ থাকে না। জলাশয়ে মাছ ধরার সময় বক নিশ্চলভাবে বসে অপেক্ষা করতে থাকে। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করে জড় পদার্থের মত দাঁড়িয়ে থাকে এবং শিকার নজরে আসা মাত্র তাকে উদরসাৎ করে। চোখ, কান প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি মানুষের মনকে বাহ্য বিষয়ে আকৃষ্ট করায়। ফলতঃ মনে চঞ্চল্য আসে। জাগ্রত অবস্থায় মানুষের হাত-পা প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়েরও স্বাভাবিক প্রবণতা চঞ্চলতা। কিন্তু এই চঞ্চলতা যে কোন কাজেই প্রতিবন্ধক হয়। যে লোক মনকে অন্য সকল বিষয় থেকে বিরত রেখে, ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করে একনিষ্ঠভাবে কোন কাজ করেন তিনি সাফল্য অর্জন করেন। বকের কাছ থেকে একাগ্রচিত্ততা প্রত্যেক মানুষের শিক্ষণীয়।

‘সুভাষিত-রত্ন-ভাণ্ডাগারে’ সঙ্কলিত একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—বক জলের মধ্যে চূপচাপ এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যে মাছেরা তাকে সাদা পদ্ম বলে ভাবে এবং তার ফাঁদে পড়ে।

“নালেনেব স্থিত্বা পাদেনৈকেন কুঞ্চি তগ্রীবম্।

জনয়তি কুমুদভ্রান্তিং বৃদ্ধ বকো বালমৎস্যানাম্।।”

“ন ভূগাং স্ফুরণং ন চঞ্চু চলনং নো চুলিকাকম্পনং

ন গ্রীবাচলনং মনাগপি ন যৎ পক্ষদ্বয়োৎক্ষেপণম্।

নাসাগ্রেক্ষণমেকপাদদমনং কষ্টৈকনিষ্ঠং পরং

যাবৎ তিষ্ঠতি মীনহীনবদনস্তাবদ্ বকস্তাপসঃ।।”

(উদ্ভট-শ্লোক-সংগ্রহ)

॥ ৬৭ ॥

**বহুশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।**

**প্রভুভক্তঃ শূরশ জ্ঞাতব্যঃ যট্ শুনো গুণাঃ ॥**

**বিসন্ধি :** প্রভুভক্তঃ + চ। শূরঃ + চ।

**অর্থ :** বহুশী, স্বল্পসন্তুষ্টঃ, সুনিদ্রঃ, শীঘ্রচেতনঃ, প্রভুভক্তঃ চ, শূরঃ চ—(এতে) যট্ শুনো গুণাঃ জ্ঞাতব্যঃ।

**বাংলা প্রতিশব্দ :** বহুশী (বিভিন্নভাবে প্রভুর মঙ্গলের জন্য যে নানা চিন্তা করে)

**স্বল্পসন্তুষ্টঃ** (অল্পে সন্তুষ্ট), **সুনিদ্রঃ** (সহজে ঘুমিয়ে পড়ে), **শীঘ্রচেতনঃ** (যে তাড়াতাড়ি জেগে ওঠে), **প্রভুভক্তঃ** চ (প্রভুভক্ত), **শূরঃ** চ (সাহসী)—এতে যট্ (এই ছয়টি) শুনো গুণাঃ জ্ঞাতব্যঃ (কুকুরের গুণ বলে জানবে, অর্থাৎ কুকুরের কাছ থেকে শিক্ষণীয় গুণ বলে জানবে)।

**বঙ্গানুবাদ :** প্রভুর মঙ্গলের জন্য সর্বদা চিন্তা, অল্পে সন্তুষ্ট, সহজে ঘুম আসা, তাড়াতাড়ি জেগে ওঠা, প্রভুভক্তি, সাহস—এই ছয়টি কুকুরের গুণ বলে জানবে, অর্থাৎ কুকুরের কাছ থেকে শিক্ষণীয় গুণ বলে জানবে।

**ভাবার্থপ্রকাশ :** ‘বহুশী’ কথার সাধারণ অর্থ ‘যে প্রচুর খায়’। অন্য অর্থ—প্রভুর মঙ্গলের জন্য অনেক আশা করে যে। পরের অর্থই অধিকতর সঙ্গত এবং গ্রাহ্য মনে হয়। কুকুর প্রভুর সদা হিতৈষী। এটি বাস্তবানুগও বটে। তাছাড়া ‘বহুশিত্ব’ (বেশী পরিমাণ খেতে পারা) উল্লেখনীয় এবং অনুসরণীয় গুণ নয়। প্রভুভক্তির কথা তৃতীয় চরণে থাকলেও সেক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলতার প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে ধরা চলে। অল্পে সন্তুষ্ট কুকুরের অন্যতম গুণ। মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। “ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি”। ফলতঃ তৃপ্তির অভাবে মানুষ সবসময় নিজেকে দুঃখী ভাবে। স্বল্পে সন্তোষ কুকুরের কাছে মানুষের অবশ্য শিক্ষণীয় গুণ। কুকুরের ঘুম খুব তাড়াতাড়ি হয়—আবার ঘুমের জড়তা ত্যাগ করতেও তার সময় লাগে না। তাছাড়া কৃতজ্ঞতা, সাহসিকতা প্রভৃতি গুণ কুকুরের কাছে শিক্ষণীয়।

॥ ৬৮ ॥

**অবিশ্রামং বহেদ ভারং শীতোষ্ণঞ্চ ন বিন্দতি।**

**সসন্তোষস্তথা নিত্যং ত্রীণি শিক্তেত গর্দভাৎ ॥**

**বিসন্ধি :** বহেৎ + ভারম্। শীতোষ্ণম্ + চ। সসন্তোষঃ + তথা।

**অর্থ :** (গর্দভঃ) অবিশ্রামং ভারং বহেৎ, শীতোষ্ণং চ ন বিন্দতি, তথা নিত্যং সসন্তোষঃ—(এতানি) ত্রীণি গর্দভাৎ শিক্তেত।

**বাংলা প্রতিশব্দ :** (গর্দভঃ—গাধা) অবিশ্রামং ভারং বহেৎ (বিরামহীনভাবে ভার বহন করে), শীতোষ্ণং চ ন বিন্দতি (শীত বা গরমে কষ্টবোধ করে না), তথা নিত্যং সসন্তোষঃ (তাছাড়া সকল সময় সন্তুষ্ট)—এতানি ত্রীণি (এই তিনটি গুণ) গর্দভাৎ শিক্তেত (গাধার কাছে শিক্ষণীয় আছে)।

**বঙ্গানুবাদ :** গাধা বিশ্রামহীনভাবে ভার বহন করে, শীতে বা গরমে কষ্ট বোধ করে না এবং সকল সময়ই সন্তুষ্ট থাকে। গাধার কাছ থেকে এই তিনটি বিষয় শিক্ষণীয় আছে।

**ভাবার্থপ্রকাশ :** নিরন্তর পরিশ্রম, শীতে বা গ্রীষ্মে সহজে কাতর না হওয়া গাধার



বিশেষ গুণ। আলস্য সমস্ত দোষের আকর। পরিশ্রম অপেক্ষা পরিশ্রমের বোধ মানুষকে বেশী পীড়া দেয়। গাধার এই গুণ মানুষেরও শিক্ষণীয়। তাছাড়া সন্তুষ্ট থাকা গাধার অন্যতম গুণ। সন্তোষ সকল সুখের মূল। অভাবের বোধ যত কম থাকে মানুষ তত বেশী সুখী হয়। কোন জিনিষের একবার অভাব বোধ হলে মানুষ যতক্ষণ না তা পায়—ততক্ষণই তার যন্ত্রণা। তাই গাধার সন্তোষের বোধও শিক্ষণীয়।

॥ ৬৯ ॥

গুটপঞ্চ মৈথুনং ধার্ষ্যং কালে কালে চ সংগ্রহম্।

অপ্রমাদমানাস্যং পঞ্চ শিক্ষিত বায়সাৎ ॥

বিসন্ধি : গুটম্ + চ। অপ্রমাদম্ + অনালস্যম্।

অন্থয় : গুটং মৈথুনং, ধার্ষ্যং চ, কালে কালে সংগ্রহং চ, অপ্রমাদম্, অনালস্যম্—(এতান্) পঞ্চ (গুণান্) বায়সাৎ শিক্ষিত।

বাংলা প্রতিশব্দ : গুটং মৈথুনম্ (গোপনে মৈথুনক্রিয়া, স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গম), ধার্ষ্যং চ (ধৃষ্টতা, প্রগল্ভতা—কর্তব্যে সংকোচ পরিহার), কালে কালে সংগ্রহং চ (যথাকালে খাদ্য সংগ্রহ), অপ্রমাদম্ (ভুল না করা, সতত সাবধান থাকা) অনালস্যম্ (আলস্যহীনতা)—এতান্ পঞ্চ (এই পাঁচটি গুণ) বায়সাৎ শিক্ষিত (কাকের কাছ থেকে শিক্ষণীয়)।

বঙ্গানুবাদ : গোপনে মৈথুনক্রিয়া, প্রগল্ভতা (চটপটে ভাব), যথাকালে (খাদ্যাদি সংগ্রহ, কখনো অসচেতন না থাকা এবং আলস্যহীনতা—এই পাঁচটি গুণ কাকের কাছ থেকে শিক্ষণীয়।

ভাবার্থপ্রকাশ : বংশ রক্ষার কারণে স্ত্রী-পুরুষের মিলন জগতের স্বাভাবিক ঘটনা। লোকচক্ষুর অগোচরে তা সংঘটিত হয় এবং তা-ই স্বাভাবিক নিয়ম। কাকের মৈথুন সকলসময় লোকচক্ষুর আড়ালে ঘটে থাকে। এইজন্য কাককে 'গুটমৈথুন, বলা হয়। তৎপরতার সঙ্গে কর্তব্য সম্পাদন করতে না পারলে অনেক সময়ই কাজে বিফল হ'তে হয়। সুযোগ কোন লোকের জন্য অপেক্ষা করে না। যে তার সদ্ব্যবহার করে সে জীবনে সুখী হয়। যথাকালে সংগ্রহ ও মানুষের জীবনে অন্যতম কর্তব্য। জীবনে চলারপথে প্রায়শই নানা বাধাবিঘ্ন আসে। তা থেকে উদ্ধার পেতে গেলে হঠাৎ অনেক অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। সচ্ছল থাকার সময়ে যদি কিছু সংগ্রহ করে না রাখা হয় তবে সে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া কঠিন হয়। কাকের এই সদগুণ লক্ষণীয়। তাছাড়া যে কোন কাজে নৈপুণ্য, আলস্য না করা প্রভৃতি সদগুণও মানুষ কাকের কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারে।

॥ ৭০ ॥

যুদ্ধঞ্চ প্রাতরুত্থানং ভোজনং সহ বন্ধুভিঃ।

স্ত্রিয়মাপদগতাং রক্ষেৎ চতুঃশিক্ষিত কুক্কুটাৎ ॥

বিসন্ধি : যুদ্ধম্ + চ। স্ত্রিয়ম্ + আপদগতাম্।

অন্থয় : যুদ্ধং প্রাতরুত্থানং, বন্ধুভিঃ সহ ভোজনং, আপদগতাং স্ত্রিয়ং রক্ষেৎ—ইতি চতুঃ কুক্কুটাৎ শিক্ষিত।

বাংলা প্রতিশব্দ : যুদ্ধম্ (প্রাণপণে যুদ্ধ), প্রাতরুত্থানম্ (ভোরে জাগা প্রত্যুষে নিদ্রাত্যাগ), বন্ধুভিঃ সহ ভোজনম্ (বন্ধুর সঙ্গে বা পরিবারের সকলের সঙ্গে আহার গ্রহণ), আপদগতাং স্ত্রিয়ং রক্ষেৎ (বিপদগ্রস্ত স্ত্রীলোককে রক্ষা করা)—ইতি চতুঃ (এই চারটি গুণ) কুক্কুটাৎ শিক্ষিত (মোরগের কাছে শিক্ষণীয়)।

বঙ্গানুবাদ : -আপ্রাণ যুদ্ধ, প্রত্যুষে নিদ্রাত্যাগ, পরিবারের সকলের সঙ্গে (অথবা বন্ধুর সঙ্গে) আহার গ্রহণ এবং বিপদাপন্ন স্ত্রীলোককে রক্ষা করা—মোরগের কাছে এই চারটি গুণ শিক্ষণীয় আছে।

ভাবার্থপ্রকাশ : ভোরে ঘুম থেকে ওঠা স্বাস্থ্যের অনুকূল। এই সদগুণ অনেক মানুষেরই নেই। মনুষ্যতর প্রাণীর মধ্যে মোরগের এই গুণ সর্বজনবিদিত। অন্যায় পরিরোধের জন্য অনেক সময় যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তে হয়। যুদ্ধে নামলে আর পিছু হঠা উচিত নয়। তখন প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে যাতে জেতা যায়। এই গুণও মোরগের কাছ থেকে শিক্ষণীয়। সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে আহার করা মোরগের অন্য আর একটি সদগুণ। তাছাড়া বিপদে পড়েছে এমন স্ত্রীকে রক্ষার জন্য জীবনপাত করাও মোরগের অন্যতম গুণ। মানুষ এসবের শিক্ষা মোরগের কাছ থেকে নিতে পারে। গুণেরই সমাদর—সে গুণ কার কাছে নেওয়া হচ্ছে সেটা বিচার্য নয়। আলোচ্য শ্লোকে 'চতুঃশিক্ষিত' পদে 'সহসুপা' সমাস। অনেকের মতে এটি সূচ প্রত্যয়ান্ত 'চতুঃ' শব্দ। 'চতুর্বার' এই অর্থে গ্রহণ হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে শৌর্যবীর্যের প্রতীক দেবতা কার্তিকের বাহন যে ময়ূর তার কারণ হল এই যে ময়ূর কুক্কুটের গুণের অধিকারী।

॥ ৭১ ॥

কোহতিভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্।

কো বিদেশঃ সবিন্দ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্ ॥

বিসন্ধি : কঃ + অতিভারঃ।

অন্থয় : সমর্থানাং কঃ অতিভারঃ, ব্যবসায়িনাং কিং দূরম্, সবিন্দ্যানাং কঃ বিদেশঃ, প্রিয়বাদিনাং কঃ পরঃ ? (ন কোহপি ইতি ভাবঃ)।



বাংলা প্রতিশব্দ : সমর্থানাম্ (সক্ষম ব্যক্তির কাছে) কঃ অতিভারঃ (কোন কাজ কঠিন? কোন কাজই কঠিন নয়—এই ভাব), ব্যবসায়িনাং (ব্যবসায়ীর কাছে) কিং দূরম্ (কোন পথই দূর নয়), সবিন্দ্যানাং কঃ বিদেশঃ (বিদ্বানের কাছে কোন দেশই বিদেশ নয়), প্রিয়বান্দিনাং কঃ পরঃ (মিষ্টভাবীর কাছে কেহই পর নয়—সকলেই আপন)।

বঙ্গানুবাদ : সক্ষম ব্যক্তির কাছে কোন কাজই কঠিন নয়, ব্যবসায়ীর কাছে কোন পথই দূর নয়, বিদ্বানের কাছে কোন দেশই বিদেশ নয় এবং (মিষ্টভাবীর কাছে কেউই পর নয়—সকলেই আপন)।

ভাবার্থপ্রকাশ : যে ব্যক্তি কাজে নিপুণ তাঁর কাছে কোন কাজই কঠিন মনে হয় না। দৈহিক সামর্থ্যে হোক, বুদ্ধি-বলে হোক—যেকোন ভাবেই তিনি কাজ উদ্ধার করেন। যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাঁদের দূর-দূরান্তরে যেতে হয়। জীবিকা অর্জনের জন্য তাঁদের এটা মনে নিতেই হয়। বেশী লাভের জন্য ব্যবসায়ীকে অনেক সময় সাগরপাড়িও দিতে হয়। সুতরাং ব্যবসায়ীর দূরত্ব ভয় করলে চলে না। বিদ্বানের কাছে স্বদেশ-বিদেশ সমান কথা। কেননা তিনি তাঁর বিদ্যাবস্তার কারণে সর্বত্র সমাদর লাভ করেন। যশ, অর্থ প্রভৃতির কোন অভাব তার হয় না। “প্রিয়বাক্য-প্রদানেন সর্বৈ তুয্যন্তি জন্তবঃ”—মিষ্ট কথায় সকলেই সন্তুষ্ট হয়। সুতরাং মিষ্টভাবীকে সকলেই ভালবাসে। বিপদে-আপদে সকলেই তাঁকে সাহায্য করে। তাই কেউ তাঁর পর নয়।

॥ ৭২ ॥

আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ।

তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্॥

বিসন্ধি : ইন্দ্রিয়াণাম্ + অসংযমঃ। যেন + ইষ্টম্।

অন্বয় : ইন্দ্রিয়াণাম্ অসংযমঃ আপদাং পন্থাঃ (ইতি) কথিতঃ তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গঃ (কথিতঃ), যেন ইষ্টং তেন গম্যতাম্।

বাংলা প্রতিশব্দ : ইন্দ্রিয়াণাম্ অসংযমঃ (ইন্দ্রিয়ের দমন না করা, ইন্দ্রিয়ের অসংযম) আপদাং পন্থাঃ (সমস্ত বিপদের পথ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অসংযমের পথ অনুসরণ করেই বিপদের সৃষ্টি) ইতি কথিতঃ (এরকম বলা হয়েছে), তজ্জয়ঃ (ইন্দ্রিয়ের জয়) সম্পদাং মার্গঃ (সকল উন্নতির পথ) ইতি কথিতঃ (এরকম বলা হয়েছে), যেন ইষ্টম্ (যে পথে মঙ্গল) তেন গম্যতাম্ (সে পথে চল)।

বঙ্গানুবাদ : ইন্দ্রিয়ের অসংযম সকল অনিষ্টের পথ, ইন্দ্রিয়ের জয় সকল উন্নতির পথ। যে পথে মঙ্গল, সে পথে চল।

ভাবার্থপ্রকাশ : ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা মানুষ জাগতিক সুখ ভোগ করে। পরিমিত ভোগ সুখের কারণ। অপরিসীম ভোগ মানুষকে ব্যসন করে তোলে। তাই ইন্দ্রিয়ের

সংযম অভ্যাস অবশ্য পালনীয়। অসংযতেন্দ্রিয় মানুষ ক্রমশঃ অধোগামী হয়, নিজের বিনাশের কারণ হয়। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ পরিমিত ভোগের মাধ্যমে সুখী জীবনের অধিকারী হন। আহার জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন। অত্যাহার ব্যাধির কারণ। সুখভোগের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে তা মানুষকে ক্রমশঃ বেশী আসক্ত করে। অনন্ত ভোগেও মানুষের তৃপ্তি হয় না। “ন জাতুঃ কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবস্ত্রৈব ভূয় এবাভিবর্ধতে।” সুতরাং ভোগ দুর্ভোগে পরিণত হওয়ার আগেই তা থেকে সরে আসতে হবে। এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে হয়। কেননা ইন্দ্রিয়সংযম না থাকলে শত উপদেশেও তা থেকে ফিরে আসা কঠিন।

‘মহাভারতে’ ইন্দ্রিয় সংযমের ব্যাপারে বলা হয়েছে—

“ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমাচ্ছ্যতসংশয়ম্।

সমিয়মা তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং সমাপ্নয়াৎ॥” (বনপর্ব)

“প্রসূতৈরিন্দ্রিয়ৈর্দুঃখী তৈরেব নিয়তেঃ সুখী।” (শান্তিপর্ব)

॥ ৭৩ ॥

ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুর্ন চ ব্যাধিসমো রিপুঃ।

ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলম্॥

বিসন্ধি : বন্ধুঃ + ন। চ + অপত্যসমঃ।

অন্বয় : বিদ্যাসমঃ বন্ধুঃ ন (অস্তি), ব্যাধিসমঃ রিপুঃ চ ন (অস্তি), অপত্যসমঃ স্নেহঃ ন চ (অস্তি), দৈবাৎ পরং বলং চ ন (অস্তি)।

বাংলা প্রতিশব্দ : বিদ্যাসমঃ বন্ধুঃ (বিদ্যার সমান বন্ধু, অর্থাৎ হিতকারী) ন অস্তি (নাই), ব্যাধিসমঃ (ব্যাধির তুল্য, রোগের সমান) রিপুঃ ন অস্তি (শত্রু অর্থাৎ অহিতকারী আর কেহ নাই), অপত্যসমঃ স্নেহঃ ন অস্তি (পুত্রস্নেহের সমান অন্য স্নেহ হয় না), দৈবাৎ পরং বলং ন অস্তি (দৈবের চাইতে শ্রেষ্ঠ বল নাই)।

বঙ্গানুবাদ : বিদ্যার সমান বন্ধু নাই, ব্যাধির সমান শত্রু নাই, পুত্রস্নেহের সমান স্নেহ নাই এবং দৈবের সমান বল নাই।

ভাবার্থপ্রকাশ : অর্থ, ধনসম্পত্তি, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন—নানা কারণে মানুষ এসব হারাতে পারে। দৈবদুর্বিপাকে অর্থনাশ হয়। মনোমালিন্যের কারণে বন্ধুত্ব নাশ হয়। কিন্তু অর্জিত বিদ্যা কখন অর্জনকারীকে ত্যাগ করে না। তাই বিদ্যার সমান বন্ধু হয় না। জলহনের ‘সূক্তি-মুক্তাবলী’ গ্রন্থে একটি শ্লোক আছে—

“অধনং খলু জীবধনং ধনমর্ধনং মহদ্ধনং ধান্যম্।

অতিধনমেতৎ সুন্দরি বিদ্যা চ তপশ্চ কীর্তিষ্যৎ॥”



অর্থাৎ শুধুমাত্র বেঁচে থাকা ধন নয়—অর্দ্ধেক ধন, ধান বা খাদ্যশস্য মহৎ ধন আর বিদ্যা হল ‘অতিধন’ বা সর্বশ্রেষ্ঠ ধন। জীবনে শ্রেষ্ঠ সহায় বা বন্ধু এই বিদ্যা। ‘সুভাষিত-রত্ন-ভাণ্ডার’-এ অনুরূপ উল্লেখনীয় শ্লোক—

“বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনং  
বিদ্যা ভোগকরী যশঃ সুখকরী বিদ্যা গুরুণাং গুরুঃ।  
বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে বিদ্যা পরং দৈবতং  
বিদ্যা রাজসু পূজ্যতে নহি ধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ।।”

স্বদেশে, পরদেশে—সর্বত্র বিদ্যাবত্তার সমাদর। স্বাস্থ্য মানুষের প্রধান সম্পদ। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হলে অর্থ, বিদ্যা প্রভৃতি অর্জন করা যায় না—অর্জন করা গেলেও তা ভোগ করা যায় না। রোগ শরীরকে তিলে তিলে ধ্বংস করে। তাই রোগ মানুষের পরম শত্রু। পুত্রস্নেহ অনুভব করা এক স্বর্গীয় আনন্দবিশেষ। যে লোক জীবনে পুত্রস্নেহ অনুভব করেনি, তাঁর জীবন বৃথা। “মলয়াচ্ছন্দনং জাতমতিশীতং বদন্তি বৈ।। শিশোরালিঙ্গনং তস্মাচ্ছন্দনাদধিকং ভবেৎ। ন বাসসাং ন রামাণাং নাপাং স্পর্শস্তথাবিধঃ। শিশোরালিঙ্গ্যমানস্য স্পর্শঃ সূন্যোর্থথা সুখঃ।..... পুত্রস্পর্শাৎ সুখতরং স্পর্শো লোকে ন বিদ্যতে।।” —মহাভারত, আদিপর্ব।

দৈবের প্রভাব মানুষ অতিক্রম করতে পারে না। সব কিছু ঠিক থাকলেও অনেক সময় কাজে সাফল্য আসে না। সেক্ষেত্রে দৈবই কারণ ধরতে হয়। মানুষের প্রতিটি কর্ম দৈবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই দৈবের সমান বল নেই—এরকম বলা হয়েছে। তুলনীয় শ্লোক :

“বিপরীতে বিধৌ সর্বং বৈপরীত্যায় কল্পতে।

দক্ষশম্বুকচূর্ণানি দহ্যন্তে সলিলৈরপি।”

দৈব বিপরীত। তাই স্বয়ং মহাদেব হতদরিদ্র।

“ন কেবলং মনুষ্যে দৈবং দেবেষপি প্রভুঃ।

ধনদেহপি স্থিতে মিত্রে চর্মাম্বরধরো হরঃ।।”

“দৈবং ফলতি সর্বত্র যেন সমুদ্রমহুনে।

হরিং প্রত্যভবল্লক্ষ্মীহরং প্রতি হলাহলম্।।”

॥ ৭৪ ॥

সমুদ্রাবরণা ভূমিঃ প্রাকারাবরণং গৃহম্।

নরেন্দ্রাবরণা দেশাশ্চ রিত্রাবরণাঃ স্ত্রিয়ঃ।।

বিসন্ধি : দেশাঃ + চরিত্রাবরণাঃ।

অম্বয় : ভূমিঃ সমুদ্রাবরণা, গৃহং প্রাকারাবরণং, দেশাঃ নরেন্দ্রাবরণাঃ, স্ত্রিয়ঃ চ

চরিত্রাবরণাঃ (জ্ঞেয়াঃ)।

বাংলা প্রতিশব্দ : ভূমিঃ সমুদ্রাবরণা (পৃথিবীর আবরণ সমুদ্র, অর্থাৎ পৃথিবীকে রক্ষা করে সমুদ্র), গৃহম্ প্রাকারাবরণম্ (গৃহের আবরণ প্রাচীর, প্রাচীর মূল গৃহ রক্ষা করে), দেশাঃ নরেন্দ্রাবরণাঃ (দেশের আবরণ রাজা), স্ত্রিয়ঃ চ চরিত্রাবরণাঃ (স্ত্রীলোকের আবরণ চরিত্র)।

বঙ্গানুবাদ : পৃথিবীর আবরণ সমুদ্র, গৃহের আবরণ প্রাচীর, দেশের আবরণ রাজা আর স্ত্রীলোকের আবরণ চরিত্র।

ভাবার্থপ্রকাশ : সমুদ্র পৃথিবীকে চারদিক থেকে বেষ্টিত করে রেখেছে। তাই সমুদ্রকে পৃথিবীর আবরণ বলা হয়েছে। দুর্গের চারদিকে যেমন পরিখা দুর্গের রক্ষার কারণ হয়—সমুদ্রও পৃথিবীর পক্ষে সেরকম। ঘরের চারপাশে পাঁচিল থাকলে ঘরের রক্ষা হয়, অবাস্তবিক পশু প্রভৃতির প্রবেশ নিবারণ করা যায়। তাই পাঁচিল ঘরের আবরণ। রাজার দায়িত্ব রাজ্য প্রতিপালন করা, শত্রুর হাত থেকে রাজ্য এবং প্রজাসাধারণকে রক্ষা করা। অরাজক দেশে বলবানের অত্যাচারে দুর্বল পীড়িত হয়। রাজা দেশবাসীর রক্ষাকর্তা—রাজা দেশের আবরণ। স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা তার গৌরবের কারণ এবং স্ত্রীলোকের পবিত্রতম সম্পদরূপে গণ্য হয়। তাই সতীত্বকে স্ত্রীজাতির আবরণ বলা হয়েছে। পোষাক পরিচ্ছদ দেহকে শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতির কষ্ট লজ্জা প্রভৃতি থেকে রক্ষা করে। সমুদ্র প্রভৃতিও দেশ ইত্যাদির রক্ষা-কর্তা। তাই আবরণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

॥ ৭৫ ॥

ঘৃতকুণ্ডসমা নারী তপ্তাস্তারসমঃ পুমান্।

তস্মাৎ ঘৃতঞ্চ বহিঞ্চ নৈকত্র স্থাপয়েদ্ববুধঃ।।

বিসন্ধি : ঘৃতম্ + চ। বহিঞ্চ + চ। ন + একত্র। স্থাপয়েৎ + বুধঃ।

অম্বয় : নারী ঘৃতকুণ্ডসমা, পুমান্ তপ্তাস্তারসমঃ, তস্মাৎ বুধঃ ঘৃতং চ বহিঞ্চ একত্র ন স্থাপয়েৎ।

বাংলা প্রতিশব্দ : নারী (স্ত্রীলোক) ঘৃতকুণ্ডসমা (ঘৃতপূর্ণ ঘটের সমান), পুমান্ (পুরুষ) তপ্তাস্তারসমঃ (উত্তপ্ত বা জ্বলন্ত অঙ্গার বা ইন্ধনের সমান)। তস্মাৎ (সেই কারণে) বুধঃ (পণ্ডিত ব্যক্তি) ঘৃতং চ বহিঞ্চ চ (ঘৃত এবং বহিককে, ঘি আর আগুনকে) একত্র (এক জায়গায়) ন স্থাপয়েৎ (রাখবেন না, দূরে রাখবেন)।

বঙ্গানুবাদ : স্ত্রীলোক ঘৃতপূর্ণ ঘটের সমান আর পুরুষ জ্বলন্ত আগুনের সমান। তাই পণ্ডিত ব্যক্তি ঘৃত এবং বহিককে কখনই একত্রে রাখবেন না (অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ সম্পর্করহিত স্ত্রী এবং পুরুষকে কখনই এক জায়গায় রাখবেন না)।



**ভাবার্থপ্রকাশ :** কিছু কিছু জিনিস আছে যা একের পাশে অন্যকে স্থাপন করলে পরস্পরের বিকার উপস্থিত হয়। দাহ্য পদার্থের কাছে আগুন থাকলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। যি আর আগুন তাই পাশাপাশি রাখা উচিত নয়। এ সংসারে নারী এবং পুরুষের সম্পর্কও দাহ্য পদার্থ এবং আগুনের মত। অনিয়ন্ত্রিত অবাধ মেলামেশার সুযোগ থাকলে সামাজিক বিধিনিষেধ উল্লঙ্ঘিত হয় এবং ব্যভিচারের ফলে অনভিপ্রেত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। কামনার বশে, ইন্দ্রসুখভোগের তাড়নায় নারী এবং পুরুষের অবৈধ মিলনের ফলে সামাজিক ব্যাধির উদ্ভব হয়। তাই শাস্ত্রসিদ্ধ অধিকার অর্জনের পরে বৈধ সম্পর্কযুক্ত নারী-পুরুষ ছাড়া অন্য সময় তাদের একত্রে থাকা উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে 'গরুড়পুরাণে'র দুটি শ্লোক উল্লেখের অবকাশ রাখে।

“মাত্রা স্বস্তা দুহিত্রা বা ন বিবিজাসনো ভবেৎ।

বলবানিদ্రిয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কথ্যতি।।”

(গরুড়পুরাণ, পূর্বখণ্ড, ১১৪।৬)

“ক্ষণং নাস্তি রহো নাস্তি নাস্তি চাপি নিমন্তকঃ।

তেন শৌনক নারীণাং সতীত্বমুপজায়তে।।”

(গ. পু. পূর্ব, ১১৫।৯)

॥ ৭৬ ॥

**আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিতাসাং চতুর্গুণা।**

**ষড়্গুণো ব্যবসায়শ্চ কামশ্চাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ।।**

**বিসন্ধি :** বুদ্ধিঃ + তাসাম্। ব্যবসায়ঃ + চ + অষ্টগুণঃ।

**অর্থ :** স্ত্রীণাম্ আহারঃ (পুরুষাৎ) দ্বিগুণঃ, তাসাং বুদ্ধিঃ (পুরুষাৎ) চতুর্গুণা, (তাসাং) ব্যবসায়ঃ চ (পুরুষাৎ) ষড়্গুণঃ, (তাসাং) কামঃ (পুরুষাৎ) অষ্টগুণঃ স্মৃতঃ।

**বাংলা প্রতিশব্দ :** স্ত্রীণাম্ (স্ত্রীলোকের) আহারঃ (আহার) দ্বিগুণঃ (পুরুষের দুইগুণ), তাসাম্ (তাদের) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) চতুর্গুণা (পুরুষের চারগুণ), ব্যবসায়ঃ চ (ব্যবসা-বাণিজ্যের বুদ্ধি) ষড়্গুণঃ (পুরুষের ছয়গুণ) কামঃ চ (এবং তাদের ভোগবাসনা অথবা কামশক্তি) অষ্টগুণঃ (পুরুষের আটগুণ) স্মৃতঃ (এরকম কথা শাস্ত্রাদিতে বলা আছে)।

**বঙ্গানুবাদ :** স্ত্রীলোকের আহার পুরুষের দুই গুণ, পুরুষ অপেক্ষা তাদের বুদ্ধি চতুর্গুণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের বুদ্ধি পুরুষ অপেক্ষা ছয়গুণ আর কামশক্তি (অথবা ভোগলিপ্সা) পুরুষ অপেক্ষা আটগুণ—এরকম কথা শাস্ত্রে কথিত আছে।

**ভাবার্থপ্রকাশ :** সন্তানধারণ, শিশুকে স্তন্যদান প্রভৃতি, সংসারের কাজের প্রধান অংশ স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পন্ন হয়। আহার শক্তির উৎস। স্ত্রীলোকের কঠোর পরিশ্রমের কারণেই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের দ্বিগুণ আহারের প্রয়োজন। সংসার পরিচালনা মূলতঃ

স্ত্রীলোকের দ্বারাই হয়। তাই সাংসারিক বুদ্ধিও পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের চারগুণ। ব্যবসায়িক বুদ্ধি তেও স্ত্রীলোক পুরুষের অনেক উপরে। পুরুষ অপেক্ষা ছয়গুণ বেশী। তাছাড়া কামশক্তি অথবা ভোগবাসনা পুরুষ অপেক্ষা আটগুণ বেশী বলা হয়ে থাকে।

॥ ৭৭ ॥

**জীর্ণম্নাং প্রশংসীয়াৎ ভার্য্যাঞ্চ গতযৌবনাম্।**

**রণাৎ প্রত্যাগতং শূরং শস্যঞ্চ গৃহমাগতম্।।**

**বিসন্ধি :** জীর্ণম্ + অন্নম্। ভার্য্যাং + চ। শস্যম্ + চ। গৃহম্ + আগতম্।

**অর্থ :** জীর্ণম্ অন্নং প্রশংসীয়াৎ, ভার্য্যাং গতযৌবনাং চ (প্রশংসীয়াৎ), রণাৎ প্রত্যাগতং শূরং (প্রশংসীয়াৎ), গৃহম্ আগতং শস্যং চ (প্রশংসীয়াৎ)।

**বাংলা প্রতিশব্দ :** জীর্ণম্ অন্নম্ (আহার্য যদি পরিপাক হয় অর্থাৎ হজম হয় তবে সেই আহারের) প্রশংসীয়াৎ (প্রশংসা করবে), গতযৌবনাং ভার্য্যাং চ (যৌবন অতিক্রান্ত হয়েছে এমন স্ত্রীর প্রশংসা করবে অর্থাৎ কলঙ্করহিতভাবে যৌবন অতিক্রম করেছে এমন স্ত্রীর প্রশংসা করবে), রণাৎ প্রত্যাগতম্ (যুদ্ধ থেকে প্রত্যাগত) শূরম্ (বীরকে প্রশংসা করবে), গৃহমাগতম্ শস্যং চ (এবং যে ফসল ঘরে উঠেছে সেই ফসলের প্রশংসা করবে)।

**বঙ্গানুবাদ :** যে আহারের পরিপাক হয়েছে তাকে প্রশংসা করবে, নির্দোষভাবে যৌবন অতিক্রম করেছে এমন স্ত্রীর প্রশংসা করবে, যুদ্ধ থেকে (সসম্মানে) ফিরে আসা বীরের প্রশংসা করবে এবং যে ফসল ঘরে উঠেছে, তার প্রশংসা করবে।

**ভাবার্থপ্রকাশ :** আহারের সার্থকতা পরিপাকে। যে আহার পরিপাক হয় না—তার দ্বারা শরীরের পুষ্টিতো হয়ই না, বিপরীতপক্ষে তা নানা ব্যাধির কারণ হয়। যৌবনকালে কামনার বশে স্ত্রী অনেক সময় ব্যভিচারিণী হয়। তাছাড়া অনেক সময় পরপুরুষের লোভের শিকার হতে হয়। যে স্ত্রীর যৌব কাল নির্দোষে অতিক্রান্ত হয়েছে সেই স্ত্রী প্রশংসার পাত্র।

**যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সসম্মানে ফিরে আসা বীর প্রশংসার যোগ্য।** হয় জয়, না হয় মৃত্যু—যুদ্ধে যাওয়ার সময় এই প্রতিজ্ঞা মনে পোষণ করতে হয়। তাই যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা বীর কথার অর্থই হল জয়ী হয়ে আসা। ক্ষেত্রের শস্য যতক্ষণ পর্যন্ত না ঘরে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত দৃষ্টি ন্তা। হঠাৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয়, চুরি, প্রভৃতি কারণে ক্ষেত্রের শস্য অনেক সময়ই নিজের গোলায় আসে না। তাই নিজ অধিকারে না আসা পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়ার অবকাশ থাকে না।



॥ ৭৮ ॥

অসম্ভট্টা দ্বিজা নষ্টাঃ সন্তট্টা ইব পার্থিবাঃ।

সলজ্জগণিকা নষ্টা নির্লজ্জাঃ কুলদ্রিয়ঃ ॥

বিসন্ধিঃ নির্লজ্জাঃ + চ।

অন্বয়ঃ দ্বিজাঃ অসম্ভট্টাঃ (চেৎ) নষ্টাঃ, পার্থিবাঃ সন্তট্টাঃ (চেৎ) নষ্টা ইব, গণিকা সলজ্জা (চেৎ) নষ্টা, কুলদ্রিয়ঃ চ নির্লজ্জাঃ (চেৎ নষ্টাঃ)।

বাংলা প্রতিশব্দঃ দ্বিজাঃ (ব্রাহ্মণ) অসম্ভট্টাঃ চেৎ (যদি অসম্ভট্ট হয়) নষ্টাঃ (তবে তার উন্নতি হয় না, ব্রাহ্মণোচিত আত্মিক উন্নতি হয় না)। পার্থিবাঃ (রাজা) সন্তট্টাঃ নষ্টাঃ ইব (যেমন নাকি রাজা সন্তট্ট থাকলে তাঁর উন্নতি হয় না, রাজ্যবিস্তার প্রভৃতি হয় না), গণিকা (দেহোপজীবী, বেশ্যা) সলজ্জা (লজ্জাশীলা হলে) নষ্টা (তার উন্নতি হয় না) কুলদ্রিয়ঃ চ (আর কুলবধূরা) নির্লজ্জাঃ (নির্লজ্জ হ'লে তারা নষ্ট হয় অর্থাৎ তাদের সতীত্ব থাকে না)।

বঙ্গানুবাদঃ ব্রাহ্মণ অসম্ভট্ট হ'লে তাঁর (আত্মিক) উন্নতি হয় না, রাজা সন্তট্ট হ'লে তাঁর (রাজ্যবিস্তারাদি) উন্নতি হয় না, বেশ্যা লজ্জাশীলা হ'লে তার (ব্যবসায়ে) উন্নতি হয় না আর কুলবধূরা নির্লজ্জ হ'লে তাদের সতীত্ব থাকে না।

ভাবার্থপ্রকাশঃ ব্রাহ্মণের কর্তব্য অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-যজন-যাজন-দান-প্রতিগ্রহ। তিনি নির্লোভ হবেন। অন্য বর্ণের দান-মাত্রই তাঁর সম্বল। ব্রাহ্মণ যদি অর্থের জন্য লালায়িত হন তবে অধ্যয়ন-অধ্যাপন প্রভৃতি কর্তব্য থেকে তিনি দ্রষ্ট হবেন। জ্ঞানার্জন এবং অর্থাগম অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর বিরোধী হয়। ব্রাহ্মণ এমন সম্পত্তি সঞ্চয় করবেন না যা আগামীকাল পর্যন্ত থাকে। অর্থাৎ তিনি প্রতিদিন নিজ প্রয়োজনে সামান্য যে অর্থ লাগে সেটুকুমাত্র রাখবেন—বাকী অংশ দান করবেন। অসন্তোষ ব্রাহ্মণত্বের নাশক।

রাজা সর্বদা বিজিগীষু হবেন। নিজরাজ্য রক্ষা করতেই তার চরিতার্থতা হয় না। নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য, ক্রমে ক্রমে রাজচক্রবর্তী হওয়ার জন্য তাঁকে সর্বদাই উদ্যোগ নিতে হবে। অন্যথায় পার্শ্ববর্তী পরাক্রান্ত রাজার দ্বারা তিনি আক্রান্ত হবেন এবং নিজের বিনাশের কারণ হবেন। শুধু তাই নয়,—নিজের শক্তির সম্বন্ধে আত্মসন্তুষ্ট থাকলে রাজ্যের উন্নতি হয় না।

বেশ্যা বা গণিকা দেহোপজীবী। পরপুরুষকে নিজের দেহদান করে তার জীবিকা নির্বাহ হয়। এখন, বেশ্যা যদি লজ্জাশীলা হয় তবে সে অন্যকে দেহদান করতে চাইবে না—ফলতঃ তার জীবিকার পথই রুদ্ধ হবে। বিপরীত ক্রমে কুলবধূ যদি লজ্জাহীনা হয় তবে সংসারে ব্যভিচারের সৃষ্টি হয় এবং সাংসারিক শান্তি নষ্ট হয়। লজ্জাই তাদের চরিত্রের আবরণ—এরকম বলা হয়।

লজ্জাশীলা নারীর প্রশংসা এবং লজ্জাহীনা নারীর নিন্দাসহস্রীয় একটি উল্লেখনীয় শ্লোক—

“তাবৎ কুলদ্রীমবদা যাবল্লজ্জাবগুণম্।

হতে তস্মিন্ কুলদ্রীভ্যো বরং বেশ্যাস্তনাজনঃ ॥”

॥ ৭৯ ॥

অবংশপতিতো রাজা মূর্খপুত্রঃ পণ্ডিতঃ।

অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবশ্মন্যতে জগৎ ॥

বিসন্ধিঃ মূর্খপুত্রঃ + চ। তৃণবৎ + মন্যতে।

অন্বয়ঃ অবংশপতিতঃ রাজা (সন্), মূর্খপুত্রঃ পণ্ডিতঃ (সন্) অধনেন ধনং প্রাপ্য চ জগৎ তৃণবৎ মন্যতে।

বাংলা প্রতিশব্দঃ অবংশপতিতঃ (নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করে), রাজা সন্ (যদি কেউ রাজা হয়), মূর্খপুত্রঃ (কোন' মূর্খের পুত্র যদি) পণ্ডিতঃ (পণ্ডিত হয়), অধনেন ধনং প্রাপ্য চ (আর কোন' দরিদ্র যদি প্রচুর ধন পায়) জগৎ তৃণবৎ মন্যতে (তবে তারা এই জগৎকে তৃণের মত তুচ্ছ জ্ঞান করে)।

বঙ্গানুবাদঃ নীচবংশে জন্মগ্রহণ করে যদি কেউ রাজা হয়, কোন' মূর্খের পুত্র যদি পণ্ডিত হয় অথবা কোন' দরিদ্র যদি (হঠাৎ প্রচুর) সম্পত্তি লাভ করে তবে তারা এই জগৎকে তৃণের মত তুচ্ছ জ্ঞান করে।

ভাবার্থপ্রকাশঃ হীন বংশে জন্মগ্রহণ করেও যদি কেউ রাজা হয় তবে তার মধ্যে আভিজাত্য প্রভৃতির অভাব দেখা যায়। ব্যবহারিক জীবনে তাঁর আচার-আচরণের মাধ্যমেই তাঁর 'অপাদান' যে শুদ্ধ নয় তা বোঝা যায়। গোটা জগৎকে সে তখন তুচ্ছ জ্ঞান করে।

অনুরূপভাবে কোন' গরীব যদি হঠাৎ বড়লোক হয় তখন তার মধ্যে বিকার উপস্থিত হয়। অকারণ অর্থব্যয়, তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতিতে সে মত্ত থাকে। মান্যজনকে সম্মান করে না। কিন্তু যে লোক বনেদী ধনী তার আচার-ব্যবহারেই তা প্রকাশ পায়।

মূর্খ পিতার পুত্র যদি পণ্ডিত হয় তবে সেই পুত্রও অনেক সময় উদ্ধত হয়। পাণ্ডিত্যের অভিমানে পিতাকেও সে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

॥ ৮০ ॥

ব্রহ্মাহপি নরঃ পূজ্যো যস্যাস্তি বিপুলং ধনম্।

শশিনস্তল্যবংশোহপি নির্ধনঃ পরিভ্রুয়তে ॥

বিসন্ধিঃ ব্রহ্মহা + অপি। যস্য + অস্তি। শশিনঃ + তুল্যবংশ + অপি।

অন্বয়ঃ যস্য বিপুলং ধনম্ অস্তি (সঃ) নরঃ ব্রহ্মহা অপি পূজ্যঃ। নির্ধনঃ শশিনঃ



তুল্যবংশঃ অপি পরিভূয়তে।

**বাংলা প্রতিশব্দ :** যস্য বিপুলং ধনম্ অস্তি (যার প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে) সঃ নরঃ (সেই ব্যক্তি) ব্রহ্মহা অপি (ব্রহ্মঘাতক হলেও, ব্রাহ্মণহত্যার পাতকী হলেও) পূজ্যঃ (মাননীয়, লোকে মান্য করে চলে)। নির্ধনঃ (ধনসম্পত্তি না থাকলে) শশিনঃ তুল্যবংশঃ অপি (চন্দ্রের মত নির্মল বংশে জন্মগ্রহণ কর'লেও) পরিভূয়তে (লোকের কাছে সম্মান পায় না)।

**বঙ্গানুবাদ :** যার প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে সে যদি ব্রহ্মঘাতীও হয়, লোকে তাকে মেনে চলে, আর ধনসম্পত্তি না থাকলে চন্দ্রের মত নির্মল বংশে জন্মগ্রহণ করলেও লোকে মান্য করে না।

**ভাবার্থপ্রকাশ :** ব্যবহারিক জীবনে অর্থের প্রভাব দেখাতে গিয়ে বলা হচ্ছে যে অর্থের কৌলীন্যে অনেক সময় বহু অপরাধ, বহু দোষ চাপা পড়ে যায়। লোকে সেই অপরাধকে অপরাধ বলে গণ্য করে না। শুধুমাত্র তাই নয়। সম্মানের যোগ্য না হলেও সে সমাজে সম্মান পায়। বিপরীতক্রমে চন্দ্রের মত নির্মল বংশে জন্মগ্রহণ করেও যদি নির্ধন হয় তবে লোকে তাকে সম্মান দেয় না। সমাজে সম্মানপ্রাপ্তির মাপকাঠি হল অর্থ। এই দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমান সমাজে খুবই প্রকট। চাণক্যশ্লোকেও এই বক্তব্য থাকায় অর্থকৌলীন্যের কাছে বিদ্যাবত্তা প্রভৃতিও তুচ্ছ হয়ে যায়—এই দৃষ্টিভঙ্গী যে বহু প্রাচীন তার প্রমাণ মিলছে। তবে একথা স্মরণে রাখা যেতে পারে যে যাঁরা গুণের সমাদর জানেন তাঁরা গুণীকেই মর্যাদা দেন, কেবল ধনীকে নয়।

॥ ৮১ ॥

পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্।

কার্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্ ॥

**বিসন্ধি :** তৎ + ধনম্।

**অর্থ :** যা বিদ্যা পুস্তকস্থা, (যৎ) ধনং পরহস্তগতম্—কার্যকালে সমুৎপন্নে সা তু বিদ্যা ন, তৎ ধনং ন।

**বাংলা প্রতিশব্দ :** যা বিদ্যা (যে বিদ্যা) পুস্তকস্থা (পুঁথিতেই থেকে যায় অর্থাৎ শেখার পরে কাজে লাগান হয় না), যৎ ধনম্ (যে ধন, যে অর্থ সম্পত্তি) পরহস্তগতম্ (পরের হাতে চলে গেছে, নিজের অধিকারে নেই)—কার্যকালে সমুৎপন্নে (প্রয়োজনের সময় উপস্থিত হলে) সা বিদ্যা ন (সেই পুস্তকস্থ বিদ্যাকে বিদ্যা বলা চলে না) তৎ ধনং ন (সেই অন্যের অধিকারে চলে যাওয়া ধনকে ধন বলা চলে না)।

**বঙ্গানুবাদ :** যে অধীত বিদ্যা পুঁথিতেই থেকে যায় (অর্থাৎ কাজে প্রয়োগের সময় মনে পড়ে না), যে ধন পরের হাতে চলে গেছে (অর্থাৎ নিজের অধিকারে নেই),—

প্রয়োজনের সময় তা পাওয়া যায় না ব'লে সেই বিদ্যাকে বিদ্যা বলা চলে না, সেই ধনকে ধন বলা চলে না।

**ভাবার্থপ্রকাশ :** বিদ্যার সার্থকতা প্রয়োগে। অধীত বিদ্যা যদি যথাসময়ে কাজে লাগানো না যায় তবে তার কোন মূল্য থাকে না। বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেও যদি কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করলে উত্তর না দেওয়া যায় তবে সে বিদ্যায় কি লাভ! নিজের অর্থ যদি পরের হাতে থাকে তাহলেও বিপদ হয়। কেননা যথাকালে তা পাওয়া যাবে এমন নিশ্চয়তা থাকে না, ফলতঃ নিজের অর্থই নিজের কাজে ব্যবহার করা যায় না।

“পরায়ীনং ন কর্তব্যং তরুণীধনপুস্তকম্।

কৃতঞ্চঃ দ্ভভাতে দৈবাদ্ ভ্রষ্টা নষ্টং বিমর্দিতম্ ॥”

॥ ৮২ ॥

পাদপানাং ভয়ং বাতাং পদ্মানাং শিশিরাঙ্গয়ম্।

পর্বতানাং ভয়ং বজ্রাং সাধূনাং দুর্জনাঙ্গয়ম্ ॥

**বিসন্ধি :** শিশিরাং + ভয়ম্। দুর্জনাং + ভয়ম্।

**অর্থ :** পাদপানাং বাতাং ভয়ম্, পদ্মানাং শিশিরাং ভয়ম্, পর্বতানাং বজ্রাং ভয়ম্, সাধূনাং দুর্জনাং ভয়ম্।

**বাংলা প্রতিশব্দ :** পাদপানাম্ (বৃক্ষের) বাতাং ভয়ম্ (ভয় বায়ু থেকে অর্থাৎ ঝড় থেকে ভয়), পদ্মানাং শিশিরাং ভয়ম্ (পদ্মের ভয় শিশির অথবা শীতকাল থেকে), পর্বতানাং বজ্রাং ভয়ম্ (পর্বতের ভয় বজ্র থেকে), সাধূনাং দুর্জনাং ভয়ম্ (সাধুলোকের, সজ্জনের ভয় দুর্জন লোক থেকে)।

**বঙ্গানুবাদ :** বৃক্ষের ভয় ঝড়কে, পদ্মের ভয় শীতকালকে, পর্বতের ভয় বজ্রকে আর সজ্জনের ভয় দুর্জনকে।

**ভাবার্থপ্রকাশ :** সজ্জন লোক চিরকালই দুর্জনকে ভয় করে। দুর্জনের অকরণীয় কিছু নেই। বিচার-বিবেকশূন্য দুর্জন অকারণেও সজ্জনের ক্ষতি করে। দুর্জন অন্য দুর্জনের ক্ষতি করতে ভয় পায়। কিন্তু যেহেতু সজ্জন ব্যক্তি অন্যায়ের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে ভয় পায়—সেহেতু তাঁরাই প্রধানতঃ দুর্জনের শিকার হয়। এই বক্তব্যই কয়েকটি উপমার সাহায্যে এই শ্লোকে বোঝান হয়েছে। ঝড়ে গাছ উপড়ায়। তাই গাছের ভয় ঝড়কে। শীতকালকে পদ্মের ভয়। তুষারপাত পদ্মের সহ্য হয় না। বজ্রের আঘাতে পর্বত বিদীর্ণ হয়। তাই পর্বতের ভয় বজ্রকে। অনুরূপভাবে সজ্জনের ভয় দুর্জনকে। তাই সজ্জন ব্যক্তি দুর্জনকে সবসময় এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন।



॥ ৮৩ ॥

প্রাজ্ঞে নিযোজ্যমানে তু সন্তি রাজ্ঞস্ত্রয়ো গুণাঃ।

যশঃ স্বর্গনিবাসশ্চ বিপুলশ্চ ধনাগমঃ ॥

বিসন্ধিঃ রাজ্ঞঃ + ত্রয়ঃ। স্বর্গনিবাসঃ + চ। বিপুলঃ + চ।

অর্থঃ : প্রাজ্ঞে নিযোজ্যমানে তু রাজ্ঞঃ গুণাঃ সন্তি—যশঃ স্বর্গনিবাসঃ চ, বিপুলঃ ধনাগমঃ চ।

বাংলা প্রতিশব্দ : প্রাজ্ঞে নিযোজ্যমানে তু (রাজা যদি প্রাজ্ঞ ব্যক্তির উপর কাজের ভার ন্যস্ত করেন) রাজ্ঞঃ ত্রয়ঃ গুণাঃ সন্তি (তবে রাজার তিনটি জিনিস লাভ হয়)—যশঃ (যশ), স্বর্গনিবাসঃ (স্বর্গলাভ) বিপুলঃ ধনাগমঃ চ (এবং প্রচুর অর্থ লাভ)।

বঙ্গানুবাদ : রাজা যদি প্রাজ্ঞ ব্যক্তির উপর কার্যভার ন্যস্ত করেন তবে তাঁর তিনটি জিনিস লাভ হয়—যশ, স্বর্গলাভ এবং প্রভূত অর্থলাভ।

ভাবার্থপ্রকাশ : রাজার পালনীয় কর্তব্যের সংখ্যা অসংখ্য। এক রাজার পক্ষে সকল কর্তব্য পালন করা সম্ভব নয়। তাই তিনি কার্যসহায়ক মন্ত্রী, অমাত্য, দূত প্রভৃতি নিয়োগ করেন। এই লোক নিয়োগ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে করা উচিত। কাজের গুরুত্ব এবং দায়িত্ব অনুসারে বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন লোককে বিশেষ বিশেষ কাজে নিয়োগ করবেন। নিযুক্ত লোক যদি কাজে প্রাজ্ঞ হয়, যথাযথ দক্ষ হয় তবে রাজার আর চিন্তার কারণ থাকে না। সব কাজ সুষ্ঠুভাবে হয়। রাজার যশ হয়। প্রজাপালনের জন্য অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হয় এবং প্রজারাও নির্বিঘ্ন জীবনযাপন করায় যথাসময়ে কর প্রদান করে রাজকোষ পরিপূর্ণ করে। সুতরাং প্রাজ্ঞ লোক নিয়োগে রাজার ধর্ম, অর্থ, যশ প্রভৃতি সব কিছু লাভ হয়।

॥ ৮৪ ॥

মূর্খে নিযোজ্যমানে তু ত্রয়ো দোষা মহীপতেঃ।

অযশশ্চার্থনাশশ্চ নরকে গমনং তথা ॥

বিসন্ধিঃ অযশঃ + চ + অর্থনাশঃ + চ।

অর্থঃ : মূর্খে নিযোজ্যমানে তু মহীপতেঃ ত্রয়ঃ দোষাঃ (সমুৎপাদ্যন্তে)—অযশঃ চ, অর্থনাশঃ চ, তথা নরকে গমনম্।

বাংলা প্রতিশব্দ : মূর্খে নিযোজ্যমানে তু (রাজা যদি মূর্খ লোকের হাতে কাজের ভার অর্পণ করেন তবে) মহীপতেঃ (রাজাতে) ত্রয়ঃ দোষাঃ সমুৎপাদ্যন্তে (তিনটি দোষের উদ্ভব হয়)—অযশঃ চ (নিন্দা), অর্থনাশঃ চ (অর্থনাশ), তথা নরকে গমনম্ (এবং নরকগমন, নরকবাস)।

বঙ্গানুবাদ : রাজা যদি মূর্খ লোকের হাতে কাজের ভার অর্পণ করেন তবে তিনি তিনটি দোষের ভাগী হন—নিন্দা, অর্থনাশ এবং নরকগমন।

ভাবার্থপ্রকাশ : আগের শ্লোকে বলা হয়েছে প্রাজ্ঞ লোক নির্বাচন করলে রাজার ধর্ম, অর্থ, যশ প্রভৃতি লাভ হয়। এই শ্লোকে অযোগ্যলোক নিয়োগ করলে কি হয় তা বলা হচ্ছে। মূর্খ বা অযোগ্যের হাতে কাজের দায়িত্ব অর্পিত হলে কাজ অবশ্যই পণ্ড হয়। ফলে রাজার অপযশ হয়। প্রজারা অসন্তুষ্ট থাকায় করপ্রদান প্রভৃতিতে তাদের উৎসাহ থাকে না। ফলে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। রাজধর্ম যদি যথাযথভাবে প্রতিপালিত না হয় তবে রাজার নরকগমন সুনিশ্চিত। অকারণ প্রজাপীড়ন প্রভৃতির পাপ রাজার উপর বর্তায়। তাই লোক নিয়োগ করার সময় রাজা খুব সচেতন থাকবেন।

মূর্খলোক শুধুমাত্র যে নিজের কর্তব্য পালনে অসমর্থ হয়ে অপকার করে তা নয়—অন্যান্য কাজেও অকারণ হস্তক্ষেপ করে সব কাজেই জট পাকিয়ে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। তাই বলা হয়েছে মূর্খলোক নিয়োগে রাজার অপযশ, এবং নরকগমন হয়ে থাকে।

॥ ৮৫ ॥

বহুভিমূর্খসংঘাতৈরন্যোন্যপশুবৃত্তিভিঃ।

প্রচ্ছাদ্যন্তে গুণাঃ সর্বে মেঘৈরিব দিবাকরঃ ॥

বিসন্ধিঃ বহুভিঃ + মূর্খসংঘাতৈঃ + অন্যোন্যপশুবৃত্তিভিঃ। মেঘৈঃ + ইব।

অর্থঃ : অন্যোন্যপশুবৃত্তিভিঃ বহুভিঃ মূর্খসংঘাতৈঃ মেঘৈঃ দিবাকরঃ ইব সর্বে গুণাঃ প্রচ্ছাদ্যন্তে।

বাংলা প্রতিশব্দ : অন্যোন্যপশুবৃত্তিভিঃ (পশুর মত পরস্পর-হিংসা প্রভৃতি স্বভাবের) বহুভিঃ মূর্খসংঘাতৈঃ (বহু মূর্খের দ্বারা) মেঘৈঃ দিবাকরঃ ইব (মেঘ যেমন সূর্যকে আচ্ছাদন করে, সেইভাবে) সর্বে গুণাঃ প্রচ্ছাদ্যন্তে (সকল গুণসমূহ আচ্ছাদিত করে)।

বঙ্গানুবাদ : পশুর মত পরস্পর হিংসাদি স্বভাবের বহু মূর্খের দ্বারা সূর্য যেমন মেঘের দ্বারা আবৃত হয় তেমনি সকল গুণ আচ্ছাদিত হয়।

ভাবার্থপ্রকাশ : পশুর সমাজে নিরন্তর হানাহানি, অকারণ বিদ্বেষ, অজ্ঞানবশতঃ পরস্পর কলহ দেখা যায়। মানুষের মধ্যেও মূর্খেরা এভাবে পরস্পরের প্রতি আক্রোশ পোষণ করে। যে সমাজে এরকম মূর্খের সংখ্যা অনেক সে সমাজের কোন উন্নতি হয় না। গুণীর গুণপ্রকাশের সেখানে অবসর থাকে না। আকাশের সূর্য মেঘে ঢাকা পড়ে। ঠিক তেমনি দোষ গুণকে আচ্ছাদন করে রাখে। সদ্গুণের অভিব্যক্তির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন। যেখানে সে পরিবেশ নেই সেখানে তা কাজে প্রকাশ পাবে কিভাবে। কোন ভাল কাজ শুরু করলেও নিন্দুকদের অপবাদে তা মাঝপথেই বন্ধ করে দিতে হয়। সমাজের উন্নতি চাইলে নিজেদের সামান্য স্বার্থত্যাগ, ঈর্ষা প্রভৃতির উর্দ্ধে ওঠা একান্ত আবশ্যিক। অন্যথা মনুষ্যসমাজ আর পশুসমাজে কোন তফাৎ থাকে না।



॥ ৮৬ ॥

যস্য ক্ষেত্রং নদীতীরে ভার্যা বাপি পরপ্রিয়া।

পুত্রস্য বিনয়ো নাস্তি মৃত্যুরেব ন সংশয়।।

বিসন্ধিঃ বা + অপি। ন + অস্তি। মৃত্যুঃ + এব।

অন্বয়ঃ যস্য ক্ষেত্রং নদীতীরে, (যস্য) ভার্যা বা পরপ্রিয়া, (যস্য) পুত্রস্য বিনয়ো নাস্তি, (তস্য) মৃত্যুঃ এব—সংশয়ঃ ন।

বাংলা প্রতিশব্দঃ যস্য (যার) ক্ষেত্রং (শস্যভূমি) নদীতীরে (নদীর পাড়ে), যস্য ভার্যা বা পরপ্রিয়া (যার স্ত্রী অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত), যস্য পুত্রস্য (যার পুত্রের) বিনয়ো নাস্তি (বিনয় নাই, উদ্ধত), তস্য মৃত্যুঃ এব (মৃত্যুই তার বাস্তব স্থিতি) ন সংশয়ঃ (এই ব্যাপারে সংশয়ের অবকাশ নেই)।

বঙ্গানুবাদঃ যে লোকের শস্যক্ষেত্র নদীর পাড়ে, যে লোকের স্ত্রী পরপুরুষে আসক্ত, যে লোকের পুত্র অবিনীত—সেই লোকের জীবনধারণ মৃত্যুর সমান—এই ব্যাপারে সংশয় নাই।

ভাবার্থপ্রকাশঃ সংসারজীবনে নিশ্চয়তা মনের শান্তি বিধান করে। জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রতি মুহূর্তে, প্রতি বিষয়ে যদি অনিশ্চয়তা থাকে তবে মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হয়। বিপদের আশঙ্কায়ুক্ত ব্যাপার থেকে তাই যত দূরে থাকা যায় তত মঙ্গল। নদীর তীরে ঘর বাঁধলে সকল সময়ই এই চিন্তা থাকে যে নদীর পাড় ভেঙ্গে ঘর নষ্ট হবে। প্রকৃতে সেরকম ঘটেও থাকে। স্ত্রী যদি অন্য পুরুষে আসক্ত হয় তবে স্বামীর মানসিক অশান্তির অন্ত থাকে না। সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যতের চিন্তায় তাঁকে সর্বদা আবুল হতে হয়। অবিনীত সন্তান পিতার অনন্ত দুঃখের কারণ। পঞ্চ তন্ত্রে আছে—“কিং তয়া ক্রিয়তে ধেন্বা যান সূতে ন দুঃখদা। কোহর্থঃ জাতেন পুত্রেন যো ন বিদ্বান্ ন ভক্তিমান্।।” অবিনীত সন্তান থাকা না থাকার সমান। প্রকৃতপক্ষে না-থাকা বরং ভাল। সংসারজীবনে তাই সর্বদা সচেতন থাকতে হবে যাতে ভবিষ্যতের দুঃখ এড়ানো যায়।

॥ ৮৭ ॥

অসংভাব্যং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যতে।

শিলা তরতি পানীয়ং গীতং গায়তি বানরঃ।।

বিসন্ধিঃ প্রত্যক্ষম্ + অপি।

অন্বয়ঃ শিলা পানীয়ং তরতি, বানরঃ গীতং গায়তি—এতদৃশম্ অসংভাব্যং প্রত্যক্ষম্ দৃশ্যতে অপি ন বক্তব্যম্।

বাংলা প্রতিশব্দঃ শিলা পানীয়ং তরতি (পাথর জলে ভাসছে) বানরঃ গীতং গায়তি

(বানর গান করছে)—এতদৃশম্ অসংভাব্যম্ (এইরকম অসম্ভব ঘটনা) প্রত্যক্ষম্ দৃশ্যতে অপি (প্রত্যক্ষ দেখলেও) ন বক্তব্যম্ (বলা উচিত নয়)।

বঙ্গানুবাদঃ পাথর জলে ভাসছে, বানর গান করছে—এইরকম অসম্ভব ঘটনা স্বচক্ষে ঘটতে দেখলেও বলা উচিত নয়।

ভাবার্থপ্রকাশঃ অবিশ্বাস্য কোন কথা বললে হাস্যাস্পদ হতে হয়। তাই সে ধরনের কথা অন্যের কাছে বলা উচিত নয়। জগতে প্রকৃতির খেলালে অনেক সময় অসম্ভব ঘটনা ঘটে থাকে। একাধিক মাথা নিয়ে শিশুর জন্মগ্রহণ ইত্যাদি অনেক সময়ই ঘটে থাকে। নিজে চোখে দেখে এলেও তা লোকের কাছে বলে অনেক সময় অকারণ উপহাসের পাত্র হতে হয়। আলোচ্য শ্লোকে এরকম দুটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। পাথর জলে ভাসছে, বানর গান করছে—সাধারণতঃ এরকম ঘটে না, তাই এধরনের কথা অন্যের কাছে না বলা ভালো।

॥ ৮৮ ॥

সুভিক্ষং কৃষকে নিত্যং নিত্যং সুখমরোগিণি।

ভার্যা ভর্তুঃ প্রিয়া যস্য তস্য নিত্যোৎসবং গৃহম্।।

বিসন্ধিঃ সুখম্ + আরোগিণি।

অন্বয়ঃ কৃষকে সুভিক্ষং নিত্যং সুখম্, আরোগিণি নিত্যং (সুখম্), যস্য ভর্তুঃ ভার্যা প্রিয়া তস্য জনস্য গৃহং নিত্যোৎসবম্।

বাংলা প্রতিশব্দঃ কৃষকে সুভিক্ষং নিত্যং সুখম্ (যে কৃষকের ঘরে ভিক্ষা পাওয়া যায় অর্থাৎ প্রচুর অন্ন থাকে, তার ঘরে সবসময় সুখ বিরাজ করে), আরোগিণি নিত্যং সুখম্ (যার শরীরে রোগ নেই—সে সর্বদা সুখী), যস্য ভর্তুঃ (যে স্বামীর) ভার্যা প্রিয়া (স্ত্রী প্রিয়তমা, স্বামীতে একান্ত অনুরক্তা) তস্য নিত্যোৎসবং গৃহম্ (সেই গৃহে সর্বদা উৎসবের আনন্দ)।

বঙ্গানুবাদঃ যে কৃষকের ঘরে (প্রচুর) অন্ন থাকে—তার ঘরে সর্বদা সুখ বিরাজ করে, যার শরীরে রোগ নাই—সে সর্বদা সুখী, যে স্বামীর স্ত্রী (স্বামীতে একান্ত অনুরক্তির কারণে) প্রিয়তমা—সেই লোকের ঘরে সর্বদা উৎসবের আনন্দ।

ভাবার্থপ্রকাশঃ সংসারজীবনে সুখের কারণগুলির অন্যতম কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি ভালো ফসল হয়, তবে কৃষকের আনন্দ আর ধরে না। অনাহারের দৃশ্চিত্তা কৃষককে তিলে তিলে দগ্ধ করে। রোগীর মনে কখনো সুখ থাকে না। নীরোগ ব্যক্তি সদ সুখী। যার স্ত্রী স্বামীর প্রতি অনুরক্ত সে স্বামী সুখী। অন্যথা তার জীবন নরকবাসের সমান। জীবনের মাধুর্য্য স্ত্রীর ব্যবহারের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। স্ত্রীর মধুর ব্যবহারে মাটির পৃথিবীতেই স্বর্গের আনন্দ অনুভব করা যায়।



॥ ৮৯ ॥

হেলা স্যাৎ কার্যনাশায় বুদ্ধিনাশায় নির্ধনম্।

যাচনা মাননাশায় কুলনাশায় ভোজনম্ ॥

অর্থঃ হেলা কার্যনাশায় স্যাৎ, নির্ধনং বুদ্ধিনাশায় (স্যাৎ), যাচনা মাননাশায় (স্যাৎ), ভোজনং কুলনাশায় (স্যাৎ)।

বাংলা প্রতিশব্দ : হেলা (কাজে অবহেলা) কার্যনাশায় স্যাৎ (কার্যনাশের কারণ হয়), নির্ধনং বুদ্ধিনাশায় (দারিদ্র্যের কারণে বুদ্ধিনাশ ঘটে), যাচনা মাননাশায় (লোকের কাছে প্রার্থনা সম্মান নাশের কারণ হয়), ভোজনং কুলনাশায় (যেখানে সেখানে আহারগ্রহণ বংশগৌরব নাশের কারণ হয়)।

বঙ্গানুবাদ : অবহেলা কার্যনাশের কারণ হয়, দারিদ্র্যের কারণে বুদ্ধিনাশ ঘটে, লোকের কাছে প্রার্থনা অসম্মানের কারণ হয় আর (যেখানে-সেখানে—অখাদ্য-কুখাদ্য) আহার গ্রহণ বংশগৌরব নাশের কারণ হয়।

ভাবার্থপ্রকাশ : যথাকালে কর্তব্য সম্পাদন না করলে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অনেকসময় তা করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আলস্য আর অবহেলার কারণে বহু কাজ অসমাপ্ত থাকার কারণে শুধু যে বিশেষ বিশেষ কাজের হানি হয় তা নয়—অন্যান্য কাজেও তার প্রভাব পড়ে।

তুলনীয় শ্লোক :

“নির্বাপদীপে কিমু তৈলদানং

চৌরে গতে বা কিমুতাবধানম্।

বয়োগতে কিং বনিতাবিলাসঃ

পয়োগতে কিং খলু সেতুৰুদ্ধঃ ॥”

(উদ্ভট)

ধনহীনতার কারণে, দৈন্যের তাড়নায় মানুষের বুদ্ধি বিপর্যয় ঘটে থাকে। আপাত অর্থলোভের কারণে পরিণামে ভয়ঙ্কর কাজেও সে তখন পিছুপা হয় না। পরের কাছে হাত পাতা বা কৃপাপ্রার্থী হওয়ার চাইতে গ্লানিকর ব্যাপার জগতে কমই আছে। কৃপাভিক্ষার নিজের সম্মান নষ্ট হয়, পরের কাছে নিজেকে লম্বু হতে হয়। যেখানে সেখানে আহার গ্রহণ নিজের অভিজাত্য নষ্ট করে। তাছাড়া অখাদ্য-কুখাদ্য গ্রহণে ব্যাধির পথ প্রশস্ত হয়। ‘হিতোপদেশে’ আছে—

“স্তব্ধস্য নশ্যাতি যশো বিষমস্য মৈত্রী

নষ্টেন্দ্রিয়স্য কুলমর্থপরস্য ধর্মঃ।

বিদ্যাফলং ব্যসনিনঃ কৃপণস্য সৌখ্যং

রাজ্যং প্রণষ্টসচিবস্য নরাধিপস্য ॥”

অর্থাৎ গর্বিতের যশ নষ্ট হয়, কপটতা করলে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়, ইন্দ্রিয় কুপথে গেলে কুলমান নষ্ট হয়, স্বার্থপর হলে ধর্ম লোপ পায়, ব্যসনী হলে বিদ্যার ফল পাওয়া যায় না, কৃপণের সুখ হয় না, মন্ত্রী স্বেচ্ছাচারী হলে রাজ্য নষ্ট হয়।

‘মনুসংহিতা’য় আছে—

“কুবিবাহৈঃ ক্রিয়ালোপৈর্বেদানধ্যয়নেন চ।

কুলান্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাদিক্রমেণ চ ॥” (৩য় অধ্যায়)

অর্থাৎ নির্দিত বিবাহ, বর্ণাশ্রমানুসারী ক্রিয়াকর্মের লোপ, বেদাদি পাঠে অপ্রবৃত্তি, ব্রাহ্মণের প্রতি অবজ্ঞা প্রভৃতির দ্বারা কুলীন বংশও নিকৃষ্ট বংশরূপে পরিগণিত হয়।

॥ ৯০ ॥

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াসমম্বিতঃ।

যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নির্বার্যতে ॥

বিসন্ধি : ন + অস্তি।

অর্থঃ ফলচ্ছায়াসমম্বিতঃ মহাবৃক্ষঃ সেবিতব্যঃ, যদি ফলং নাস্তি (তথাপি সেবিতব্যঃ), (যতঃ) ছায়া কেন নির্বার্যতে?

বাংলা প্রতিশব্দ : ফলচ্ছায়াসমম্বিতঃ (ফল এবং ছায়াযুক্ত) মহাবৃক্ষঃ (বিশাল বৃক্ষের) সেবিতব্যঃ (আশ্রয় গ্রহণ করা ভাল), যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি (দৈববশতঃ যদি ফল নাও থাকে—তথাপি আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত), (যতঃ—কেননা) ছায়া কেন নির্বার্যতে (ছায়া কে নিবারণ করবে অর্থাৎ ছায়া সবসময় পাওয়া যাবে)।

বঙ্গানুবাদ : ফল এবং ছায়াযুক্ত বিশাল বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। কেননা দৈববশতঃ তাতে ফল না থাকলেও ছায়া সবসময়ই পাওয়া যায়।

ভাবার্থপ্রকাশ : আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে লোকের কাছে কৃপাপ্রার্থী হওয়া গ্লানিকর, লম্বুতার কারণ। কিন্তু কারণবশতঃ অনেক সময়ই একজনকে আরেকজনের সাহায্য নিতে হয়। যদি নিতেই হয় তবে কোন্ ধরনের লোকের আশ্রয়প্রার্থী হওয়া বাঞ্ছনীয় উদাহরণের মাধ্যমে তা এই শ্লোকে দেখানো হয়েছে।

ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত পথিক যদি বিশ্রাম গ্রহণ করতে চায় তবে যে গাছে ফল এবং ছায়া দুই-ই পাওয়া যায় সেরকম গাছের তলাতেই বিশ্রাম গ্রহণ করা উচিত। ফল এবং ছায়া—দুইই একসঙ্গে তাতে পাওয়া যায়। যদি সেই গাছে ফল নাও থাকে—ছায়া অবশ্যই পাওয়া যায়।

সুতরাং তেমন লোকেরই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত যার দ্বারা কিছু না কিছু উপকার হয়।



॥ ৯১ ॥

প্রথমে নার্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জিতং ধনম্।

তৃতীয়ে নার্জিতং পুণ্যং চতুর্থ্যে কিং করিষ্যতি ॥

বিসন্ধিঃ ন + অর্জিতা। ন + অর্জিতম্।

অন্বয়ঃ প্রথমে বিদ্যা ন অর্জিতা, দ্বিতীয়ে ধনং ন অর্জিতম্। তৃতীয়ে পুণ্যং ন অর্জিতম্,—চতুর্থ্যে কিং করিষ্যতি?

বাংলা প্রতিশব্দঃ প্রথমে (জীবনের প্রথমভাগে, বাল্যে) বিদ্যা ন অর্জিতা (যে ব্যক্তি বিদ্যা অর্জন করেননি), দ্বিতীয়ে (জীবনের দ্বিতীয়ভাগে, যৌবনে) ধনং ন অর্জিতম্ (ধন অর্জন করেননি), তৃতীয়ে (জীবনের তৃতীয়ভাগে, প্রৌঢ় অবস্থায়) পুণ্যং ন অর্জিতম্ (পুণ্য অর্জন করেননি) চতুর্থ্যে (জীবনের চতুর্থভাগে, বার্দ্ধক্যে) কিং করিষ্যতি (তিনি আর কি করবেন? তখন কিছুই করণীয় থাকবে না—দুঃখভোগ অবধারিত এই ভাব)।

বঙ্গানুবাদঃ জীবনের প্রথমভাগে (অর্থাৎ বাল্যে) যিনি বিদ্যা অর্জন করেননি, জীবনের দ্বিতীয়ভাগে (অর্থাৎ যৌবনে) যিনি ধন অর্জন করেননি, জীবনের তৃতীয়ভাগে (অর্থাৎ প্রৌঢ়দশায়) যিনি পুণ্য অর্জন করেননি—জীবনের চতুর্থভাগে (অর্থাৎ বার্দ্ধক্যে) তিনি আর কি করবেন? অর্থাৎ তখন আর কিছুই করণীয় থাকবে না।

ভাবার্থপ্রকাশঃ যে কাজের যে সময় তখনই তা করতে হয়। পরবর্তিকালে তা করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব হয়। ফলতঃ জীবনের লক্ষ্য পূরণ হয় না। বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় এবং বার্দ্ধক্য—জীবনকে মোটামুটিভাবে চার ভাগে ভাগ করা চলে। বাল্যকাল বিদ্যাশিক্ষার সময়। সংসার জীবনের জটিলতা তাকে স্পর্শ করে না, স্মৃতিশক্তি প্রখর থাকে, পিতা-মাতার স্নেহচ্ছায়ায় সে লালিত হয়। এই সময়ই বিদ্যার্জনের শ্রেষ্ঠ সময়। যৌবন-কাল ভোগের সময়। ধনের দ্বারাই ভোগ সম্ভব। সংসারজীবনে প্রতিক্ষণে অর্থের প্রয়োজন হয়। অর্থোপার্জনের শারীরিক এবং মানসিক ক্ষমতাও এই সময়েই সর্বাপেক্ষা বেশী থাকে। সুতরাং যৌবনকালেই অর্থোপার্জনে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। প্রৌঢ়দশা পুণ্যার্জনের সময়। শাস্ত্র, সংযত, ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। যদি কোন মানুষ যথাকালে তার করণীয় না করে তবে বার্দ্ধক্যে তার দুর্দশার অন্ত থাকে না। অজ্ঞানে, অভাবে, পাপে নিমজ্জিত সে দৈহিক, মানসিক, আত্মিক—সব দিকেই বিধ্বস্ত হয়।

যথাসময়ে কাজ না করা মুখহের পরিচায়ক। 'উদ্ভট শ্লোক-সংগ্রহে' এই বিষয়ে একটি অতি সুন্দর শ্লোক আছে। "মুখুরা শীত চলে গেলে শীতের পোষাক নামায়, দিনের শেষে ভাত খায়, রাতের শেষে স্ত্রী সঙ্গম করে, যৌবন অতিক্রান্ত হলে বিবাহ করে, জল বেরিয়ে গেলে বাঁধ বাধে, বৃদ্ধ হলে তীর্থযাত্রা ইচ্ছা করে এবং নিঃশ্বাস হলে দানের কথা

ভাবো।

“শীতেহতীতে বসনমশনং বাসরাস্তে নিশান্তে  
ক্ৰীড়ারস্তঃ কুবলয়দৃশাং যৌবনাস্তে বিবাহম্।  
সেতোবন্ধং পয়সি চলিতে বান্ধকে তীর্থযাত্রাং  
বিস্তেহতীতে বিতরণমতিং কর্তুমিচ্ছন্তি মৃত্যুঃ ॥”

॥ ৯২ ॥

নদীকূলে চ যে বৃক্ষাঃ পরহস্তগতং ধনম্।

কার্যং স্ত্রীগোচরং যৎ স্যাৎ সর্বং তদ্বিফলং ভবেৎ ॥

বিসন্ধিঃ তৎ + বিফলম্।

অন্বয়ঃ যে বৃক্ষাঃ নদীকূলে, (যৎ) চ ধনং পরহস্তগতম্, যৎ কার্যং স্ত্রীগোচরম্ স্যাৎ, তৎ সর্বং বিফলং ভবেৎ।

বাংলা প্রতিশব্দঃ যে বৃক্ষাঃ (যে সকল বৃক্ষ নদীর পাড়ে), যৎ চ ধনং পরহস্তগতম্ (যে ধন অন্যের হাতে আছে), যৎ কার্যং স্ত্রীগোচরং স্যাৎ (যে কাজের কথা স্ত্রীলোক কাজ হওয়ার আগেই জেনে ফেলেছে) তৎ সর্বং (এই সবগুলিই) বিফলং ভবেৎ (বিফল হয়, কাজে আসে না)।

বঙ্গানুবাদঃ যে সকল বৃক্ষ নদীর পাড়ে, যে ধন অন্যের হস্তগত, যে কাজের কথা স্ত্রীলোক (কাজ হওয়ার আগেই) জেনেছে—এই সবই বিফল হয়।

ভাবার্থপ্রকাশঃ সংসারে কোন্ কোন্ জিনিষের ফললাভের আশা বুখা তা এই শ্লোকে বলা হয়েছে। যে গাছ নদীর কূলে তার বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী। স্রোতে পাড় ভেঙে যেকোন দিনই তা ভেসে যেতে পারে। সুতরাং সেই গাছ থেকে ফল পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র এবং তার জন্য যত্ন করাও নিরর্থক। নিজের অর্জিত ধন যদি অন্যের হাতে থাকে তবে প্রয়োজনের সময় প্রায়ই তা পাওয়া যায় না। আর প্রয়োজনের সময় যে অর্থ কাজে লাগান যায় না তার সার্থকতা কোথায়! যে কাজ গোপনে করণীয় তা যদি স্ত্রীলোকের কাছে কাজ শেষ হওয়ার আগেই প্রকাশ হয়, তবে তা বিফল হয়। স্ত্রীলোকের কাছে কোন কথাই গোপন থাকে না। ফলে নানা বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়। সুতরাং কার্যসিদ্ধির আগে স্ত্রীলোকের কাছে কিছু প্রকাশ না করাই শ্রেয়ঃ। 'বৃদ্ধ চাণক্যে' আছে—

“নদীতীরে চ যে বৃক্ষাঃ পরগেহে চ কামিনী।

মস্ত্রিহীনাশচ রাজানঃ শীঘ্রং নশ্যন্ত্যসংশয়ম্ ॥”

॥ ৯৩ ॥

কুদেশমাসাদ্য কুতোহর্থসংখ্যঃ যঃ

কুপুত্রমাসাদ্য কুতো জলাঞ্জলিঃ।



কুগেহিনীং প্রাপ্য কতো গৃহে সুখং

কুশিয্যমধ্যাপয়তঃ কতো যশঃ ॥

বিসন্ধিঃ কুদেশম্ + আসাদ্য। কুতঃ + অর্থসঞ্চয়ঃ। কুপুত্রম্ + আসাদ্য। কুতঃ + জলাঞ্জলিঃ। কুশিয্যম্ + অধ্যাপয়তঃ।

অর্থঃ কুদেশম্ আসাদ্য অর্থসঞ্চয়ঃ কুতঃ ? কুপুত্রম্ আসাদ্য জলাঞ্জলিঃ কুতঃ ? কুগেহিনীং প্রাপ্য গৃহে সুখং কুতঃ ? কুশিয্যম্ অধ্যাপয়তঃ যশঃ কুতঃ ?

বাংলা প্রতিশব্দঃ কুদেশম্ আসাদ্য (খারাপ দেশে গিয়ে, উপার্জনের ভালো পথ নেই এমন দেশে গিয়ে) অর্থসঞ্চয়ঃ কুতঃ (অর্থসঞ্চয় কিভাবে সম্ভব ? তার আশা কোথায়) ? কুপুত্রম্ আসাদ্য (কুপুত্রের জন্ম দিয়ে) জলাঞ্জলিঃ কুতঃ (পারলৌকিক পিণ্ড প্রভৃতির আশা কোথায়) ? কুগেহিনীং প্রাপ্য (অবিনীত বা দুষ্ট রিত্রা গৃহিণী লাভ হলে) গৃহে সুখং কুতঃ (ঘরে সুখের আশা কোথায়) ? কুশিয্যম্ অধ্যাপয়তঃ (খারাপ ছাত্রকে, দুর্বিনীত ছাত্রকে শিক্ষাদান করে) যশঃ কুতঃ (যশ লাভের সম্ভাবনা কোথায়) ?

বঙ্গানুবাদঃ কুদেশে গিয়ে অর্থসঞ্চয় যের আশা কোথায় ? কুপুত্রের জন্ম দিয়ে পারলৌকিক জলাঞ্জলি (এবং পিণ্ড প্রভৃতি) পাওয়ার আশা কোথায় ? দুর্বিনীত (অথবা দুষ্ট রিত্রা) স্ত্রী লাভ হলে ঘরে সুখের আশা কোথায় ? দুর্বিনীত ছাত্রকে শিক্ষাদান করে যশের আশা কোথায় ?

ভাবার্থপ্রকাশঃ অর্থসঞ্চয় যের প্রশ্ন ওঠে যখন জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটার পরে কিছু উদ্ভূত থাকে। যে দেশে বৃত্তির সুব্যবস্থা নেই কিংবা শাসনব্যবস্থা দুর্বল সে দেশে অর্থসঞ্চয় যের সম্ভাবনাই থাকে না। সম্ভব হলেও সঞ্চয় যের প্রবৃত্তি আসে না। কুপুত্রের কাছে মৃত্যুর পরে তর্পণ প্রভৃতির মাধ্যমে জল পাওয়ার আশা দুরাশা। শ্রদ্ধাহীন পুত্রের কাছে শ্রাদ্ধের আশা করাই বাতুলতা। 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'—সেই গৃহিণীই যদি দুর্বিনীত হয় তবে সে সংসারে অশান্তির আগুন কোনদিন নেভে না। দুর্বিনীত ছাত্রের দ্বারা নিজের যশোবৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা থাকে না। বিপরীতপক্ষে অনেক সময়ই তা নিন্দার কারণ হয়ে থাকে। গুরুর দোষকে আবৃত করে বলে ছাত্রের 'ছাত্র' এই নাম। কুশিয্য বা কুছাত্র গুরুর দোষ ঢাকার পরিবর্তে নিন্দাপ্রভৃতিতেও বিমুখ হয় না।

॥ ৯৪ ॥

কূপোদকং বটচ্ছয়া শ্যামা স্ত্রী ইষ্টকালয়ম্।

শীতকালে ভবেদুষং গ্রীষ্মকালে চ শীতলম্ ॥

বিসন্ধিঃ ভবেৎ + উষঃম্।

অর্থঃ কূপোদকং, বটচ্ছয়া, শ্যামা স্ত্রী, ইষ্টকালয়ম্—(এতৎ সর্বং) শীতকালে উষং, গ্রীষ্মকালে চ শীতলং ভবেৎ।

বাংলা প্রতিশব্দঃ কূপোদকম্ (কূপের জল), বটচ্ছয়া (বটগাছের ছায়া), শ্যামা স্ত্রী (তপ্তকাঞ্চনের মত রঙ এমন স্ত্রী, মধ্যযৌবনে উপনীত এমন স্ত্রী), ইষ্টকালয়ম্ (ইন্টার তৈরী বাড়ী)—(এতৎ—এগুলি) শীতকালে উষং (শীতকালে উষং থাকে) গ্রীষ্মকালে চ শীতলম্ ভবেৎ (এবং গ্রীষ্মকালে শীতল থাকে)।

বঙ্গানুবাদঃ কূপের জল, বটগাছের ছায়া, মধ্যযৌবনে উপনীত এমন স্ত্রী এবং ইন্টার তৈরী বাড়ী—এগুলি শীতকালে উষং থাকে আর গ্রীষ্মে থাকে শীতল (অর্থাৎ এগুলি সকল ঋতুতে সুখদায়ক হয়)।

ভাবার্থপ্রকাশঃ জগতে সকল জিনিষ সকল সময় আদরণীয় হয় না। যে শীতবস্ত্র শীতের সময় আরামদায়ক হয়, সমাদরের জিনিষ—গ্রীষ্মকালে তা আমাদের পীড়ার কারণ, সবত্রে পরিহার করি। কিন্তু এমন কিছু জিনিষ আছে যা সবসময়েই আদরের। যেমন কূপের জল। গ্রীষ্মকালে থাকে শীতল, শীতকালে উষং। অনুরূপ জিনিষ হল বটগাছের ছায়া, মধ্যযৌবনা স্ত্রী এবং ইন্টার তৈরী বাড়ী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য 'শ্যামা' কথার অর্থ অনেকে অনেক রকম ধরেছেন। যেমন 'শ্যামা যৌবনামধ্যস্থা'—উৎপলমালা। 'স্তনৌ সুকঠিনৌ যস্য নিতম্বে চ বিশালতা। মধ্যক্ষীণা চ যানারী সা শ্যামা পরিকীর্তিতা।' কেউ বা বলেছেন—'শীতকালে ভবেদুষং উষংকালে চ শীতল। নবযৌবনামধ্যস্থা সা শ্যামা পরিকীর্তিতা।' অন্যের মতে—'শ্যামা অপ্ৰসূতা যুবতিঃ ॥' মতান্তরে—'শীতে সুখোষঃসর্বাস্তী গ্রীষ্মে চ সুখশীতলা। তপ্তকাঞ্চনবর্ণতা সা শ্যামা পরিকীর্তিতা ॥' এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য 'মেঘদূতে'র 'তদ্বী শ্যামা' ইত্যাদি শ্লোকের (উত্তরমেঘ ২১) মল্লিনাথ-কৃত 'সঞ্জীবনী' টীকা দ্রষ্টব্য। বর্তমান সম্পাদককৃত 'মেঘদূত ও সৌদামনী' গ্রন্থে (পৃ. ১৯৭) অন্যান্য মতসমূহও 'সৌদামনী' ব্যাখ্যায় উল্লিখিত আছে।

॥ ৯৫ ॥

বিষং চঙ্ক্রমণং রাষ্ট্রৌ বিষং রাজ্যেহনুকূলতা।

বিষং স্ত্রিয়োহপ্যন্যহদৌ বিষং ব্যাধিরবীক্ষিতঃ ॥

বিসন্ধিঃ রাজ্যঃ + অনুকূলতা। স্ত্রিয়ঃ + অপি + অন্যহদঃ। ব্যাধিঃ + অবীক্ষিতঃ।

অর্থঃ রাষ্ট্রৌ চঙ্ক্রমণং বিষম্, রাজ্যঃ অনুকূলতা বিষম্, অন্যহদঃ স্ত্রিয়ঃ অপি বিষম্, অবীক্ষিতঃ ব্যাধিঃ বিষম্।

বাংলা প্রতিশব্দঃ রাষ্ট্রৌ (রাষ্ট্রিতে) চঙ্ক্রমণং বিষম্ (ভ্রমণ করা বিষতুল্য), রাজ্যঃ অনুকূলতা বিষম্ (রাজার আনুকূল্য বিষতুল্য), অন্যহদঃ স্ত্রিয়ঃ অপি বিষম্ (যে স্ত্রী পর পুরুষের প্রতি অনুরক্ত সেই স্ত্রীও বিষতুল্য) অবীক্ষিতঃ ব্যাধিঃ বিষম্ (যে ব্যাধিকে উপেক্ষা করা হয়েছে তাও বিষতুল্য)।

বঙ্গানুবাদঃ রাষ্ট্রিতে ভ্রমণ বিষতুল্য, রাজার আনুকূল্য বিষতুল্য, যে স্ত্রী পরপুরুষের



প্রতি আসক্ত সেই স্ত্রীও বিষতুল্য, যে ব্যাধিকে উপেক্ষা করা হয়েছে তাও বিষতুল্য।

**ভাবার্থপ্রকাশ :** পথ দেখে চলতে হয়। রাতের অন্ধকারে পথ চলা বিপজ্জনক। বিষধর সাপ প্রভৃতির উৎপাত ছাড়াও চোর-ডাকাত প্রভৃতির ভয় থাকে। সুতরাং অন্ধকারে পথে বের না হওয়া বাঞ্ছনীয়। রাজার আনুকূল্য লাভ করাও বিপজ্জনক। রাজনীতির পথ অত্যন্ত বিপদসংকুল। আজ রাজার প্রিয়পাত্র হলেও অদূর ভবিষ্যতেই অন্যের প্ররোচনায় রাজা তার প্রতি রুষ্ট হতে পারেন। তখন রাজক্রোধে নিজের এবং পরিবারের সকলের জীবন এবং ধনসম্পত্তি নাশের সমূহ সম্ভাবনা। মনুসংহিতায় আছে—‘এক এব দহতগ্নিরং দুরূপসপিণম। কুলং দহতি রাজগ্নিঃ সপশুদ্রব্যসঞ্চয়ম্॥’ (৭ অধ্যায়)।

রাজার প্রিয়ভাজনের ঘটনাচক্রে রাজরোষে পতিত হওয়ার অসংখ্য উদাহরণ আমাদের জানা আছে। শুধু তাই নয়—রাজার সম্পর্কে থাকলে বিভিন্ন কারণে রাজনীতির কুটিল আবর্তে জড়িয়ে পড়তে হয়, লোভের তাড়নায় চক্রান্তে জড়াতে হয় এবং পরিণামে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে হয়। তাই রাজনুগ্রহ যতদূর সম্ভব পরিহার করাই ভাল।

সাংসারিক সুখভোগের অন্যতম উৎস স্ত্রী। সেই স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণী হয়, তবে সংসারে সুখ কোথায়? ব্যভিচারিণী স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করে থাকে। সুতরাং পরপুরুষে আসক্ত স্ত্রীকে সযত্নে পরিহার করা উচিত। অসুখ শুরুতেই মারাত্মক হয় না। তাই প্রথমেই ঔষধ প্রভৃতির সাহায্যে নিরাময়ের চেষ্টা করা উচিত। অন্যথায় উপেক্ষার ফলে অসুখ মারাত্মক হয়ে থাকে এবং পরিণামে নিজের মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

॥ ৯৬ ॥

দুরধীতা বিষং বিদ্যা অজীর্ণে ভোজনং বিষম।

বিষং গোষ্ঠী দরিদ্রস্য বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্॥

**অর্থ :** দুরধীতা বিদ্যা বিষম (বিষবৎ), অজীর্ণে ভোজনং বিষম, দরিদ্রস্য গোষ্ঠী বিষম, বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম।

**বাংলা প্রতিশব্দ :** দুরধীতা বিদ্যা (যে বিদ্যার যথার্থ তাৎপর্য গ্রহণ করা হয়নি) বিষম (বিষতুল্য), অজীর্ণে (হজমের গুণগোলে) ভোজনং বিষম (আহার বিষতুল্য), দরিদ্রস্য গোষ্ঠী বিষম (দরিদ্রের অনেক পুত্র-কন্যা, আত্মীয়স্বজন থাকা বিষতুল্য), বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম (বৃদ্ধ লোকের তরুণী স্ত্রী বিষতুল্য)।

**বঙ্গানুবাদ :** যে বিদ্যার যথার্থ তাৎপর্য গৃহীত হয়নি—সে বিদ্যা বিষতুল্য, হজমের গুণগোলে আহার বিষতুল্য, দরিদ্রের বহু সন্তান এবং আত্মীয়স্বজন থাকা বিষতুল্য, বৃদ্ধ লোকের তরুণী স্ত্রী বিষতুল্য।

**ভাবার্থপ্রকাশ :** প্রকৃত বিদ্যা মানুষের আত্মিক উন্নতি সাধন করে। কিন্তু যে বিদ্যা মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করে না—সে বিদ্যা বিষতুল্য অর্থাৎ সেই বিদ্যার্জনের

পরিশ্রমমাত্রই সার হয়। উপরন্তু তা মানুষকে উদ্ধত করে। যে জিনিস আহার করা হয়েছে তার যদি পরিপাক না হয় তবে তা বিভিন্ন ব্যাধির কারণ হয়। সেই আহাৰ্য্য থেকে শক্তি সঞ্চয়তো হয়ই না—উপরন্তু রোগাদির কারণে শক্তিনাশ হয়। আহাৰ্যের সার্থকতা পরিপাকে। তেমনি বিদ্যার সার্থকতা মনুষ্যত্বের বিকাশে। দরিদ্রের পক্ষে বেশী বন্ধুবান্ধব থাকা বিষতুল্য। প্রথমতঃ বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজবে অবসর সময় নষ্ট হয়। নিজের জীবিকার হানি হয়। তাছাড়া বন্ধুদের যথোপযুক্ত আপ্যায়ন হয় না বলে বন্ধুপ্রীতি রক্ষা হয় না। বৃদ্ধের পক্ষে তরুণী স্ত্রীও বিষবৎ। কেননা ভোগের আবগুচ্ছ থাকলেও ভোগের শক্তি থাকে না। তরুণী স্ত্রীর কামনা চরিতার্থ হয় না বিধায় সংসার নষ্ট হয়। যার পক্ষে যেটা অনুপযুক্ত তার কাছে সেটা থাকা অনিষ্টের কারণ হয়।

॥ ৯৭ ॥

প্রদোষে নিহতঃ পত্ন্যঃ পতিতা নিহতাঃ স্ত্রিয়ঃ।

অল্পবীজং হতং ক্ষেত্রং ভৃত্যদোষাদ্ভ্যং প্রভুঃ॥

**বিসন্ধি :** ভৃত্যদোষাৎ + হতঃ।

**অর্থ :** প্রদোষে পত্ন্যঃ নিহতঃ পতিতাঃ স্ত্রিয়ঃ নিহতাঃ, অল্পবীজং ক্ষেত্রং হতম্, প্রভুঃ ভৃত্যদোষাৎ হতঃ।

**বাংলা প্রতিশব্দ :** প্রদোষে (সন্ধ্যাবেলায়) পত্ন্যঃ নিহতঃ (পথ নষ্ট হয় অর্থাৎ পথ দেখা যায় না), পতিতাঃ স্ত্রিয়ঃ নিহতাঃ (চরিত্রহীন নারী নষ্ট হয় অর্থাৎ তাদের জীবন মৃত্যুর সমান), ক্ষেত্রম্ অল্পবীজং হতম্ (যে ক্ষেত্রে অল্প শস্য হয় তা নষ্ট হয় অর্থাৎ কোন উপকারে আসে না) প্রভুঃ ভৃত্যদোষাৎ হতঃ (ভৃত্যের দোষে প্রভু নষ্ট হয় অর্থাৎ প্রভুর অপকারই সাধিত হয়)।

**বঙ্গানুবাদ :** সন্ধ্যাকালে পথ দেখা যায় না, চরিত্রহীন নারীর জীবন মৃত্যুর সমান, যে ক্ষেত্রে অতি সামান্য ফসল হয় তা কোন উপকারে আসে না, ভৃত্যের দোষে প্রভুর অপকারই হয়।

**ভাবার্থপ্রকাশ :** সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে রাস্তাঘাট দেখা যায় না। তখন চলাফেরায় অসুবিধা হয়। না-দেখা পথে পা-ফেলা বিপজ্জনক। চরিত্রহীন নারী কোথাও সম্মান পায় না বিধায় তাকে এক গ্লানিকর জীবন-যাপন করতে হয়। নারীত্বের মর্যাদা তার দুর্লভ হয়। যে জমিতে ভালো ফসল হয় না—সে জমিও নিরর্থক। কারণ তা লাভজনক নয়—বিপরীতপক্ষে অনেক সময়ই ক্ষতির কারণ হয়। ভৃত্যের দোষে অনেক সময় প্রভুর ক্ষতি হয়। মূর্খ ভৃত্য প্রভুর উপকারের চাইতে অপকারই বেশী করে। চরিত্রবান, বিনয়ী, বিশ্বাসী এবং কাজে তৎপর ভৃত্যই প্রভুর কাজে আসে। বিপরীত গুণের ভৃত্য প্রভুর বোঝা। প্রভুর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভৃত্যও নিজের মূর্খতার কারণে অনেক সময় প্রভুর



খুবই ক্ষতি করে থাকে।

॥ ৯৮ ॥

হতমশ্রোত্রিয়ঃ শ্রাদ্ধং হতো যজ্ঞস্তদক্ষিণঃ।

হতা রূপবতী বন্ধ্যা হতং সৈন্যমনায়কম্ ॥

বিসন্ধিঃ হতম্ + অশ্রোত্রিয়ম্। যজ্ঞঃ + তু + অদক্ষিণঃ। সৈন্যম্ + অনায়কম্।

অনয়ঃ অশ্রোত্রিয়ঃ শ্রাদ্ধং হতম্, অদক্ষিণঃ যজ্ঞঃ হতঃ, রূপবতী বন্ধ্যা হতা, অনায়কং সৈন্যং হতম্।

বাংলা প্রতিশব্দঃ অশ্রোত্রিয়ঃ শ্রাদ্ধং হতম্ (যে শ্রাদ্ধে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকেন না সে শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন), অদক্ষিণঃ যজ্ঞঃ হতঃ (যে যজ্ঞে দক্ষিণা দেওয়া হয়নি সে যজ্ঞ নিষ্পন্ন), রূপবতী বন্ধ্যা হতা (রূপ থাকা সত্ত্বেও যে নারী বন্ধ্যা, তার জীবন নিরর্থক), অনায়কং সৈন্যং হতম্ (সেনাপতিবিহীন সৈনিক যুদ্ধে ব্যর্থ হয়, পরাভূত হয়)।

বঙ্গানুবাদঃ যে শ্রাদ্ধে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকেন না সেই শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন, যে যজ্ঞে দক্ষিণা দেওয়া হয়নি সেই যজ্ঞ বিফল, রূপ থাকলেও যে নারী বন্ধ্যা তার জীবন নিরর্থক, সেনাপতিবিহীন সৈন্যেরা নিষ্পন্ন, অর্থাৎ যুদ্ধে পরাভূত হয়ে থাকে।

ভাবার্থপ্রকাশঃ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে দান না করলে শ্রাদ্ধ অসম্পূর্ণ থাকে। যজ্ঞে দক্ষিণা প্রদান না হলে তা অসম্পূর্ণ থাকে এবং উভয়ক্ষেত্রেই যথাক্রমে পিতৃপুরুষের সদগতিলাভ ও অতীষ্টলাভ হয় না। উভয়ক্ষেত্রেই শাস্ত্রানুসারে কাজ না হওয়ায় তা অকারণ অর্থব্যয়ে পর্যবসিত হয়। স্ত্রী রূপবতী হলেও যদি বন্ধ্যা হয় তবে তার মর্যাদা থাকে না। সুতরাং সন্তানহীনতার কারণে তার রূপ নিরর্থক হয়। সেনাপতিবিহীন সৈন্য অস্ত্রধারী জনসমষ্টিতে পর্যবসিত হয় এবং সুযোগ্য পরিচালনার অভাবে তারা সহজেই পরাভূত হয়ে থাকে। বক্তব্য হ'ল এই যে, কোন' একটি বিশেষ গুণ থাকলেই জীবনে সাফল্য আসবে—তা হয় না। অন্যান্য গুণও সেক্ষেত্রে অপেক্ষিত থাকে। রূপহীনা নারী—অনাদরের পাত্র। আবার কেবল রূপই আদরের কারণ নয়। সৈন্যবিহীন সেনাপতির যুদ্ধ অকল্পনীয়—আবার সেনাপতিহীন সৈন্যও নিরর্থক।

‘মহাভারতে’র বনপর্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি যক্ষের প্রশ্ন ছিল—

“মৃতঃ কথং স্যাৎ পুরুষঃ

কথং রাষ্ট্রং মৃতং ভবেৎ।

শ্রাদ্ধং মৃতং কথং বা স্যাৎ

কথং যজ্ঞো মৃতো ভবেৎ ॥”

অর্থাৎ পুরুষের মৃত্যু (অর্থাৎ জীবন নিষ্পন্ন) হয় কেন, কি কারণে রাষ্ট্র নষ্ট হয়,

কেনই বা শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন হয় আর কি কারণে যজ্ঞ নষ্ট হয়? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেন—

“মৃতো দরিত্রঃ পুরুষো

মৃতং রাষ্ট্রমরাজকম্।

মৃতমশ্রোত্রিয়ঃ শ্রাদ্ধং

মৃতো যজ্ঞস্তদক্ষিণঃ ॥” (৩১২ অধ্যায়)

॥ ৯৯ ॥

বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো জপহোমপরায়ণঃ।

আশীর্বাদপরো নিত্যমেষ রাজপুরোহিতঃ ॥

বিসন্ধিঃ নিত্যম্ + এষঃ।

অনয়ঃ বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞঃ, জপহোমপরায়ণঃ, নিত্যম্ আশীর্বাদপরঃ—রাজপুরোহিতঃ এষঃ (জনঃ)।

বাংলা প্রতিশব্দঃ বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞঃ (বেদ, বেদাঙ্গ প্রভৃতিতে পারদর্শী), জপহোমপরায়ণঃ (জপ, হোম প্রভৃতিতে সর্বদা নিরত), নিত্যম্ আশীর্বাদপরঃ (যিনি সর্বদা আশীর্বাদ প্রদান করেন), রাজপুরোহিতঃ এষঃ (তিনিই রাজপুরোহিত)।

বঙ্গানুবাদঃ যিনি বেদ-বেদাঙ্গে পারদর্শী, যিনি সর্বদা জপ ও হোমে নিরত, যিনি সর্বদা (রাজার) মঙ্গল কামনা করেন—তিনিই রাজপুরোহিত।

ভাবার্থপ্রকাশঃ আলোচ্য শ্লোকে রাজপুরোহিতের (প্রকৃতপক্ষে যেকোন পুরোহিত সম্পর্কেই প্রযোজ্য) গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। বেদবিহিত অনুষ্ঠান করানো পুরোহিতের কাজ। তাই পুরোহিতকে বেদজ্ঞ হতে হবে। বেদের ছয়টি অঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ এবং নিরুক্ত। বেদের মর্ম অনুধাবন করতে গেলে যড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করতে হয়। “হৃদঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্লোহং পঠ্যতে। জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে ॥ শিক্ষা ছাগং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্। তস্মাৎ সাক্ষমধীত্বৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥” তাই পুরোহিতকে বেদাঙ্গেও নিমগ্ন হতে হবে। তিনি নিজেও সর্বদা জপহোম প্রভৃতি করে নিজের শুচিতা বজায় রাখবেন। যাগযজ্ঞাদির পরে যথাবিধি আশীর্বাদ করাও পুরোহিতের কর্তব্য। যিনি এসব গুণে গুণান্বিত তিনিই রাজপুরোহিত পদের যোগ্য। ‘শুক্রনীতিসার’ গ্রন্থে আছে—

“মন্ত্রানুষ্ঠানসম্পন্নত্বৈবদ্যঃ কস্মতৎপরঃ।

জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্লেশো লোভমোহবিবর্জিতঃ ॥

ষড়ঙ্গবিৎ সাক্ষধনুর্বেদবিচারার্থধর্মবিৎ।

যৎকোপভীত্যা রাজাপি ধর্মনীতিপরো ভবেৎ ॥



নীতিশাস্ত্রব্রহ্মহাদিকুশলস্ত পুরোহিতঃ।

স আচার্যঃ পুরোধা যঃ শাপানুগ্রহয়োঃ ক্ষমঃ ॥” (২য় অধ্যায়)

‘কামন্দক-নীতিসারে’ এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

“ত্রয়াং চ দণ্ডনীত্যাং চ কুশলঃ স্যাৎ পুরোহিতম্।

অথববিহিতং কৰ্ম কুর্য্যচ্ছান্তিকপৌষ্টিকম্ ॥” (৪র্থ সর্গ)

দেখা যাচ্ছে, অনেকেই দণ্ডনীতি, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতির জ্ঞানও পুরোহিতের যোগ্যতাবলীর মধ্যে গণ্য করেছেন। ‘শুক্রনীতিসারে’ আবার অশ্বশাস্ত্রব্রহ্মহাদির কুশলতার কথাও বলা হয়েছে। পৌরোহিতে এগুলির প্রয়োজনীয়তা কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে—এ প্রশ্ন উঠতে পারে। উত্তরে বলা চলে যে এগুলি রাজপুরোহিতের লক্ষণ হওয়ায় এবং রাজপুরোহিত রাজার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্ত্রণাদাতা হওয়ায় এসব গুণ অপেক্ষিত ছিল বলা চলে। ইতিহাসে বহু রাজপুরোহিতের অসীম প্রতাপের পরিচয় আছে। স্বয়ং চাণক্য কিন্তু পুরোহিতের এসব গুণের কথা বলেননি।

॥ ১০০ ॥

কুলশীলগুণোপেতঃ সর্বধর্মপরায়ণঃ।

প্রবীণঃ প্রেষণাধ্যক্ষো ধর্মাধ্যক্ষো বিধীয়তে ॥

অর্থঃ : কুলশীলগুণোপেতঃ সর্বধর্মপরায়ণঃ প্রবীণঃ প্রেষণাধ্যক্ষঃ ধর্মাধ্যক্ষঃ বিধীয়তে।

বাংলা প্রতিশব্দ : কুলশীলগুণোপেতঃ (যে ব্যক্তি সঙ্গ্রহে জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁর চরিত্র নির্দোষ, যিনি বিবিধ গুণে অলঙ্কৃত) সর্বধর্মপরায়ণঃ (সকল ধর্মে নিষগত) প্রবীণঃ (বিদ্বান্, প্রাজ্ঞ), প্রেষণাধ্যক্ষঃ (ভৃত্যাদি নিয়োগে বিচক্ষণ) ধর্মাধ্যক্ষঃ বিধীয়তে (তিনিই বিচারকার্যে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য)।

বঙ্গানুবাদ : যিনি সঙ্গ্রহে জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁর চরিত্র নির্দোষ, যিনি বিভিন্ন গুণে ভূষিত, যিনি সকল ধর্মে নিষগত, যিনি প্রাজ্ঞ এবং ভৃত্য প্রভৃতি লোকনিয়োগে বিচক্ষণ—তিনিই বিচারক হওয়ার যোগ্য।

ভাবার্থপ্রকাশ : আলোচ্য শ্লোকে রাজবিচারকের যোগ্যতাবলী নির্দেশ করা হয়েছে। বিচারকার্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্তব্য। উন্নতমানের বিচারব্যবস্থা যেকোন দেশের সভ্যতার, কৃষ্টির পরিচায়ক। রাজদণ্ড প্রযুক্ত হয় যথাযোগ্য বিচারের মাধ্যমে। সুতরাং এই কাজে যিনি নিযুক্ত হবেন তিনি সর্বগুণে গুণাধিত হবেন।

সংকুলজাত ব্যক্তির আভিজাত্য তাকে সাধারণতঃ কাজে দক্ষতা প্রদান করে। নির্মলচরিত্র না হলে তিনি বিচারকের আসনে বসারই যোগ্য হন না। বিচারক রাজধর্ম, লোকধর্ম প্রভৃতিতে নিষগত হবেন। তাছাড়া কর্মচারী নিয়োগে বিচক্ষণতাও বিচারকের অন্যতম গুণ বলে বিবেচিত হয়। সাধারণ অজ্ঞ লোকের হাতে বিচারব্যবস্থার ভার ন্যস্ত

হওয়ার অর্থই হল রাজত্বকে সব দিক দিয়ে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়া। ‘মনুসংহিতা’য়ে ধর্মাধ্যক্ষের গুণাবলী সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

“অমাত্যমুখ্যং ধর্মজ্ঞং প্রাজ্ঞং দান্তং কুলোদগতম্।

স্থাপয়েদাসনে তস্মিন্ থিঃ কার্যক্ষণে নৃণাম্ ॥” (৭ম অধ্যায়)

‘মৎস্যপুরাণে’ এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

“সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ।

বিপ্রমুখ্যঃ কুলীনশ্চ ধর্মাধিকরণো ভবেৎ ॥” (২৮৯ অধ্যায়)

॥ ১০১ ॥

আয়ুর্বেদকৃত্যভ্যাসঃ সর্বেষাং প্রিয়দর্শনঃ।

আর্যশীল গুণোপেতঃ এষ বৈদ্যো বিধীয়তে ॥

অর্থঃ : আয়ুর্বেদকৃত্যভ্যাসঃ সর্বেষাং প্রিয়দর্শনঃ আর্যশীলগুণোপেতঃ—এষঃ বৈদ্যঃ বিধীয়তে।

বাংলা প্রতিশব্দ : আয়ুর্বেদকৃত্যভ্যাসঃ (যিনি আয়ুর্বেদ অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ), সর্বেষাং প্রিয়দর্শনঃ (সকলের কাছে সুন্দর, সৌম্যদর্শন), আর্যশীলগুণোপেতঃ (সংস্কারবিশিষ্ট)—এষঃ বৈদ্যঃ বিধীয়তে (এইরকম গুণবিশিষ্ট লোক বৈদ্য বা চিকিৎসক হওয়ার যোগ্য)।

বঙ্গানুবাদ : যে ব্যক্তি চিকিৎসাশাস্ত্রে নিষগত, যিনি সকলের চোখেই সৌম্যদর্শন, যিনি সংস্কারবিশিষ্ট—তিনিই চিকিৎসক হওয়ার যোগ্য।

ভাবার্থপ্রকাশ : রাজবৈদ্যের যোগ্যতাবলী আলোচ্য শ্লোকের বিষয়। বৈদ্যকে চরক-সুশ্রুত প্রভৃতির চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী হতে হবে—এটা বলা বাহুল্যমাত্র। আয়ুর্বেদের শাস্ত্রীয়জ্ঞানের সঙ্গে তাঁর প্রয়োগিক দক্ষতাও অর্জন করতে হবে। বহু রোগীর চিকিৎসা করার অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে অবশ্যগুণ বলে গণ্য। কথায় আছে—“শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ ॥” চিকিৎসক হবেন সৌম্যদর্শন। রোগগ্রস্ত ব্যক্তি এমনিতেই মানসিকভাবে দুর্বল থাকে। চিকিৎসকের রক্ষ, কঠোর রূপ অনেকক্ষেত্রেই রোগীকে আরো দুর্বল করে। চিকিৎসক আর্যগুণসম্পন্ন হবেন। আর্য বলতে সাধারণভাবে ভদ্রজনকে বোঝায়। যিনি কর্তব্যকাজ করেন, অকর্তব্য থেকে দূরে থাকেন এবং যথাযোগ্য আচরণ করেন তিন আর্য। “কর্তব্যমাচরন্ কামমকর্তব্যমাচরন্। তিষ্ঠতি প্রকৃত্যচারে স তু আর্য ইতি স্মৃতঃ ॥” বৈদ্যের লক্ষণ—“তদ্বাধিগতশাস্ত্রার্থো দৃষ্টকর্ম্ম স্বয়ং কৃতী। লঘুহস্তঃ শুচিঃ শূরঃ স্বচ্ছৈপক্ষরভেষজঃ ॥ প্রত্যুৎপন্নমতিঃ ধীমান্ ব্যবসায়ী প্রিয়বদঃ। সত্যধর্মপরো যশ্চ দৈদ্যুঃ প্রশস্যতে ॥” তাছাড়াও—“তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে। স চৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যো যঃ প্রমোচয়েৎ ॥” আর্যশীল যশোযুক্তঃ স বৈদ্যো



নৃপতেঃ প্রিয়ঃ। দৃষ্টলক্ষ্যঃ সশীলশ্চ প্রাজ্ঞশ্চ ভিষগ্চ্যতে।।”

॥ ১০২ ॥

সকৃদুক্তগৃহীতার্থো লঘুহস্তো জিতাক্ষরঃ।

সর্বশাস্ত্রসমালোকী প্রকৃষ্টো নাম লেখকঃ।।

অর্থঃ : সকৃদুক্তগৃহীতার্থঃ লঘুহস্তঃ জিতাক্ষরঃ সর্বশাস্ত্রসমালোকী নাম প্রকৃষ্টঃ লেখকঃ।

বাংলা প্রতিশব্দ : সকৃদুক্তগৃহীতার্থঃ (যিনি একবার কোন কথার শুনলেই তার অর্থ গ্রহণ করতে পারেন), লঘুহস্তঃ (যিনি দ্রুত লিখতে পারেন), জিতাক্ষরঃ (অক্ষর বা শব্দসমূহ যার বশে থাকে), সর্বশাস্ত্রসমালোকী নাম (সকল শাস্ত্র যার অধিগত), প্রকৃষ্টঃ লেখকঃ (তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক বলে পরিগণিত হন)।

বঙ্গানুবাদ : যিনি কোন কথার একবার শুনলেই তার অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম, যিনি দ্রুত লিখতে পারেন, শব্দরাশি যার বশীভূত, সকল শাস্ত্র যার অধিগত—তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক বলে পরিগণিত হন।

ভাবার্থপ্রকাশ : প্রকৃষ্ট লেখকের যোগ্যতাবলী এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দের দ্রুত অর্থবোধ লেখকের অন্যতম গুণ। দ্রুত অর্থবোধ আবার সম্ভব হয় বিভিন্ন শাস্ত্রে বিচক্ষণ হলে। তাছাড়া দ্রুত লিখন, সুন্দর হস্তলিপি প্রভৃতিও তাঁর অন্যান্য গুণাবলী। বিভিন্ন গ্রন্থে লেখকের (রাজলেখকের) গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে।

“মেধাবী বাক্পটুঃ শ্রাজ্জঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।

সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো লিপিজ্জঃ সাধুলেখকঃ।।

সমানি সমশীর্ষাণি ঘনানি বিরলানি চ।

মাত্রাসু প্রতিবন্ধানি যো জানাতি স লেখকঃ।।”

(বৃদ্ধচাণক্য)

“ব্রাহ্মণো মন্ত্রণাভিজ্ঞো রাজনীতিবিশারদঃ।

নানালিপিজ্ঞো মেধাবী নানাভাষাসম্বিতঃ।।

মন্ত্রণাচতুরো ধীমান্ নীতিশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।

সন্ধিবিগ্রহভেদজ্ঞো রাজকার্যে বিচক্ষণঃ।।

সদা রাজহিতাহেষী রাজসন্ধিসংস্থিতঃ।

কার্য্যাকার্য্যবিচারজ্জঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।।

স্বরূপবাদী শুদ্ধাত্মা ধর্মজ্ঞো রাজধর্মবিৎ।

এমবাদিগুণৈর্যুক্তঃ স এব রাজলেখকঃ।।

নৃপানুবর্তী সততং নৃপবিশ্বাসরক্ষকঃ।

নৃপতেহিতকামেষী স এব রাজলেখকঃ।।”

‘চাণক্য-শ্লোকে’র বিভিন্ন সংস্করণে উদ্ধৃত পত্রকৌমুদীর বচন।

॥ ১০৩ ॥

সমস্তশাস্ত্রশাস্ত্রজ্ঞো বাহনেষু জিতশ্রমঃ।

শৌর্যবীর্যগুণোপেতঃ সেনাধ্যক্ষো বিধীয়তে।।

অর্থঃ : সমস্তশাস্ত্রশাস্ত্রজ্ঞঃ বাহনেষু জিতশ্রমঃ, শৌর্যবীর্যগুণোপেতঃ (জনঃ) সেনাধ্যক্ষঃ বিধীয়তে।

বাংলা প্রতিশব্দ : সমস্তশাস্ত্রশাস্ত্রজ্ঞঃ (যিনি সকল অস্ত্রশাস্ত্র এবং শাস্ত্রে নিষগত), বাহনেষু জিতশ্রমঃ (রথ বা অশ্ব প্রভৃতিতে বহুক্ষণ আরোহণ করেও যিনি ক্লান্ত হন না), শৌর্যবীর্যগুণোপেতঃ (যিনি সাহস এবং পরাক্রম প্রভৃতি গুণযুক্ত)—সেনাধ্যক্ষঃ বিধীয়তে (তিনিই সেনাপতি হওয়ার যোগ্য)।

বঙ্গানুবাদ : যিনি সকলপ্রকার অস্ত্রশাস্ত্র এবং শাস্ত্রে নিষগত, বহুকাল রথ, অশ্ব প্রভৃতি আরোহণ করেও যিনি ক্লান্ত হন না, যিনি সাহস, পরাক্রম প্রভৃতি গুণযুক্ত—তিনিই সেনাপতি হওয়ার যোগ্য।

ভাবার্থপ্রকাশ : মনু, শুক্লাচার্য, কামন্দক প্রভৃতির রাজনীতিশাস্ত্র, গজশাস্ত্র, অশ্বশাস্ত্র প্রভৃতিতে কৃতবিদ্য হওয়া সেনাপতির আবশ্যিক যোগ্যতাবলীর অন্যতম। অস্ত্রশাস্ত্রের প্রায়োগিক বিদ্যায় তিনি যে নিষগত হবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রথ, ঘোড়া, উট, হাতী প্রভৃতি পরিচালনায় দক্ষ হওয়া এবং একাদিগ্রন্থে বহুসময় আরোহণ করেও ক্লান্ত না হওয়া সেনাপতির অন্যতম গুণ। সেনাপতি অবশ্যই সাহসী হবেন এবং নিজের সাহসিকতায় অন্যদের উদ্বুদ্ধ করবেন—এটাই আকাঙ্ক্ষিত।

‘সেনাপতি’ শব্দের পারিভাষিক অর্থ দশ ‘পত্তিকে’র অধ্যক্ষ। দশ হাতী, দশ ঘোড়া, দশ রথ এবং দশ পদাতির অধ্যক্ষকে পত্তিক বলে। যাই হোক, এখানে সেনাপতি-শব্দে রাজার সমস্ত সৈন্যের অধিপতিকে বোঝান হয়েছে—পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করা হয়নি। প্রসঙ্গতঃ ‘কামন্দক-নীতিসারে’ বা অন্যান্য গ্রন্থে সেনাধ্যক্ষের গুণাবলী যেভাবে বলা হয়েছে তা এক্ষেত্রে উল্লেখের দাবী রাখে।

“কুলোদগতং জনপদং মন্ত্রজ্জং মন্ত্রসম্মিতম্।

দণ্ডনীতেঃ প্রযোক্তারমধ্যেতারং চ যত্নতঃ।।

সত্ত্বশৌর্যক্ষমাত্মৈর্যমাধুর্য্যার্থগুণাহিতম্।

ভাবোৎসাহসম্পন্নমাজীব্যমনুজীবিনাম্।।

মিত্রবত্তুমুদারাস্যং বহুস্বজনবান্ধবম্।

ব্যবহারিকমক্ষুদ্রং পৌরপ্রকৃতিসঙ্গতম্।।



নিত্যাকারণবৈরাগ্যমকর্তারমনাবিলম্।  
 শ্রুতানুবদ্ধিকর্মাণমল্লমিত্রং বহুশ্রুতম্।।  
 আরোগ্যং ব্যায়তং শূরং ত্যাগিনং কালবেদিনম্।  
 কল্যাণাকৃতিসম্পন্নং স্বসত্ত্বাব্যাপারক্রমম্।।  
 গজাশ্বরথচর্যাসু শিক্ষিতং সুজিতশ্রমম্।  
 খড়্গযুদ্ধ নিযুদ্ধে যু শীঘ্রং চতুঃক্রমণক্ষমম্।।  
 যুদ্ধ ভূমিবিভাগজ্ঞং সিংহবদগৃঢ়বিক্রমম্।  
 অদীর্ঘসূত্রং নিস্তম্ভমমর্ষণমনুদ্ধতম্।।  
 হস্ত্যশ্বরথশস্ত্রাণাং সম্যগ্লেখনবেদিনম্।  
 চিরস্থিরবিরেকজ্ঞং কৃতজ্ঞমনুকম্পকম্।।  
 ধর্মকর্মসমায়োগং কুশলং কুশলানুগম্।  
 সর্বযুদ্ধ ক্রিয়োপেতং শত্রুং তৎ পরিকর্মণি।  
 স্বভাবচিন্তিতয়া যুক্তমশ্বনুদন্তিনাম্।  
 তন্মাত্রাং চাপি বেত্তারং তদ্বিধানোপপাদকম্।।  
 দেশভাষাস্বভাবজ্ঞং লিপিজ্ঞং সুদৃঢ়স্মৃতিম্।  
 নিশাপ্রচারকুশলং কুশলজ্ঞাননিশ্চি তম্।।  
 উদয়াস্তময়জ্ঞানং নক্ষত্রাণাং গ্রহৈঃ সহ।  
 দিগ্দেশমাগবিজ্ঞানসম্পন্নং তন্নিবেদিতম্।।  
 ক্ষুৎপিপাসাশ্রমত্রাসশীতবাতোষ্ণবৃষ্টিভিঃ।  
 অনাহিতভয়প্রাণি ভয়ানামভয়প্রদম্।।  
 ভেত্তারং পরসৈন্যানাং দুঃসাধ্যাহিতনিশ্চয়ম্।  
 ভয়ানাং চ স্বসৈন্যানাং সম্যগ্বেষ্টস্তলক্ষণম্।।  
 অবক্ষুন্দ্ভাভিগোপ্তারং ভেত্তারং সৈন্যকর্মণাম্।  
 চরদূতপ্রচারজ্ঞং মহারক্তফলোপগম্।।  
 শস্বৎ সংসিদ্ধি কর্মণং সিদ্ধি কর্মনিবেদিতম্।  
 পরাপরেযু নির্বিল্লং শ্রীমদ্রাজ্যার্থতৎপরম্।।  
 ইত্যাদিলক্ষণোপেতং কুবীর্ত ধ্বজিনীপতিম্।।

(কামন্দকনীতি, ১৯ সর্গ)

॥ ১০৪ ॥

মেধাবী বাক্পটুঃ প্রাজ্ঞঃ পরিচিন্তোপলক্ষকঃ।

ধীরো যথোক্তবাদী চ এষ দূতো বিধীয়তে।।

অম্বয়ঃ মেধাবী, বাক্পটুঃ, প্রাজ্ঞঃ, পরিচিন্তোপলক্ষকঃ ধীরঃ, যথোক্তবাদী চ—এষঃ দূতঃ বিধীয়তে।

বাংলা প্রতিশব্দঃ : মেধাবী (তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি আছে এমন), বাক্পটুঃ (সুবক্তা), প্রাজ্ঞঃ (বিচক্ষণ), পরিচিন্তোপলক্ষকঃ (অন্যের মনোগত ভাব বুঝতে সক্ষম), ধীরঃ (শান্ত), যথোক্তবাদী (যথাযথভাবে বক্তব্য উপস্থিত করতে পারেন, যা বলা হয়েছে তা ঠিকভাবে জানাতে পারেন)—এষঃ দূতঃ বিধীয়তে (এইরকম ব্যক্তিই যোগ্য দূত বলে বিবেচিত হন)।

বঙ্গানুবাদঃ : তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, সুবক্তা, বিচক্ষণ, অন্যের মনোগত ভাব অনুধাবন করতে সক্ষম, শান্ত, যথাযথভাবে বক্তব্য নিবেদন করতে সক্ষম—এরকম ব্যক্তিই যোগ্য দূত বলে বিবেচিত হন।

ভাবার্থপ্রকাশঃ : দূতের যোগ্যতাবলী এই শ্লোকে বলা হয়েছে। স্মৃতিশক্তি প্রথর না হলে দূত নির্দিষ্ট সব কথা বলতে পারে না। সুবক্তা হওয়া দূতের অন্যতম প্রধান যোগ্যতা। অন্যের মনোভাব অনুধাবনে দূত অভিজ্ঞ হবেন। ধীরতা, নির্ভয়ে নিজ রাজার সব কথা বলার সাহস প্রভৃতিও দূতের আবশ্যিক গুণাবলী। ‘মনুসংহিতা’য় বলা হয়েছে—“দূতং চৈব প্রকুবীর্ত সর্বশাস্ত্রবিশারদম্। ইঙ্গিতাকারচেষ্টজ্ঞং শুচিং দক্ষং কুলোদগতম্।। অনুরক্তঃ শুচির্দক্ষঃ স্মৃতিমান্ দেশকালবিৎ। বপুত্মান বীতভীরাগ্নী দূতো রাজ্ঞঃ প্রশস্যাতে।।” (৭ম অধ্যায়)। অর্থাৎ সর্বশাস্ত্রবিশারদ আকার-ইঙ্গিত-চেষ্টাভিজ্ঞ, শুচি, দক্ষ, সংকুলজাত লোক দূত হওয়ার যোগ্য এবং সকলের অনুরক্ত, বিশুদ্ধাচারী, দক্ষ, স্মৃতিমান, সুন্দর আকৃতি, নিভীক এবং সুবক্তা দূত প্রশংসার পাত্র। দূতের উপর সন্ধিবিগ্রহ নির্ভর করে। সুতরাং দূত নিয়োগের সময় খুব সচেতন থাকা প্রয়োজন।

‘শুক্রনীতিসার’-গ্রন্থে বলা হয়েছে—

“ইঙ্গিতাকারচেষ্টজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ দেশকালবিৎ।

ষাড্ গুণ্যমন্ত্রবিদ্বাংগী বীতভীদূত উচ্যতে।।” (দ্বিতীয় অধ্যায়)

‘হিতোপদেশে’ দূতের গুণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

“ভক্তো গুণী শুচির্দক্ষঃ প্রগল্ভোহব্যাসনী ক্ষমী।

ব্রাহ্মণঃ পরমর্মজ্ঞো দূতঃ স্যাৎ প্রতিভাবান্।।

উদ্যতেন্দ্রপিশস্ত্রেযু দূতো বদন্তি নান্যথা।

সদৈবাবধ্যভাবেন যথার্থস্য হি বাচকঃ।।” (বিগ্রহপ্রকরণ)

‘কামন্দকনীতিসার’, কৌটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্র’ প্রভৃতি গ্রন্থেও দূতের যোগ্যতা এবং কার্যাবলীর বিস্তৃত আলোচনা আছে।



॥ ১০৫ ॥

পুত্রপৌত্রগুণোপেতঃ শাস্ত্রজ্ঞো মিষ্টপাচকঃ।

শূরশ্চ কঠিনশৈব সূপকারঃ স উচ্যতে ॥

বিসন্ধিঃ শূরঃ + চ। কঠিনঃ + চ + এব।

অম্বয়ঃ পুত্রপৌত্রগুণোপেতঃ, শাস্ত্রজ্ঞঃ, মিষ্টপাচকঃ, শূরঃ চ, কঠিনঃ চ স এব সূপকারঃ বিধীয়তে।

বাংলা প্রতিশব্দঃ পুত্রপৌত্রগুণোপেতঃ (যার পুত্র পৌত্র আছে), শাস্ত্রজ্ঞঃ (যিনি পাকশাস্ত্রে নিষগত), মিষ্টপাচকঃ (যার তৈরী আহার মধুর আশ্বাদযুক্ত) শূরঃ চ (যিনি বীর, বলবান) কঠিনঃ চ (এবং দৃঢ়চিত্ত) —সূপকারঃ স উচ্যতে (তিনিই উপযুক্ত পাচক বলে পরিগণিত হন)।

বঙ্গানুবাদঃ পুত্র-পৌত্র আছে এমন, পাকশাস্ত্রে নিষগত, যার তৈরী আহার মধুর আশ্বাদযুক্ত, বলবান এবং দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি উপযুক্ত পাচক বলে পরিগণিত হন।

ভাবার্থপ্রকাশঃ রাজার পাচক পুত্র-পৌত্রযুক্ত যৌথ পরিবারের লোক হবে। এ সংসারে যার কোন আত্মীয়স্বজন নেই—বন্ধনও তার কম। তাই কোন দুঃসাহসিক কাজে সে যোগ দিতে দ্বিধা করে না। শত্রুর গুপ্তচরদের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে যে কোন খারাপ কাজে সে প্রবৃত্ত হতে পারে। পুত্র-কন্যা-স্ত্রী প্রভৃতির সাংসারিক বন্ধনে থাকলে সে তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে হঠকারী কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়। রন্ধনবিদ্যায় তাকে নিপুণ হতে হবে—তাহ্ণা বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণ প্রভৃতি সম্বন্ধেও তার জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। শৌর্য এবং দৃঢ় শারীরিক গঠনও পাচকের অন্যতম গুণ বলা হয়েছে। দৃঢ় শারীরিক গঠনের কথা বলায় পাচক নীরোগ হবে—এরকমও বোঝা যাচ্ছে। ‘বৃদ্ধ চাণক্য’ প্রভুভক্তি প্রভৃতি গুণও সূপকারের গুণ বলা হয়েছে—

“পিতৃপৈতামহো দক্ষঃ শাস্ত্রজ্ঞো মিষ্টপাচকঃ।

শৌচযুক্তঃ প্রভোভক্তঃ সূপকারোহি ভিধীয়তে ॥”

নলরাজার ‘পাকশাস্ত্র’, ক্ষেমেশ্বর-কবির ‘ক্ষেমকুতুহল’ গ্রন্থ, ‘মানসোল্লাস’ প্রভৃতি গ্রন্থে রন্ধনবিদ্যার নানা কথা আছে। এই সব গ্রন্থে সাতরকম পাকের কথা বলা হয়েছে—“ভর্জনং তলনং স্বেদঃ পচনং কথনং তথা। তান্দুরং পুটপাকশ্চ পাকঃ সপ্তবিধো মতঃ ॥”

॥ ১০৬ ॥

ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞো বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।

অপ্রমাদী সদা দক্ষঃ প্রতীহারঃ স উচ্যতে ॥

অম্বয়ঃ ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞঃ, বলবান্, প্রিয়দর্শনঃ, সদা অপ্রমাদী, দক্ষঃ—সঃ প্রতীহারঃ

উচ্যতে।

বাংলা প্রতিশব্দঃ ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞঃ (যিনি অন্তরের অভিপ্রায় অনুধাবন করতে সক্ষম এবং শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ করে মনোগত ভাব বুঝতে পারেন), বলবান্ (বলশালী), প্রিয়দর্শনঃ (সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট), সদা অপ্রমাদী (কখন’ ভুল করেন না অথবা সর্বদা সাবধান থাকেন), দক্ষঃ (কাজে নিপুণ)—প্রতীহারঃ স উচ্যতে (এমন ব্যক্তি দ্বাররক্ষকের কাজে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য)।

বঙ্গানুবাদঃ যিনি লোকের মনোগত অভিপ্রায় অনুধাবন করতে সক্ষম, শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ করে তার কারণ অনুমানে সক্ষম, যিনি সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট, যিনি সর্বদা সাবধান থাকেন (তাই কখনও ভুল করেন না), যিনি সকল কাজে নিপুণ—তিনিই দ্বাররক্ষকের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন।

ভাবার্থপ্রকাশঃ দ্বাররক্ষকের গুণাবলীর অন্যতম প্রধান গুণ হ’ল শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ করে লোকের মনোভাব বুঝতে পারা। কোন অপরাধ করতে চলেছে এমন লোকের চোখে-মুখে শরীরে বিভিন্ন পরিবর্তন হয়। সেগুলি নিপুণভাবে লক্ষ করে প্রতীহার প্রবেশাধিকার দেবেন। অন্যথা রাজার প্রাণহানি প্রভৃতি ঘটা সম্ভব নয়। প্রতীহার সুস্থাস্থ্যের অধিকারী হবেন, দেখতে সুন্দর হবেন। কর্তব্যে বিন্দুমাত্র অবহেলা করলে বিপদ হতে পারে—তাই তিনি সর্বদা সতর্ক থাকবেন। দুর্বল, লোভী বা অবিশ্বস্ত লোককে কখনই প্রতীহারের কাজে নিযুক্ত করা উচিত নয়। প্রতীহারঃ—প্রতিহ্রী যতে প্রতিনিবর্ত্যতে জনঃ অনেন ইতি প্রতীহারঃ। প্রতি এই উপসর্গের ‘ই’ কারের বিকল্পে ঈকার—সূত্রঃ ‘উপসর্গস্য ঘঞমুন্যো বহুলম্’। মাতৃগুপ্তাচার্য প্রতীহারের কাজ এভাবে নির্দেশ করেছেন—“সন্ধিবিগ্রহসম্বন্ধং নানা-কার্যসমুখিতম্। নিবেদয়ন্তি যাঃ কার্যং প্রতীহার্যন্তু তাঃ স্মৃতাঃ ॥”

॥ ১০৭ ॥

যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্।

লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি ॥

বিসন্ধিঃ ন+ অস্তি।

অম্বয়ঃ যস্য স্বয়ং প্রজ্ঞা নাস্তি শাস্ত্রং তস্য কিং করোতি? দর্পণঃ লোচনাভ্যাং বিহীনস্য কিং করিষ্যতি?

বাংলা প্রতিশব্দঃ যস্য (যে ব্যক্তির) স্বয়ং প্রজ্ঞা ন অস্তি (নিজের কোন বুদ্ধি নাই) শাস্ত্রং তস্য কিং করোতি (শাস্ত্র তার কি করবে? শাস্ত্রোপদেশ তার কাছে নিরর্থক)। দর্পণঃ (আয়না) লোচনাভ্যাং বিহীনস্য (দুই চোখই যার নষ্ট হয়ে গেছে এমন লোকের) কিং করিষ্যতি (কি কাজে লাগবে? নিরর্থক)।

বঙ্গানুবাদঃ যে ব্যক্তির নিজস্ব কোন বুদ্ধি নাই শাস্ত্রোপদেশ তার কি কাজে লাগবে?



যে লোকের দুই চোখই নষ্ট—আয়নায় তার কি কাজ হবে?

**ভাবার্থপ্রকাশ :** যে ব্যক্তির নিজস্ব স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি নাই তার শাস্ত্রজ্ঞান নিরর্থক। শাস্ত্রের মর্মার্থ উপলব্ধির জন্য কিছু বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন। এই স্বাভাবিক বুদ্ধির অভাবে তারা শাস্ত্রের অর্থতো উপলব্ধি করেই না—উপরন্তু অনেকক্ষেত্রে অপব্যাখ্যা করে মহা অনর্থের সৃষ্টি করে। অন্ধলোকের দর্পণে কি কাজ? দর্পণের প্রতি সে কোনদিনই দেখতে পারে না। ঠিক তেমনি—মূর্খ ব্যক্তি শাস্ত্র পাঠ করলেও তার অর্থ তার কাছে প্রতিভাত হয় না। চক্ষুস্থান ব্যক্তি দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখে দেহের মালিন্য প্রভৃতি দূর করতে সক্ষম হয়। বুদ্ধিমানও তেমনি শাস্ত্রপাঠে জ্ঞান অর্জন করে নিজের চারিত্রিক উন্নতি সাধন করে। বিচারবিবেকহীন মূর্খ তা পারে না। শাস্ত্রবাক্য তার কানে ঢোকে মাত্র—বুদ্ধি তে নয়। ফলতঃ তার আত্মিক বিকাশ সম্ভব হয় না। তাৎপর্য এই—নির্বোধের শাস্ত্রজ্ঞান নিরর্থক, স্বাভাবিক বুদ্ধি বৃদ্ধির অধিকারীর কাছে শাস্ত্রজ্ঞান জীবনে চলার পথের দিকনির্দেশক।

॥ ১০৮ ॥

কিং করিয়াস্তি বক্তারঃ শ্রোতা যত্র ন বিদ্যতে।

নগ্নক্ষপণকে দেশে রজকঃ কিং করিয়াতি ॥

**অর্থ :** যত্র শ্রোতা ন বিদ্যতে (তত্র) বক্তারঃ কিং করিয়াস্তি? রজকঃ নগ্নক্ষপণকে দেশে কিং করিয়াতি?

**বাংলা প্রতিশব্দ :** যত্র (যেখানে) শ্রোতা ন বিদ্যতে (কোন' যোগ্য শ্রোতা নেই), তত্র বক্তারঃ কিং করিয়াস্তি (সেখানে বক্তার কি কাজ)? রজকঃ (ধোপা) নগ্নক্ষপণকে দেশে (যে দেশে সকলেই উলঙ্গ বৌদ্ধ সম্মাসী, সেখানে) কিং করিয়াতি (কি কাজ করবে)?

**বঙ্গানুবাদ :** যে সভায় (যোগ্য) শ্রোতা নেই—বক্তা সেখানে কি করবেন? (অর্থাৎ বক্তার পরিশ্রম নিরর্থক)। যে দেশে সকলেই উলঙ্গ বৌদ্ধ সম্মাসী—সে দেশে ধোপার কি কাজ?

**ভাবার্থপ্রকাশ :** গুণ গ্রহণ করার যোগ্য লোক থাকলেই গুণীর মর্যাদা। নিরক্ষর, সর্বতোভাবে অজ্ঞ জনসমাজে মহাকবির সার্থকতা কোথায়? শ্রোতা থাকলেও বক্তব্য অনুধাবন করার সামর্থ্য না থাকলে তাদের থাকা না থাকা সমান হয়। উষর মরুভূমিতে কৃষকের প্রয়োজন হয় না। দিগম্বর বৌদ্ধ সম্মাসীর দেশে ধোপার কোন কাজ থাকে না। তাই নিজের যোগ্যতা প্রকাশের জন্য, সমাজে যোগ্য সম্মান লাভের জন্য গুণগ্রাহী লোক যেখানে আছে সেখানে বসবাস করা উচিত। তাছাড়া উপদেশ প্রভৃতিও যোগ্য স্থানেই বিতরণ করা উচিত। অন্যত্র তা নিরর্থক হয়।

॥ ১০৯ ॥

যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ নৃণাং প্রজ্ঞা প্রজায়তে।

শতমষ্টোত্তরং পদ্যং চাণক্যেন প্রযুক্ত্যতে ॥

**বিসঙ্গি :** শতম্ + অষ্টোত্তরম্।

**অর্থ :** যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ নৃণাং প্রজ্ঞা প্রজায়তে—(তৎ) অষ্টোত্তরং শতং পদ্যং চাণক্যেন বিধীয়তে।

**বাংলা প্রতিশব্দ :** যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ (যে শাস্ত্র বা গ্রন্থ জানা মাত্র) নৃণাং প্রজ্ঞা (মানুষের জ্ঞান) প্রজায়তে (জন্মায়)—তৎ অষ্টোত্তরং শতং পদ্যম্ (সেই একশ আটটি শ্লোক) চাণক্যেন প্রযুক্ত্যতে (চাণক্য প্রণয়ন করলেন)।

**বঙ্গানুবাদ :** যে শাস্ত্র (বা গ্রন্থ) পাঠ করা মাত্র মানুষের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান জন্মায় সেই একশ আট শ্লোকবিশিষ্ট গ্রন্থ চাণক্য প্রণয়ন করলেন।



## বিষয়সূচী

### শ্লোকসংখ্যা উল্লিখিত

অবিশ্বাস্য—২৫
আত্মরক্ষা—২৯
আশ্রয়—৬০
কুপূত্র-নিন্দা—১২, ৯৩
গুরু—৪৭
গ্রহণীয়—৬৩, ৬৪-৭০, ৭৭, ৯০
ছদ্মবন্ধু—১৬, ১৭, ১৮, ২১
দারিদ্র্য—৪৪, ৮০
দুঃখজনক—৫৫, ৫৭, ৭৮, ৯১
দুঃখজনক নয়—৫৪
দুঃখের সংসার—৪১, ৪২, ৪৫
দুর্জন-নিন্দা—২২, ২৩, ২৪, ৫৮
দুর্লভ—৫০, ৫২, ৫৩, ৫৮, ৫৯
দোষের উৎপত্তি—৪৬
নিন্দনীয় (পরিবর্জনীয়) বিষয়—২৬, ২৮, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪৮, ৪৯, ৬২, ৮১, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯২, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১০৮।
নিন্দনীয় দেশ—৩৪, ৩৫, ৯৩
পণ্ডিতের লক্ষণ—৩, ৩২
পালনীয়—৭২
পিতামাতার কর্তব্য—৭, ৯
প্রকৃত বন্ধু—১৫, ২১
প্রশংসনীয়—৭৭, ৮০, ৮৮, ৯৪
প্রিয়বাদিতা—৭১
বন্ধু—১৫, ২১, ৪৫
বিদ্যা-প্রশংসা—১, ২, ৭১
ব্যবহারিক বিষয় (বিভিন্ন)—২০, ২৬, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৫১, ৫৬
ভয়—৮২
ভালো জিনিষের কদর—১৪, ৭১
মূর্থতা—৬১

মূর্থ-নিন্দা—২, ১৩, ৮৪, ৮৫, ১০৭

যোগ্যতা-নির্ণয় : ভৃত্য—১৯, বন্ধু—১৯, মিত্র—১৯, ভাৰ্য্যা—১৯, ধৰ্ম্মাধ্যক্ষ— ১০০, রাজপুৰোহিত—৯৯, বৈদ্য—১০১, লেখক—১০২, সেনাধ্যক্ষ—১০৩, দূত—১০৪, সুপকার—১০৫, প্রতীহার—১০৬
শত্রু—৪৩
শাস্ত্রজ্ঞ-প্রশংসা—৪, ৮৩
সুখের সংসার—৪০
সুপুত্র-প্রশংসা—৮, ১১, ৪৫
স্ত্রীলোক (বিশেষতঃ চরিত্রসম্বন্ধীয়)—২৫, ২৭, ৩৭, ৪০—৪৪, ৪৭, ৫১, ৫৬, ৬২, ৬৩, ৭৪—৭৮, ৮৬, ৮৮, ৯২, ৯৩, ৯৫—৯৮।



## পরিশিষ্ট

(‘চাণক্য-নীতি-শাস্ত্র’ের বিভিন্ন সংস্করণে নিম্নোল্লিখিত শ্লোকগুলি দেখা যায়। তবে এইসকল শ্লোকের প্রামাণ্য সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।)

নিগুণেষাপি সন্তেষু দয়াং কুবন্তি সাধবঃ।

ন হি সংহরতে জ্যোৎস্নাং চন্দ্রশ্চাণ্ডালবেশ্মনি ॥ ক ॥

তাজ দুর্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্।

কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যমনিতাতাম্ ॥ খ ॥

ধনানি জীবিতশৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।

সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥ গ ॥

অহো বত বিচিত্রাণি চরিতানি মহাত্মনাম্।

লক্ষ্মীং তৃণায় মন্যন্তে তদভ্যারণ নমস্তি চ ॥ ঘ ॥

যদি নিত্যমনিত্যেন নির্মলং মলবাহিনা।

যশঃ কায়েন লভ্যেত তন্ন লব্ধং ভবেন্ন কিম্ ॥ ঙ ॥

শরীরস্য গুণানাং চ দূরমত্যন্তমন্তরম্।

শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি কল্লান্তস্থায়িনো গুণাঃ ॥ চ ॥

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।

শাস্ত্রপূতং বদেদ্ বাক্যং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥ ছ ॥

নিগুণস্য হতং রূপং দুঃশীলস্য হতং কুলম্।

অসিদ্ধস্য হতা বিদ্যা অভোগেন হতং ধনম্ ॥ জ ॥

স জীবতি গুণা যস্য ধর্মো যস্য স জীবতি।

গুণধর্মবিহীনস্য জীবিতং নিষ্প্রয়োজনম্ ॥ ঝ ॥

যুগান্তে প্রচলেম্মেরু কল্লান্তে সপ্ত সাগরাঃ।

সাধবঃ প্রতিপন্নার্থান চলন্তি কদাচন ॥ ঞ ॥

সাধুনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ।

তীর্থং ফলতি কালেন সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ ॥ ট ॥

কামধেনুগুণা বিদ্যা হ্যকালে ফলদায়িনী।

প্রবাসে মাতৃসদৃশী বিদ্যা গুপ্তং ধনং স্মৃতম্ ॥ ঠ ॥

ভোগার্থী চেৎ ত্যজেদ্বিদ্যাং বিদ্যার্থী ভোগমুৎসৃজেৎ।

ভোগার্থিনঃ কুতো বিদ্যা ভোগো বিদ্যার্থিনঃ কুতঃ ॥ ড ॥

শান্তিতুল্যং তপো নাস্তি ন সন্তোষাৎ পরং সুখম্।

ন তৃষ্ণয়াঃ পরো ব্যর্থিনঃ চ ধর্মো দয়াসমঃ ॥ ঢ ॥

অন্নদাতা ভয়ত্রাতা কন্যাদাতা তথৈব চ।

জনিতা চোপনেতা চ পশ্চৈ তে পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭ ॥

আদৌ মাতা গুরোঃ পত্নী ব্রাহ্মণী রাজপত্নিকা।

ধেনুর্ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্ততা মাতরঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮ ॥

পরোপকরণং যেবাং জাগর্তি হৃদয়ে সতাম্।

নশ্যন্তি বিপদস্তেষাং সম্পদঃ স্যাঃ পদে পদে ॥ ৯ ॥

প্রিয়বাক্যপ্রদানেন সর্বে তুষ্যন্তি জন্তবঃ।

তস্মাৎ তদেব বক্তব্যং বচনে কা দরিত্রতা ॥ ১০ ॥

নমস্তি ফলিনো বৃক্ষা নমস্তি গুণিনো জনাঃ।

শুষ্ককাষ্ঠঞ্চ মূর্খশ্চ ভিধ্যতে ন তু নম্যতে ॥ ১১ ॥

অনিত্যানি শরীরাণি বিভবো নৈব শাস্বতঃ।

নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্তব্যো ধর্মসঞ্চয়ঃ ॥ ১২ ॥

নাস্তি বিদ্যাসমো চক্ষুর্নাস্তি সত্যসমং তপঃ।

নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্ ॥ ১৩ ॥

বরং প্রাণপরিত্যাগো মানভঙ্গেন জীবনাৎ।

প্রাণত্যাগে ক্ষণং দুঃখং মানভঙ্গে দিনে দিনে ॥ ১৪ ॥

ক্ষময়া দয়য়া প্রেময়া স্নুতেনোজর্জবেন চ।

বশীকুর্য্যৎ জগৎ সর্বং বিনয়েন চ সেবয়া ॥ ১৫ ॥

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।

গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ ॥ ১৬ ॥

জ্ঞাতিভিলুপ্ত্যেত নৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে।

দানেন ন ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনম্ ॥ ১৭ ॥

মনস্যন্যাদ্ বচস্যন্যৎ কর্মণ্যন্যদ্ দুরাত্মনাম্।

মনস্যেকং বচস্যেকং কর্মণ্যেকং মহাত্মনাম্ ॥ ১৮ ॥

হস্তস্য ভূষণং দানং সত্যং কণ্ঠস্য ভূষণম্।

কণ্ঠস্য ভূষণং শাস্ত্রং ভূষণৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥ ১৯ ॥



## বর্ণানুক্রমিক শ্লোকসূচী

অ	শ্লোক	পৃষ্ঠা	এ	শ্লোক	পৃষ্ঠা
অতিদর্পে হতা লক্ষ্য	৪৮	৪৩	একেনাপি কুবৃক্ষেণ	১২	১০
অদাতা বংশদোষেণ	৪৬	৪১	একেনাপি সুবৃক্ষেণ	১১	৯
অর্থনাশং মনস্তাপং	৩২	২৮			
অবংশপতিতো রাজা	৭৯	৭১	ক		
অবিদ্যাং জীবনং	৪৪	৩৯	কষ্টা বৃত্তিঃ	৫৭	৫২
অবিদ্যাং পুরুষঃ	৫৫	৫০	কিং করিয্যন্তি বক্তারঃ	১০৮	৯৬
অবিশ্রামং বহেদভারং	৬৮	৬১	কিং কুলেন বিশালেন	৪	৩
অশোচ্যো নির্ধনঃ	৫৪	৫০	কুদেশঞ্চ কুবৃত্তিঞ্চ	৩৭	৩২
অসংভাব্যাং ন বক্তব্যং	৮৭	৭৬	কুদেশমাসাদ্য	৯৩	৮১
অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ	৭৮	৭০	কুলশীলগুণোপেতঃ	১০০	৮৮
অস্তি পুত্রো বশে	৪০	৩৫	কুলীনেঃ সহ সম্পর্কং	৫৬	৫১
আ			কৃপাদকং বটচ্ছায়া	৯৪	৮২
আপদার্থং ধনং রক্ষেন্দু	২৭	২৩	কোকিলানাং স্বরো	৪৫	৪০
আপদাং কথিতঃ	৭২	৬৪	কোহতিভারঃ	৭১	৬৩
আয়ুর্বেদকৃতাভ্যাসঃ	১০১	৮৯	গ		
আহারো দ্বিগুণঃ	৭৬	৬৮	গুরুদ্বির্দ্বিজাতীনাং	৪৭	৪২
ই			গুঢ়ঞ্চ মৈথুনং	৬৯	৬২
ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞো	১০৬	৯৪	ঘ		
উ			ঘৃতকুণ্ডসমানারী	৭৫	৬৭
উৎসবে ব্যসনে	১৫	১২	চ		
উপকারগৃহীতেন	২০	১৬	চলত্যেকেন পাদেন	৩০	২৬
ঋ			চিত্তা জ্বরো মনুষ্যাণাং	৩৯	৩৪
ঋণকর্তা পিতা শত্রুঃ	৪৩	৩৭	জ		
ঋণশেষোহগ্নিশেষশ্চ	৩৮	৩৩	জানীয়াৎ প্রেষণে	১৯	১৫
			জীর্ণমল্লং প্রশংসীয়াৎ	৭৭	৬৯

ত	শ্লোক	পৃষ্ঠা	শ্লোক	পৃষ্ঠা
তক্ষরস্য কুতো ধর্মঃ	৫৮	৫৩	প্রথমে নার্তজিতা বিদ্যা	৯১ ৮০
তাজেদেকং কুলস্যার্থে	২৯	২৫	প্রদোষে নিহতঃ পত্ন্যঃ	৯৭ ৮৫
দ			প্রভূতমল্লকার্যং বা	৬৫ ৫৯
দুরধীতা বিষং বিদ্যা	৯৬	৮৪	প্রাজ্ঞে নিযোজ্যমানে তু	৮৩ ৭৪
দুর্জনঃ পরিহর্তব্যো	২৩	১৯	প্রেষিতস্য কুতো মানং	৫৯ ৫৪
দুর্জনঃ প্রিয়বাদী চ	২২	১৮	ব	
দুর্বলস্য বলং রাজা	৬০	৫৫	বহুভিমূখসংঘাতেঃ	৮৫ ৭৫
দুর্লভং প্রাকৃতং	৫২	৪৮	বহুশী স্বল্পসমুদ্রঃ	৬৭ ৬০
দুষ্টা ভার্যা	৪১	৩৬	ব্রহ্মহাংপি নরঃ	৮০ ৭১
দূরতঃ শোভতে মূর্খো	১৩	১০		
ধ			ড	
ধনধান্যপ্রয়োগেষু	৩৩	২৮	ভোজ্যং ভোজনশক্তিঞ্চ	৫০ ৪৫
ধনিনঃ শ্রোত্রিয়ো	৩৪	৩০		
ন			ম	
ন কশ্চিৎ কস্যচিচ্ছিত্রং	২১	১৭	মনসা চিত্তিতং কর্ম	৩৬ ৩১
নক্ষত্রভূষণং চন্দ্রো	৬	৫	মাতা যস্য গৃহে	৪২ ৩৭
নখিনাঞ্চ নদীনাঞ্চ	২৫	২১	মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী	৭ ৬
ন চ বিদ্যাসমো	৭৩	৬৫	মাতৃবৎ পরদারেষু	৩ ২
নদীকূলে চ যে বৃক্ষাঃ	৯২	৮১	মূর্খে নিযোজ্যমানে	৮৪ ৭৪
ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে	১৮	১৪	মেধাবী বাকপটুঃ	১০৪ ৯২
প			য	
পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্বে	২	১	যস্মিন্ দেশে	৩৫ ৩০
পরদারান্ পরদ্রব্যং	২৮	২৪	যস্য ক্ষেত্রং নদীতীরে	৮৬ ৭৬
পরোক্ষে কার্যহস্তারং	১৬	১৩	যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা	১০৭ ৯৫
পাদপানাং ভয়ং	৮২	৭৩	যস্য বিভ্জানমাত্রাণ	১০৯ ৯৭
পুত্রপৌত্রগুণোপেতঃ	১০৫	৯৪	যস্য যুদ্ধঞ্চ প্রাতরুত্থানং	৭০ ৬৩
পুত্রপ্রয়োজনা দারাঃ	৫১	৪৬	যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য	৬১ ৫৬
পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা	৮১	৭২		



শ্লোক	পৃষ্ঠা	শ্লোক	পৃষ্ঠা
র		স	
রূপযৌবনসম্পন্ন	৫	৪	১৭ ১৪
ল			
লালনে বহবো দোষাঃ	১০	৮	১০২ ৯০
লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি	৯	৭	৬৩ ৫৭
লুৰ্দ্ধমর্থেন গৃহীয়াৎ	৩১	২৭	১০৩ ৯১
ব			
বরমেকো গুণী পুত্রো	৮	৬	৭৪ ৬৬
বস্ত্রহীনস্তলঙ্কারো	৪৯	৪৫	২৪ ২০
বিদ্বৎ নৃপত্বঞ্চ	১	১	৬৬ ৫৯
বিষং চতুর্মণং রাত্রৌ	৯৫	৮৩	৬৪ ৫৮
বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যম্	১৪	১১	৮৮ ৭৭
বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞো	৯৯	৮৭	৯০ ৭৯
শ			
শুঙ্কং মাংসং	৬২	৫৭	হ
শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং	৫৩	৪৯	হতমশোত্রিয়ং ৯৮ ৮৬
			হস্তী হস্তসহশ্রেণ ২৬ ২২
			হেলা স্যাৎ কার্যনাশায় ৮৯ ৭৮

## নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

- \* ওয়াকার বেঞ্জামিন—হিন্দু ওয়ার্ল্ড (এ্যান এনসাইক্লোপিডিক সার্ভে অফ হিন্দু জম), দুই খণ্ডে, প্রথম খণ্ড (এ-এল), মুন্সীরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, নিউ দিল্লী, ১৯৮৩
- \* দি কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র—আর. পি. কাংলে সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, মোতীলাল বনারসীদাস, বারাণসী-পাটনা-মাদ্রাজ, ১৯৬৯
- \* গরুড়পুরাণম্—শ্রীমদ্রহস্যকৃষ্ণবৈদ্যপায়নবেদব্যাস প্রণীত, আচার্য্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, প্রথম নবভারত সংস্করণ, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৯২
- \* চরক-সংহিতা—সম্পাদক এবং ইংরেজী অনুবাদক-প্রিয়ব্রত শর্মা, প্রথম খণ্ড, জয়কৃষ্ণদাস আয়ুর্বেদ সিরিজ—৩৬, চৌখাম্বা ওরিয়েন্টালিয়া, বারাণসী-দিল্লী, ১৯৮১
- \* চাণক্যকথা—রবিনর্ডক রচিত, বঙ্গানুবাদসহ সম্পাদিত, সম্পাদক—সতীশ চরণ ল (Satish Churn Law), নরেন্দ্রনাথ ল-এর ভূমিকা সহ, ক্যালকাটা ওরিয়েন্টাল সিরিজ নং ৬, ও. বি. টি. ১, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৩০ (প্রকাশক)।
- \* চাণক্য-নীতি-টেক্সট-ট্র্যাডিশন—(চাণক্য-নীতি-শাখা সম্প্রদায়) লুদভিগ স্টার্নবাখ, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, বিশ্বেশ্বরানন্দ বেদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, হোশিয়ারপুর, ১৯৬৩
- \* চাণক্যরাজনীতিশাস্ত্রম্—ঈশ্বরচন্দ্রশাস্ত্রী সম্পাদিত, ক্যালকাটা ওরিয়েন্টাল সিরিজ নং ২, কলিকাতা ১৯১৯
- \* চাণক্য-রাজনীতি (ম্যাক্সিমস অন রাজনীতি)—লুদভিগ স্টার্নবাখ সম্পাদিত, দি এ্যাডিয়ের লাইব্রেরী সিরিজ, ৯২তম খণ্ড, দি এ্যাডিয়ের লাইব্রেরী এণ্ড রিসার্চ সেন্টার, মাদ্রাজ (তারিখহীন)।
- \* চাণক্য-শতক—রায় বাহাদুর ওর গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন সম্পাদিত, পঞ্চম সংস্করণ কলিকাতা ১৩৪৪ (ব)
- \* চাণক্য-শ্লোক—কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন, পঞ্চম সং, এন. সি. আচ্য এন্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৩২ ইং
- \* চাণক্যশ্লোকঃ—তারাকুমার শর্মা। আখ্যাপত্র পাওয়া যায় নাই।
- \* সটীক চাণক্যশ্লোকশতকম্—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী সম্পাদিত, স্বকৃত 'বালবোধিনী', টীকা সহিত, কলিকাতা ১৯৩৫
- \* চাণক্যশ্লোকঃ—হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, দি সংস্কৃত বুক ডিপো প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৩৮৩ (ব)



- \* চাণক্য-নীতি-শাস্ত্রম্—ডঃ সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, 'ভাবার্থপ্রকাশ' ব্যাখ্যাসহ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৯৯১
- \* চাণক্যসূত্রম্—শ্রীমৎকৌটিল্যপ্রণীত, প্রথমাদ্যায়, শ্রীশ্রীমোহন তর্কবেদান্ততীর্থ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, চট্টগ্রাম জগৎপুরাশ্রম টোল, ১৩৪৭ (বাং)
- \* চাণক্যসূত্রাণি—(মহর্ষিচাণক্যপ্রণীতানি) শ্রীমন্ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা (তারিখহীন)
- \* দত্ত, প্রজ্ঞারঞ্জন—প্রাচীন ভারতে রাজধর্ম, গ্রন্থসংহিতা, কলিকাতা, ১৯৭১
- \* দি নীতিসার বাই কামন্দকী—রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র সম্পাদিত, ডঃ শিশির কুমার মিত্র কর্তৃক ইংরেজীতে অনুবাদিত এবং পরিশোধিত, বিবিলিওথেকা ইন্ডিকা : এ কালেকশন অফ ওরিয়েণ্টাল ওয়ার্কস নং ১৭৯ (১৮৬১ ইং) থেকে পুনর্মুদ্রিত, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৮২
- \* বুদ্ধ চাণক্যঃ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীরামশাস্ত্রিসম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৩২ সাল।
- \* বোধিচাণক্যঃ অথবা চাণক্য-সারসংগ্রহঃ (The Buddhistic or Sapiant Chanakya or an excerpta of His maxin -civil, moral and political) ভুবন চাঁদ দত্ত কর্তৃক অনুবাদিত, কলিকাতা, ১৮৮৯ (?), অনুবাদকের তারিখ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৮
- \* মনুস্মৃতিঃ (কুল্লুকভট্টবিরচিত 'মদ্বর্থমুক্তাবলী'-সমেত) সম্পাদক আচার্য জগদীশলাল শাস্ত্রী, প্রথম সংস্করণ, মোতীলাল বনারসীদাস, দিল্লী-বারাণসী-পাটনা, ১৯৮৩
- \* গুহ্যনীতি—শ্রীমচ্ছ্রুতচাণক্যনির্মিত, মিহিরচন্দ্রজী-কৃত 'ভাষাটীকা' সমেত, মুদ্রক ও প্রকাশক—খেমরাজ কৃষ্ণদাস, বোম্বে, ২০২১ সংবৎ
- \* সনৎজাতীয়মধ্যায়শাস্ত্রম্—শঙ্করভাষ্য এবং সম্পাদককৃত 'কালিকা-কালিকা-ভাসটীকা' দিসমেত, সম্পাদক—শ্রীগুরুপদশর্ম্ম হালদার, কালীঘাট-কালিকা গ্রন্থমালা ১, কলিকাতা—১৮৫১-৫৩ শকাব্দ।
- \* সুভাষিত-রত্ন-ভাণ্ডাগার—নারায়ণ রাম আচার্য সম্পাদিত, মুন্সীরাম মনোহরলাল, দিল্লী, ১৯৭৮
- \* দি সুভাষিতাবলী অফ বল্লভদেব—পিটার পিটারসন এবং পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ সম্পাদিত, বোম্বে স্যাককুট এন্ড প্রাকৃত সিরিজ নং ৩১, দ্বিতীয় সংস্করণ, পুনঃ সম্পাদিত—রঘুনাথ দমোদর কর্মকার, পুণা, ১৯৬৯।
- \* হিতোপদেশঃ—নারায়ণ রচিত, 'মর্মপ্রকাশিকা' টীকা সমেত, সম্পাদক এম. আর. কালে, ষষ্ঠ সংস্করণ (১৯৬৭)-এর পুনর্মুদ্রণ, মোতীলাল বনারসীদাস, দিল্লী-বারাণসী-পাটনা—মাদ্রাজ, ১৯৮৫